বার্ষিক মানবাধিকার প্রতিবেদন ২০১৭

odhikar
অধিকার

১২ জানুয়ারী ২০১৮

প্রচ্ছদ ছবি ঃ

বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত ছবি সন্নিবেশিত করে প্রচ্ছদটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

বাম দিক (উপর থেকে নিচে)

১. পুলিশ মিছিলকারীদের পেটাচ্ছে। ছবি: দি ডেইলি স্টার ১৬ মার্চ ২০১৭
http://www.thedailystar.net/city/march-against-gas-price-hike-foiled-1376698

২. চেয়ারম্যান পদে নৌকা প্রতীকে আগেই সিল মেরে রাখা হয় কুমিল্লার নাঙ্গলকোট উপজেলার জোড্ডা পশ্চিম ইউনিয়নের মান্দ্রা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে। ছবিঃ প্রথম আলো ২৯ ডিসেম্বর ২০১৭
www.prothomalo.com/bangladesh/article/1396661/

ডান দিক (উপর থেকে নিচে)

৩. রাজধানীর শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনের রাস্তায় আন্দোলনরত সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের বাধা দেয় পুলিশ এবং শিক্ষার্থীদের ওপর কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে। ছবিঃ প্রথম আলো ২১ জুলাই ২০১৭
www.prothomalo.com/bangladesh/article/1260011/

৪. ২০১৭ সালের মে মাসে গুমবিরোধী আন্তর্জাতিক সপ্তাহে অধিকার এবং গুমের শিকার ব্যক্তিদের পরিবারের যৌথ উদ্যোগে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন। ছবি অধিকার।

মুখবন্ধ

১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে *অধিকার* জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় নিরলসভাবে সংগ্রাম করে চলেছে। মানবাধিকার কর্মীদের সংগঠন হিসেবে *অধিকার* রাষ্ট্রের হাতে সংঘটিত সমস্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো তুলে ধরে জনগণকে সচেতন করা এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার এর বিষয়ে প্রচারাভিযান চালানো, প্রতিবাদ জানানো এবং রাষ্ট্রকে মানবাধিকার লঙ্ঘন থেকে বিরত রাখবার জন্য সব সময়ই সচেষ্ট থেকেছে। *অধিকার* দলমত নির্বিশেষে মানবাধিকার লংঘনের শিকার ভিকটিমদের পাশে দাঁড়ায় এবং ভিকটিমদের নিরাপত্তা ও ন্যায় বিচার লাভের জন্য প্রচারভিযান চালায়।

দেশে কর্তৃত্ববাদী সরকার ব্যবস্থা চালু রয়েছে এবং এর প্রভাবে ব্যাপকভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটছে। এর ধারাবাহিকতা অব্যাহত থেকেছে ২০১৭ সালেও। *অধিকার* প্রতি মাসের মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে এবং এই সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করে। *অধিকার এর* সবচেয়ে বড় শক্তি হলো সারাদেশে *এর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শতশত মানবাধিকার কর্মীসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থিত মানবাধিকার কর্মী-সংগঠনগুলো। তথ্যানুসন্ধান, দেশের বিভিন্ন জেলার মানবাধিকার কর্মীদের পাঠানো প্রতিবেদন এবং বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য-উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে মাসিক প্রতিবেদনগুলো। ২০১৭ সালের প্রতি মাসে *অধিকার* এর প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলোর সংক্ষিপ্তরূপ এই বার্ষিক মানবাধিকার প্রতিবেদন ২০১৭।

অধিকার তার মানবাধিকার সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে গিয়ে ২০১৩ সাল থেকে চরম রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও হয়রানির সম্মুখিন হচ্ছে। রাষ্ট্রের ক্রমাগত হয়রানি ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও *অধিকার* আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের মানদণ্ড অনুযায়ী মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়সমূহ ২০১৭ সালের প্রতিবেদনে আলোকপাত করেছে।

অধিকার দেশী-বিদেশী সমস্ত মানবাধিকার কর্মী, সহযোগী সংগঠনগুলো এবং শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে, যাঁরা *অধিকারকে* সহযোগিতা করেছেন এবং *অধিকার এর* সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেছেন। এই সহযোগিতা ও সংহতি *অধিকার এর* মানবাধিকার লংঘনের বিরুদ্ধে সংগঠিত সংগ্রামকে শক্তিশালী ও সোচ্চার করেছে।

অধিকার এর প্রতিবেদনগুলো বিস্তারিত দেখতে ক্লিক করুন: www.odhikar.org

ফেসবুক: Odhikar.HumanRights

সূচীপত্র

সারসংক্ষেপ ৬

মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিসংখ্যান: জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০১৭ .... ১০

মূল প্রতিবেদন ১১

ক. গণতন্ত্র ও মানবাধিকার ১১

আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে নিহত ১৩

সাধারণ নাগরিকদের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীদের দুর্বৃত্তায়ন ১৪

বিরোধীদলের নেতাকর্মীদের গ্রেফতার, দমন-পীড়ন এবং সভা-সমাবেশে বাধা ১৬

খ. সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ২১

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ২১

নির্বাচন কমিশন, নির্বাচনী ব্যবস্থা এবং স্থানীয় সরকার ২২

দুর্নীতি দমন কমিশন ২৫

গ. রাষ্ট্রীয় বাহিনীর নিপীড়ন ও দায়মুক্তি ২৬

ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধ ২৮

নির্যাতনে মৃত্যু ২৮

গুলিতে মৃত্যু ২৮

পিটিয়ে মৃত্যু ২৮

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের হাতে নির্যাতন, অমানবিক আচরণ ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার জবাবদিহিতার অভাব ৩০

গুম ৩২

ঘ. গণপিটুনিতে মৃত্যু ৩৮

ঙ. মতপ্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ এবং নিবর্তনমূলক আইন ৩৮

চ. কারাগারের অবস্থা ৪২

ছ. উচ্চ আদালতে বিডিআর বিদ্রোহের মামলার রায় ৪৩

জ. বাংলাদেশ ও এর প্রতিবেশী সংক্রান্ত বিষয় ৪৩

মিয়ানমারে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির ওপর গণহত্যা ৪৩

ভারত সরকারের আগ্রাসী নীতি ৪৯

সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশী নাগরিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘন ৫০
ঝ.'চরমপন্থা' ও মানবাধিকার ৫২
ঞ.ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠির প্রতি সহিংসতা ৫৩
ট. শ্রমিকদের অধিকার ৫৪
অন্যান্য শিল্প কারখানায় শ্রমিকদের অবস্থা ৫৭
নির্মাণ শ্রমিকদের অবস্থা ৫৮
অভিবাসি শ্রমিকদের অবস্থা ৫৯
ঠ.নিষ্ঠুর আচরণের শিকার শিশুরা ৬০
ড. নারীর প্রতি সহিংসতা ৬০
ধর্ষণ ৬২
যৌতুক সহিংসতা ৬৪
এসিড সহিংসতা ৬৫
ঢ. মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা ৬৬
অধিকার এর সুপারিশসমূহ ৬৮

সারসংক্ষেপ

এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে ২০১৭ সালের গণতান্ত্রিক ও মানবাধিকার পরিস্থিতির ওপর আলোকপাত করা হয়েছে, উল্লেখিত হয়েছে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাসহ পদ্ধতিগতভাবে বাক স্বাধীনতা হরণ, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংকোচন, বিচার ব্যবস্থার রাজনীতিকরণের মাধ্যমে বিচার প্রক্রিয়াকে সংকুচিতকরণ এবং জীবনের অধিকার থেকে জনগণকে বঞ্চিত করার বিষয়গুলো। মূলতঃ রাষ্ট্র যদি গণতান্ত্রিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে তার কাঙ্খিত রাজনৈতিক লক্ষ্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। যদিও জাতিসংঘের ৯টি মূল মানবাধিকার সনদের মধ্যে বাংলাদেশ নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তি, নির্যাতন বিরোধী সনদসহ ৮টি মূল আন্তর্জাতিক সনদ/চুক্তি অনুস্বাক্ষর করেছে। এছাড়াও আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত সংক্রান্ত রোম সংবিধিতেও অনুস্বাক্ষর করেছে বাংলাদেশ। এই সনদ/চুক্তি পালন না করে সরকারের দমনমূলক নীতির কারণে ২০১৭ সালে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি ছিল অবনতিশীল। ২০১৭ এর মানবাধিকার পরিস্থিতি আলোকপাত করতে হলে এর আগের বছরগুলোর মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা জরুরী। যেহেতু আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯ সাল থেকে ক্ষমতায় আছে তাই ২০১৭ এর মানবাধিকার পরিস্থিতির প্রেক্ষাপট ২০০৯ এর ধারাবাহিক রূপ। ২০০৯ সালে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মহাজোটের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তার ঘোষিত নির্বাচনী ইশতেহারে দেশে ন্যায়বিচার, সুশাসন, স্বচ্ছতা ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠাসহ বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধের অঙ্গীকার করেছিল। কিন্তু নির্বাচনে জয়লাভের পর আওয়ামী লীগ তার ঘোষিত নির্বাচনী ইশতেহার থেকে বিচ্যুত হয় এবং ফলস্বরূপ জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে অকার্যকর করা, বিভিন্ন নিবর্তনমূলক আইন প্রনয়ন এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সমূহ লঙ্ঘনের মধ্যে দিয়ে মানবাধিকার পরিস্থিতির অবনতি হতে থাকে। ২০০৯ সালে জেনেভায় অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলে ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউ (ইউপিআর) এর শুনানিতে প্রথম দফা বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা হয়। সেখানে বাংলাদেশের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আওয়ামী লীগ সরকারের বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে ‘জিরো টলারেন্স’ রয়েছে। কিন্তু এই জিরো টলারেন্স নীতি পরবর্তীতে কার্যকর হয়নি বরং বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড চলতে থাকে । ২০০৯ থেকে একটি নতুন পদ্ধতি ‘গুম’ লক্ষ্যনীয় হয়ে উঠে যা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে আরো একটি নতুন মাত্রা যোগ করে। এছাড়া রাষ্ট্রীয় বাহিনী কর্তৃক বিরোধীদলের নেতাকর্মীদের পায়ে গুলি করার একটি প্রবণতাও যোগ হয় ২০১১ সালে। ২০১১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি বাতিল করা হয়, যা ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি বিতর্কিত ও প্রহসনমূলক দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের[১] মাধ্যমে আওয়ামী লীগের দ্বিতীয়বারের মতো ক্ষমতায় আসার পথ উন্মুক্ত করে। এই নির্বাচনের মাধ্যমে এমন একটি অদ্ভুত সংসদ গঠিত হয় যেখানে সাবেক স্বৈরশাসক লেঃ জেঃ এইচ এম এরশাদের জাতীয় পার্টি একাধারে বিরোধীদল ও সরকারের অংশীদার হয়। কার্যকর বিরোধীদল বিহীন জাতীয় সংসদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে সরকারের জবাবদিহিতার জায়গায় যে ভারসাম্যহীনতা তৈরি হয়, তা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করে; যার ধারাবাহিকতা ২০১৭ সালেও অব্যাহত থাকে। এই প্রতিবেদনে ‘বিরোধীদল’ বলতে সংসদের বাইরের রাজনৈতিক দলকে বোঝানো হয়েছে।

[১] প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল (বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ) পরস্পরের প্রতি ক্রমাগত বিদ্বেষ অবিশ্বাস ও সহিংসতার ধারাবাহিকতায় আওয়ামী লীগ বিরোধীদলে থাকাকালীন ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত সময়ে তাদের নেতৃত্বাধীন জোট ও জনগণের আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত হয় যা ব্যাপক জন সমর্থন লাভ করে। অথচ ২০১১ সালে কোন রকম গণভোট ছাড়াই এবং সচেতন জনগোষ্ঠীর সমস্ত প্রতিবাদ উপেক্ষা করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করার মধ্যে দিয়ে সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধনী এনে আওয়ামী লীগ দলীয় সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার বিধান বলবৎ করে। এর ফলে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি’র দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলের বর্জন সত্ত্বেও একতরফাভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই সংসদ নির্বাচনটি শুধুমাত্র প্রহসন মূলকই ছিল না (১৫৩ জন সংসদ সদস্য ভোটগ্রহণের আগেই বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন), নির্বাচনটিতে ব্যালটবাক্স ছিনতাই, ভোটকেন্দ্র দখল ও ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শনের ঘটনাও ছিল উল্লেখযোগ্য।

২০১৭ সালে তথাকথিত ক্রসফায়ারে নামে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং গুম এর ঘটনা অব্যাহত থেকেছে। এছাড়া রিমাণ্ডে নিয়ে নির্যাতনের এবং আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনা ঘটার অভিযোগ রয়েছে। এই বছরে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে প্রতিনিয়ত হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। বিরোধীদল (বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী) এর ওপর এদের আক্রমণ ছিল লক্ষ্যণীয়। এই সমস্ত কাজে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের সরকার ব্যবহার করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে; যার ফলে তারা দায়মুক্তি ভোগ করেছে। এই রাজনৈতিক সহিংসতায় অনেক ক্ষেত্রে চরম মূল্য দিতে হয়েছে সাধারণ নাগরিকদের। ২০১৭ সালে ভিন্নমতাবলম্বী ও বিরোধীদলীয় নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে সরকার রাষ্ট্রদ্রোহ ও মানহানির মামলা সহকারে বিভিন্ন নিবর্তনমূলক আইন প্রয়োগ করে। সরকার বিভিন্নভাবে সংবাদ মাধ্যমের ওপর চাপ সৃষ্টি করায় বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদ প্রচার ব্যাহত হয়েছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাংবাদিকদের সেল্ফসেন্সরশিপ প্রয়োগ করতে বাধ্য করা হয়েছে। সরকার অধিকাংশ প্রিন্ট মিডিয়াসহ ইলেকট্রনিক মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ করছে এবং বিরোধীদলপন্থী কয়েকটি ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া ২০১৩ সাল থেকে বন্ধ করে রেখেছে। পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে সাংবাদিকরা এই সময়ে সরকারিদলের সমর্থক দুর্বৃত্তদের হামলার শিকার হয়ে হতাহত হয়েছেন। ২০১৭ সালে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে সরকারি নজরদারী আরো বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি বা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সমালোচনাকারীসহ সরকারের বিরুদ্ধে যায় এমন যে কোন তথ্য প্রকাশের ফলশ্রুতিতে কথিত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩), বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ প্রয়োগ করাসহ রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দিয়ে গ্রেফতার ও হয়রানি করা হয়েছে।

২০১৪ সালের প্রহসনমূলক নির্বাচনের কারণে সরকারের নৈতিক ও আইনি ভিত্তি দুর্বল হয়েছে। সেই সময়ে ভারত সরকার এই ভোটারবিহীন নির্বাচনকে সমর্থন দেয়।[২] মূলত জনগণের অংশগ্রহণহীন নির্বাচনে সমর্থন দেয়ার মধ্যে দিয়ে ভারত সরকার বাংলাদেশের ওপর তার যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আগ্রাসন শুরু করেছিল তা ২০১৭ সালেও অব্যাহত রাখে। এই সময়ে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ'র হাতে বাংলাদেশী নাগরিকদের হত্যা ও নির্যাতন অব্যাহত ছিল। এছাড়া বাংলাদেশের অপর সীমান্তবর্তী দেশ মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে (পূর্ববর্তী নাম আরাকান) রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির ওপর মিয়ানমারের সেনাবাহিনীসহ স্থানীয় বৌদ্ধ চরমপন্থীদের সহিংস অভিযানে অসংখ্য বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম, গণধর্ষণ, নির্যাতন, অগ্নিকাণ্ড ও নির্বিচারে আটকের ঘটনা ঘটেছে। জীবন বাঁচাতে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে লাখে লাখে রোহিঙ্গা শরনার্থী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছেন।

২০১৭ সালকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর হিসেবে চিহ্নিত করা যায় এই কারণে যে, পরবর্তী বছর ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে একাদশতম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ২০১৭ সালে বিতর্কিত রকিব কমিশন বিদায় নেয় এবং কে এম নূরুল হুদার নেতৃত্বে নতুন নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়। কিন্তু এই কমিশনের অধীনে অনুষ্ঠিত স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলোতে ব্যাপক দুর্বৃত্তায়ন ও অনিয়মের কারণে জনগণের মধ্যে আস্থার সংকট তৈরি হয়। এই পরিস্থিতিতে আসন্ন নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও অবাধ করার জন্য রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরির দাবি ওঠে, যাতে করে আরেকটি ২০১৪ এর মতো জনগণের ভোটবিহীন ও প্রহসনমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে না পারে। কিন্তু জনগণের কাছে দায়বদ্ধতা না থাকায় ক্ষমতাসীন

[২] ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির বিতর্কিত ও প্রতারনামূলক নির্বাচনের আগে বাংলাদেশের প্রায় সবকটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনটি বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়। তখন তৎকালীন ভারত সরকারের পররাষ্ট্র সচিব সুজাতা সিং বাংলাদেশে আসেন এবং সেই সময় নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী জাতীয় পার্টিকে নির্বাচনে আনার জন্য চেষ্টা করে সফল হন। জাতীয় পার্টির সদস্যরা এখন বর্তমান সরকারের মন্ত্রী এবং একই সঙ্গে জাতীয় সংসদে বিরোধী দলেও আছেন।
www.dw.com/bn/**নির্বাচন-না-হলে-মৌলবাদের-উত্থান-হবে/a-17271479**

থাকার লক্ষ্যে সরকার সেটাকে অগ্রাহ্য করে বিরোধীদলের নেতাকর্মীসহ সমর্থকদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মামলা দায়ের ও গ্রেফতারসহ বিভিন্ন দমন-পীড়ন অব্যাহত রাখে এবং সভা-সমাবেশ ও মিছিলে বাধা দেয়। মতপ্রকাশ এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক দমন-পীড়নের ফলে বিরোধীদলের অনেক নেতাকর্মীই বিদেশে রাজনৈতিক আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। গণতান্ত্রিক পরিবেশের অনুপস্থিতিতে চরমপন্থার বিস্তার প্রশস্ত হয় এবং তা দমনের নামে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের হাতে ব্যাপক মানবাধিকারও লঙ্ঘিত হয়। অন্যদিকে ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে অনেক গুরুতর অপরাধের দায়ে দায়েরকৃত মামলা 'রাজনৈতিক বিবেচনায়' প্রত্যাহারেরও প্রস্তাব রাখা হয় এই সময়ে।[৩] ২০১৭ সালেও শ্রমিকদের পরিস্থিতি নাজুক ছিল। শ্রমিকদের না জানিয়ে তৈরি পোশাক শিল্প কারখানা বন্ধ করে দেয়া, শ্রমিক ছাঁটাই এবং সেই সঙ্গে সঠিক সময়ে বেতন না দেয়ার ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া অন্যান্য বিভিন্ন সেক্টরে নিয়োজিত স্বল্প মজুরীর শ্রমিকরা-যেমন নির্মাণ শ্রমিকরা বিভিন্ন ধরনের বৈষম্যের শিকার হয়েছেন। এই বছরে ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠির নাগরিকদের ওপর হামলার ঘটনায় ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীদের জড়িত থাকার অভিযোগ পাওয়া গেছে। নারীদের প্রতি বৈষম্য এবং সহিংসতা ছিল লক্ষ্যনীয়। ধর্ষণ, যৌতুক সহিংসতা, এসিড নিক্ষেপ, বখাটেদের আক্রমনসহ পারিবারিক সহিংসতার অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে এই বছরে।

সরকার বিদ্যমান নিবর্তনমূলক আইন যেমন, বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) বাতিল না করে ২০১৬ সালে নিবর্তনমূলক অনেকগুলো আইনের খসড়া তৈরি করেছে; যেগুলো ২০১৭ সালে পাশ হয়নি, কিন্তু এখন এক ধরণের নীরব হুমকি হয়ে আছে এইভাবে যে যদি কখনও সেগুলো আইনে পরিণত হয় তাহলে নাগরিকদের মানবাধিকার আরো লঙ্ঘিত হবে। জেল-জরিমানার বিধান রেখে 'জাতীয় সম্প্রচার আইন'[৪] নামে একটি নিবর্তনমূলক আইনের খসড়া প্রকাশ করেছে তথ্য মন্ত্রণালয়। সরকার 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতিকরণ অপরাধ আইন[৫]' নামে আরেকটি নিবর্তনমূলক আইনের খসড়া তৈরি করেছে এবং প্রেস কাউন্সিলের রায় বা আদেশ অমান্য করলে কোনো সংবাদপত্র বা সংবাদ সংস্থার প্রকাশনা সর্বোচ্চ তিনদিন বন্ধ রাখা অথবা পাঁচ লক্ষ টাকা জরিমানা করার বিধান রেখে প্রেস কাউন্সিল আইন (সংশোধন) ২০১৬ এর খসড়া চূড়ান্ত করেছে প্রেস কাউন্সিল।[৬] ৫ অক্টোবর জাতীয় সংসদে নিবর্তনমূলক ও আন্তর্জাতিক আইন পরিপন্থী 'বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন আইন ২০১৬'[৭] পাস হয়,

---

[৩] আবারও 'রাজনৈতিক মামলা' প্রত্যাহারের উদ্যোগ!/ প্রথম আলো ২০ ফেব্রুয়ারী ২০১৭/ http://www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1084939/

[৪] 'জাতীয় সম্প্রচার আইন' এর বিধিবিধান বা প্রবিধান লঙ্ঘন করলে সর্বোচ্চ তিন মাসের কারাদণ্ড এবং কমপক্ষে পাঁচ লক্ষ টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড দেয়া হবে। এরপরও সম্প্রচার আইনে অপরাধ চলতে থাকলে প্রতিদিনের জন্য অভিযুক্তকে সর্বোচ্চ এক লক্ষ টাকা জরিমানা করা হবে। এই আইন লঙ্ঘন করে সম্প্রচার মাধ্যম পরিচালনা করলে লাইসেন্স বাতিল ছাড়াও সর্বোচ্চ ১০ কোটি টাকা জরিমানা করা যাবে বলে উল্লেখ রয়েছে এই খসড়াতে। প্রশাসনিক আদেশ বা নির্দেশে এই জরিমানা আদায় করা যাবে। তবে প্রশাসনিক আদেশ বা নির্দেশে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হলে তিনি ক্ষতিপূরণ লাভের অধিকারী হবেন না।

[৫] 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতিকরণ অপরাধ আইন ২০১৬' খসড়া আইনে বলা আছে, মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রচারিত বা প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধের দলিল এবং ওই সময়ের যেকোনো ধরণের প্রকাশনার অপব্যাখ্যা বা অবমূল্যায়ন অপরাধ বলে গণ্য হবে। খসড়ায় মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপ্তি ধরা হয়েছে ১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর। প্রস্তাবিত আইনের দ্বিতীয় উপদফা বলছে, ১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকে ২৫ মার্চের মধ্যবর্তী সময়ের 'ঘটনাসমূহ' অস্বীকার করা হবে অপরাধ। কিন্তু সেই ঘটনাসমূহ কী, তার কোনো ব্যাখ্যা বা আলোচনা সেই আইনে নেই। এছাড়াও মুক্তিযুদ্ধ যেখানে শুরু হয়েছিলো ২৫ শে মার্চ মধ্যরাত থেকে সেখানে ১ লা মার্চ থেকে কেন বলা হচ্ছে তারও কোন ব্যাখ্যা নেই। এর মানে হলো, পুলিশ এবং অভিযোগকারীরা কোনটি 'ঘটনা' আর কোনটি 'বিকৃতি', তা অনুমান করে নেবে। প্রস্তাবিত এই আইনের খসড়ার ৬(১) ধারায় বলা আছে, 'কাহাকেও প্ররোচনা দিলে বা কোনরুপ সাহায্য করিলে বা কাহারও সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলে, অথবা এতদুদ্দেশ্যে কোনো উদ্যোগ বা প্রচেষ্টা গ্রহণ করিলে, ওই ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য ধার্যকৃত দণ্ডের সমপরিমাণ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে'। এই আইনে যে কেউ থানায় মামলা করতে পারবেন। আইনে পাঁচ বছরের জেল ছাড়াও কোটি টাকা পর্যন্ত জরিমানার বিধান থাকছে। এই আইনে করা মামলায় সংক্ষিপ্ত ও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিযোগের অনুসন্ধান, তদন্ত ও বিচারের নির্দেশনা রয়েছে।

[৬] প্রেস কাউন্সিল আইন (সংশোধন) খসড়া; রায় অমান্য করলে পত্রিকা বন্ধ ৩ দিন/ যুগান্তর, ৩ মে ২০১৬/ www.jugantor.com/first-page/2016/05/03/29050/

[৭] 'বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন আইন ২০১৬' আইনানুযায়ী সরকারি কর্মকর্তারা এনজিওগুলোর স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম পরিদর্শন পরিবীক্ষণ ও তদারকি করতে পারবেন। এনজিও'র যেসব ব্যক্তি এককভাবে অথবা সম্মিলিতভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিদেশী তহবিল পেতেন তা এই আইনের আওতায় অব্যাহতভাবে নজরদারির মধ্যে রাখা হবে। এই আইনের ৩ ধারায় বলা আছে স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রমের জন্য কোন ব্যক্তি বৈদেশিক

যা অত্যন্ত নিবর্তনমূলক এবং আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী। এই আইনের মধ্যে দিয়ে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার, দুর্নীতি এবং সরকারের অগণতান্ত্রিক ও অপশাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার সংগঠনগুলোকে আরো ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রণের পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া ২০১৬ সালের ২৪ নভেম্বর 'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৬'-এর খসড়া মন্ত্রীসভায় অনুমোদন হওয়ার পর তা ২০১৭ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি দ্রুত সংসদে পাশ হয়।[৮] এই আইনে মেয়েদের বিয়ের নূন্যতম বয়স আগের মত ১৮ বছর রেখে বিশেষ ক্ষেত্রে 'সর্বোত্তম স্বার্থে' আদালতের নির্দেশে এবং মা-বাবার সম্মতিতে কোন বয়স সীমা না রেখেই যেকোনো অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের বিয়ে হতে পারবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৯] বাংলাদেশের মত দেশে যেখানে বাল্যবিবাহের হার অত্যন্ত উদ্বেগজনক সেখানে বিশেষ ব্যবস্থাসহ এই ধরনের আইন মেয়ে শিশুর বিয়েকে বৈধতা দেবে।

উল্লেখ্য, মতপ্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা ব্যাহত হওয়ায় এবং সংবাদমাধ্যমগুলোর সেল্ফসেন্সরশিপের কারণে একদিকে বিভিন্ন মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো স্বাভাবিক গতিতে সংবাদ মাধ্যমগুলোতে স্থান পায়নি, অন্যদিকে ভুক্তভোগীরা নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থে তাঁদের ওপর সংঘটিত অনেক গুরুতর ঘটনা প্রকাশ করার ব্যাপারে ভীত থেকেছেন। ফলে প্রদত্ত পরিসংখ্যানের তুলনায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা অনেক বেশী ছিল, যা এই প্রতিবেদনে সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি।

অনুদান গ্রহণ করতে গেলে তাঁকে এনজিও ব্যুরোর অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। ১০(১) ধারায় বলা আছে, ব্যুরো এই আইনের অধীনে ব্যক্তি বা এনজিও কর্তৃক পরিচালিত স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রমের অগ্রগতি, সময় সময় পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ করতে পারবে। ২ উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ব্যুরো মনিটরিং কমিটি গঠন করতে পারবে এবং প্রয়োজনে, বহিঃপর্যবেক্ষণকারী নিয়োগ করতে পারবে। ১৪ ধারায় বলা আছে, কোনো বেসরকারি সংস্থা বা ব্যক্তি সংবিধান ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিদ্বেষমূলক বা অশালীন বক্তব্য দিলে বা রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ড করলে বা জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন, পৃষ্ঠপোষকতা করলে তা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। এই ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে এনজিও ব্যুরো সংশ্লিষ্ট বেসরকারি সংস্থা বা এনজিও'র নিবন্ধন বাতিল করতে পারবে এবং দেশের প্রচলিত আইনের অধীনে এনজিও বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করতে পারবে।

[৮] বাল্যবিবাহ নিরোধ বিল পাস; বিশেষ ক্ষেত্রে পুরুষদের বিয়েও ১৮ বছরের আগে; অগ্রহণযোগ্য ও নারী স্বার্থের পরিপন্থী-মন্তব্য নারী নেত্রীদের/ যুগান্তর ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭/ www.jugantor.com/first-page/2017/02/28/104781/

[৯] বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৬ খসড়া মন্ত্রিসভায় অনুমোদন; মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৮ বিশেষ ক্ষেত্রে ছাড়/প্রথম আলো ২৫ নভেম্বর ২০১৬; www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1027783

মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিসংখ্যান: জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০১৭

১-৩১ ডিসেম্বর ২০১৭*

মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন			জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	মোট
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড	ক্রসফায়ার		১৫	১৭	১৯	৮	৮	১২	১৭	৯	২	১১	১১	১০	১৩৯
	গুলিতে নিহত		১	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	১
	নির্যাতনে মৃত্যু		০	০	১	১	১	১	১	১	২	৩	১	১	১৩
	পিটিয়ে হত্যা		০	০	০	১	০	০	০	০	০	১	০	০	২
	মোট		১৬	১৭	২০	১০	৯	১৩	১৮	১০	৪	১৫	১২	১১	১৫৫
গুম			৬	১	২১	২	২০	৭	৩	৭	৩	৭	৫	৪	৮৬
কারাগারে মৃত্যু			১	৫	৪	২	৪	৬	৭	৪	৮	৫	৮	৫	৫৯
বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত		২	২	০	২	০	৪	২	০	৩	৩	২	৫	২৫
	বাংলাদেশী আহত		৩	৯	৩	১	৩	৫	৪	০	০	৫	৫	১	৩৯
	বাংলাদেশী অপহৃত		৫	১	১	৪	১	২	৯	১	১	২	০	১	২৮
	মোট		১০	১২	৪	৭	৪	১১	১৫	১	৪	১০	৭	৭	৯২
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	নিহত		০	১	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	১
	আহত		২	৩	০	২	২	১	২	০	১	৩	৫	৩	২৪
	লাঞ্ছিত		০	১	০	১	০	০	১	০	৩	১	০	২	৯
	হুমকির সম্মুখীন		০	৪	৩	০	০	২	০	১	০	০	১	০	১১
	মোট		২	৯	৩	৩	২	৩	৩	১	৪	৪	৬	৫	৪৫
রাজনৈতিক সহিংসতা	নিহত		৫	৭	৬	১২	১১	৬	৩	৪	৮	৬	২	৭	৭৭
	আহত		২১৭	৩২৫	৪২৮	৫৯৫	৫৭৫	৩২৫	৩০৮	২৫৫	৪২৮	৩৫২	৩৬৯	৪৫৮	৪৬৩৫
	মোট		২২২	৩৩২	৪৩৪	৬০৭	৫৮৬	৩৩১	৩১১	২৫৯	৪৩৬	৩৫৮	৩৭১	৪৬৫	৪৭১২
নারীর ওপর যৌতুক সহিংসতা			১৭	১৪	১৯	২৬	২২	২৯	২৪	১৮	২১	৩০	২২	১৪	২৫৬
ধর্ষণ			৪৪	৫১	৬৯	৫৫	৮৩	৭৯	৭৩	৮৯	৭৮	৬৮	৪৯	৪৫	৭৮৩
যৌন হয়রানীর শিকার			১৪	২২	৩৫	২৩	১৪	১৯	২৩	১৭	১৬	২৫	২৪	১০	২৪২
এসিড সহিংসতা			৩	৭	৪	৫	৫	৬	৪	৪	৭	৬	০	১	৫২
গণপিটুনীতে মৃত্যু			১	৩	৮	৫	২	২	৩	৯	৫	৩	৪	২	৪৭
শ্রমিকদের পরিস্থিতি	তৈরি পোশাক শিল্প	নিহত	০	০	০	০	০	০	১৩	০	০	০	০	০	১৩
		আহত	০	২০	২১	৭০	১৫	৫০	৭০	১৭	২৫	৩৮	২৩	১৩	৩৬২
		ছাঁটাই	১০৩৪	১৭৩৩	৪৩	০	০	০	০	৩৭	০	২৯৪	০	০	৩১৪১
	অন্যান্য কর্মে নিয়োজিত শ্রমিক	নিহত	২	২	১০	১৯	৩	৯	১	৬	৫	৮	৩	১৪	৮২
		আহত	৭	৩	১৩	২২	০	০	২	৩	৩	১১	০	১৪	৭৮
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে গ্রেফতার**			০	৩	১	৪	১	৫	৬	২	২	৩	৩	২	৩২

* *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য।

** সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি ও তাঁদের পরিবারের বিরুদ্ধে ফেসবুকে পোস্ট দেবার কারণে এঁদের গ্রেফতার করা হয়।

মূল প্রতিবেদন

ক. গণতন্ত্র ও মানবাধিকার

১. মানবাধিকার বলতে শুধুমাত্র ব্যক্তির অধিকারের সুরক্ষাকেই বোঝায়না বরং মানবাধিকার হলো গণতন্ত্রের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র বিতর্কিত ও প্রহসনমূলক দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর থেকে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংকট প্রকট আকার ধারণ করে এবং তা ব্যাপক মানবাধিকার লংঘনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়; যা অব্যাহত থাকে ২০১৭ সালেও। এই অস্বচ্ছ, বিতর্কিত ও প্রহসনমূলক নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে জনগণের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার নৈরাজ্য আরও বিস্তৃত করা এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিবেশ ধ্বংস করা হয়। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বিভিন্ন সরকারি, সাংবিধানিক এবং স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যাপকভাবে দলীয়করণ করা শুরু হয়। ফলে রাজনৈতিক অসহনশীলতা, রাষ্ট্রের অগণতান্ত্রিক আচরন এবং মানবাধিকার লজ্ঘন রোধের ক্ষেত্রে কার্যকর প্রতিষ্ঠানের অনুপস্থিতি ব্যাপকভাবে অনুভূত হয়। নির্বাচন কমিশন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হলেও তার ওপর সরকার প্রভাব বিস্তার করে। ফলে কাজী রকিব উদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বাধীন বিতর্কিত নির্বাচন কমিশন ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনসহ সমস্ত স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সরকারের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করে। ২০১৭ সালে ঐ কমিশনের মেয়াদ শেষ হলে সেই জায়গায় কে এম নূরুল হুদা প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেও তাঁর অধীনে অনুষ্ঠিত স্থানীয় সরকার নির্বাচগুলোতে দুর্বৃত্তায়ান ও অনিয়মের কমতি ছিল না। গণতন্ত্রায়নের ক্ষেত্রে নির্বাচন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু ২০১৪ সালে বাংলাদেশে নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত না হওয়ায় এবং নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার পালাবদলের সম্ভবনা না থাকায় একটি নিপীড়নমূলক শাসন ব্যবস্থা চালু হয়েছে এবং পূর্ববর্তী বিভিন্ন কর্তৃত্ববাদী সরকারের মতই রাষ্ট্রীয় বাহিনী ও ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মীরা বেপরোয়াভাবে মানবাধিকার লজ্ঘনে নিয়োজিত রয়েছে। এই সরকার দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থাকার কারণে নিপীড়নের মাত্রা ব্যাপক হয়ে পড়েছে, যা কোন সংশোধন বা আইনি প্রক্রিয়ার বাইরে চলে গেছে।

সরকারদলীয় নেতাকর্মীদের দুর্বৃত্তায়ন

২. ২০১৭ এর পুরো বছর জুড়েই ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের দুর্বৃত্তায়ন ও সহিংসতা বজায় ছিল। এই সময় আগের বছরগুলোর মতই আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতাকর্মীরা বিরোধীদলের নেতাকর্মী, নারী ও শিশুসহ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সহ সাধারণ নাগরিকদের ওপর সহিংসতা চালায়। তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আধিপত্য বজায় রাখে এবং চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, জমি দখল ও প্রশ্নপত্র ফাঁসসহ সহিংসতার অনেকগুলো ঘটনা ঘটায়। এছাড়া তারা নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন অন্যায় স্বার্থ হাসিলকে কেন্দ্র করে অসংখ্য অন্তর্দলীয় কোন্দলে জড়িয়ে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে তাদেরকে মারণাস্ত্র ব্যবহার করতে দেখা গেছে, যা বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমেও প্রকাশিত হয়েছে।[১০] ক্ষমতাসীনদলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা দায়মুক্তি লাভ করেছে। তাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বিপুল সংখ্যক ফৌজদারি মামলা

---

[১০] No arrests or charges yet in illegal use of arms, en.prothom-alo 29 October 2016, http://en.prothom-alo.com/bangladesh/news/126965/No-arrests-or-charges-yet-in-illegal-use-of-arms

যা বর্তমান সরকারের আমলেই দায়ের করা হয়েছে, তা রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করে একই সরকার।[১১]

সিলেট এমসি কলেজে ছাত্রলীগ-ছাত্রদল সংঘর্ষের সময় প্রকাশ্যে রামদা হাতে (গোল চিহ্নিত) ছাত্রলীগের এক কর্মী। ছবিঃ যুগান্তর ৩১ জানুয়ারি ২০১৭

৩. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০১৭ সালে রাজনৈতিক সহিংসতায় মোট ৭৭ জন নিহত ও ৪৬৩৫ জন আহত হয়েছেন। এছাড়া এই সময়ে আওয়ামী লীগের ৩১৪টি এবং বিএনপি'র ২২টি অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। এছাড়া আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ৬৬ জন নিহত ও ৩৩২৭ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। অপরদিকে, বিএনপি'র অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ২২৫ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

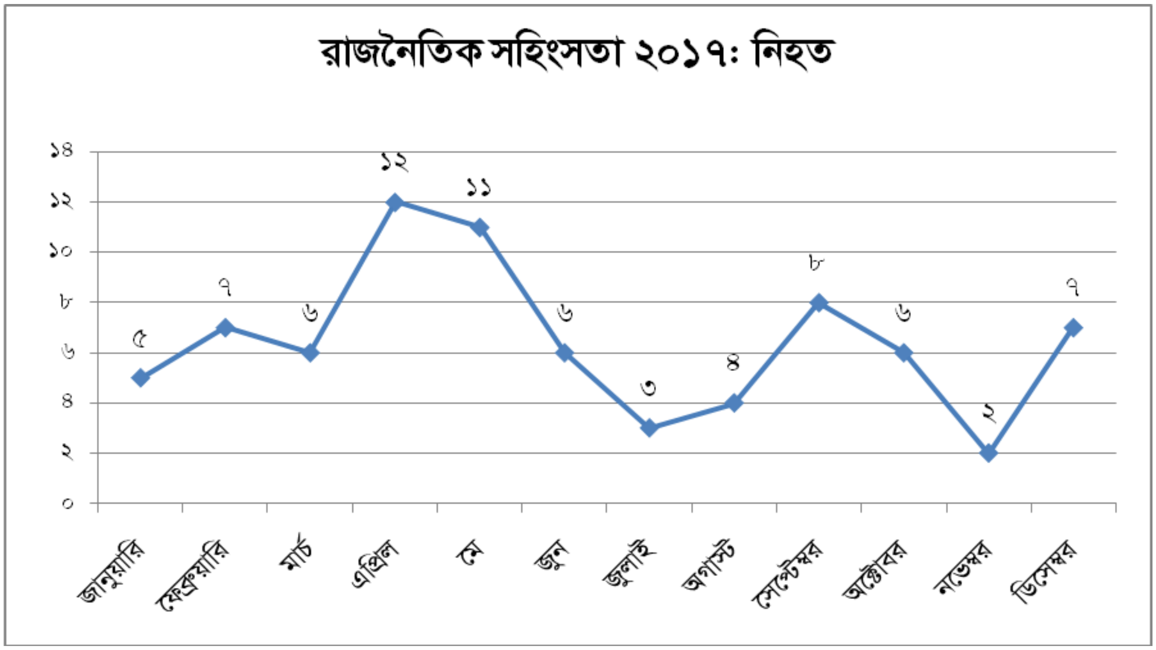

[১১] আবারও 'রাজনৈতিক মামলা' প্রত্যাহারের উদ্যোগ!/ প্রথম আলো ২০ ফেব্রুয়ারী ২০১৭/ http://www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1084939/

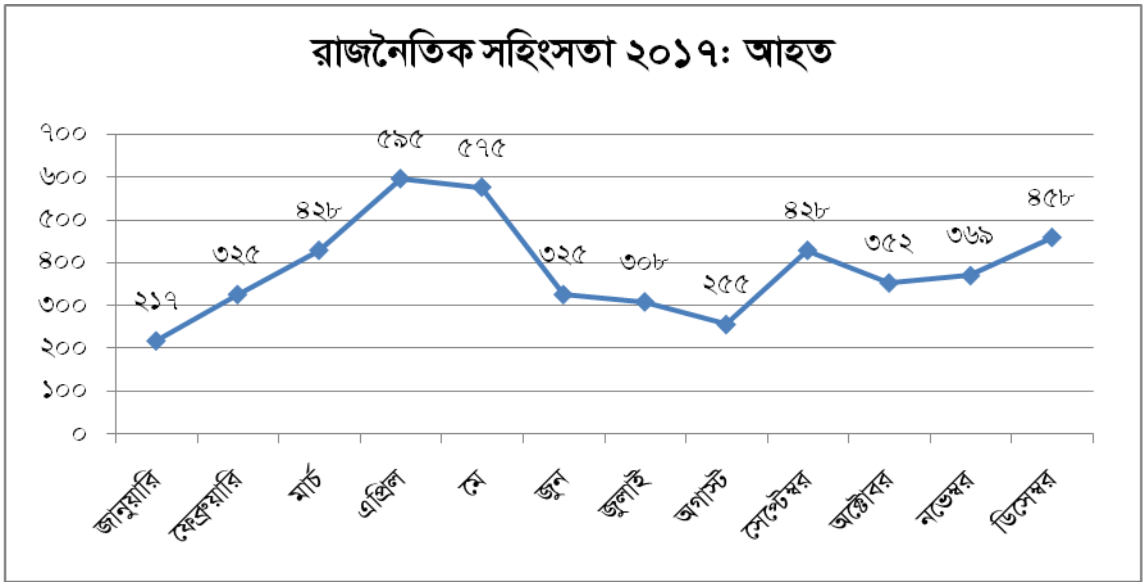

আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে নিহত

৪. ২০১৭ সালে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের আধিপত্য বিস্তারসহ দলীয় কোন্দলের কারণে মোট ৬৬ জন নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে ১০ জানুয়ারি শরীয়তপুর জেলার জাজিরা উপজেলার হোসেন খাঁ[১২], ২৫ ফেব্রুয়ারি সিলেট জেলার ওসমানীনগর উপজেলার সাইফুল ইসলাম ও সোহেল মিয়া[১৩], ১৬ এপ্রিল নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার নূর আলম ও বাহার[১৪], ১০ জুন মুন্সীগঞ্জ সদরের চরকেওয়ার ইউনিয়নের মাসুদ[১৫], ১৭ জুলাই সিলেটের বিয়ানীবাজারের খালেদ আহমেদ লিটু[১৬], ১১ অগাস্ট শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলার ইকবাল হোসেন ফকির[১৭], ৪ সেপ্টেম্বর চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার জয়নাল আবেদীন[১৮], ৫ অক্টোবর কুষ্টিয়া সদর উপজেলার ঝাউদিয়া ইউনিয়নের বিল্লাল হোসেন, এনামুল ও ছানোয়ার[১৯] এবং ৩ ডিসেম্বর সিলেটের জৈন্তাপুর উপজেলার হোসেন আহমদ[২০] উল্লেখযোগ্য।

---

[১২] শরীয়তপুরে আ'লীগের দু'গ্রুপের সংঘর্ষে নিহত ১ আহত ২০/যুগান্তর, ১১ জানুয়ারি ২০১৭/ http://www.jugantor.com/first-page/2017/01/11/92220/

[১৩] ওসমানীনগরে নির্বাচনী সহিংসতায় কিশোর নিহত: আহত ৫০/ যুগান্তর ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭/ www.jugantor.com/last-page/2017/02/27/104528/

[১৪] নিখোঁজের তিন দিন পর মেঘনা থেকে আরেকজনের লাশ উদ্ধার/প্রথম আলো ১৭ এপ্রিল ২০১৭/ www.prothomalo.com/bangladesh/article/1147906/

[১৫] মুন্সীগঞ্জে আওয়ামীলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে নিহত ১: আহত ১০/ নয়াদিগন্ত ১১ জুন ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/227496এবং অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মুন্সিগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[১৬] তিন জেলায় ছাত্রলীগের সংঘর্ষে সিলেটে একজন নিহত/ প্রথম আলো ১৮ জুলাই ২০১৭/ http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2017-07-18/1

[১৭] নড়িয়ায় আ'লীগের দু'পক্ষের সংঘর্ষে যুবলীগ নেতা নিহত/ যুগান্তর ১২ অগাস্ট ২০১৭/ www.jugantor.com/first-page/2017/08/12/147385/

[১৮] আলম ডাঙ্গায় ঈদ জামাতে আ'লীগের দু'গ্রুপে গোলাগুলি/ যুগান্তর ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭/ https://www.jugantor.com/news/2017/09/05/152910/

[১৯] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কুষ্টিয়ার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[২০] সিলেটের আ.লীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষে একজন নিহত/ প্রথম আলো ৪ ডিসেম্বর ২০১৭/ http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2017-12-04/2

রাজনৈতিক সহিংসতা: দলীয় অন্তর্কোন্দল সংঘর্ষের পরিসংখ্যান ২০১৭									
মাস	অন্তর্দলীয় সংঘর্ষে নিহত			অন্তর্দলীয় সংঘর্ষে আহত			মোট অন্তর্দলীয় সংঘর্ষের ঘটনা		
	আওয়ামী লীগ	বিএনপি	অন্যান্য*	আওয়ামী লীগ	বিএনপি	অন্যান্য*	আওয়ামী লীগ	বিএনপি	অন্যান্য*
জানুয়ারি	৫	০	০	১৬৭	০	০	২০	০	০
ফেব্রুয়ারি	৫	০	০	২৬০	০	০	২৪	০	০
মার্চ	৬	০	০	৩৮৪	০	০	৩৮	০	০
এপ্রিল	৮	০	০	৪১৫	১০	০	২৭	১	০
মে	১০	০	০	৩৭৬	১২৩	০	৩৫	৮	০
জুন	৬	০	০	২০১	৫	০	২১	১	০
জুলাই	৩	০	০	১৮৩	২৮	১০	২৪	৪	১
অগাস্ট	৪	০	০	২১৫	১৩	০	২৩	২	০
সেপ্টেম্বর	৮	০	০	২৯৯	২০	০	২৫	২	০
অক্টোবর	৬	০	০	২৯১	০	০	২৮	০	০
নভেম্বর	১	০	০	২৮৯	১৫	০	২৭	২	০
ডিসেম্বর	৪	০	০	২৪৭	১১	০	২২	২	০
মোট	**৬৬**	**০**	**০**	**৩৩২৭**	**২২৫**	**১০**	**৩১৪**	**২২**	**১**

**অন্যান্য দলঃ জাতীয় পার্টি*

সাধারণ নাগরিকদের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীদের দুর্বৃত্তায়ন

৫. ২০১৭ সালে ক্ষমতাসীনদল আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা সারাদেশে দুর্বৃত্তায়ন এবং নারীদের উপর সহিংসতা চালিয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এদের গ্রেফতার করা হলেও অনেকেই কিছুদিনের মধ্যে জামিনে বের হয়ে এসেছে এবং ভুক্তভোগীদের ভয়ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

●১২ মার্চ মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলায় এক স্কুল ছাত্রীকে তুলে নিয়ে যেয়ে যুবলীগ নেতা খোকা শিকদার ও তার তিন সহযোগী ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ রয়েছে।[২১] ●৫ এপ্রিল রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল মজিদ সরদারকে না জানিয়ে রাজশাহী জেলার দুর্গাপুর উপজেলার কালিগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটির তালিকা করায় তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁর লোকজন নিয়ে স্কুলে হামলা চালান এবং প্রধান শিক্ষক মকবুল হোসেনকে টেনেহিঁচড়ে বাইরে নিয়ে এসে লাঠি ও হাতুড়ি দিয়ে পেটান।[২২] ●৪ মে ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও এসএম বদরুল হক বিদাস উচ্চ বিদ্যালয়ে নবম ও দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতিমূলক সহায়ক পরীক্ষা চলাকালে আট শিক্ষার্থীর মোবাইল ফোন জব্দ করায় স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা সাইফুল ইসলাম এবং যুবলীগ নেতা সুমন মিয়া দলবল নিয়ে প্রধান শিক্ষক বদরুল হককে পিটিয়ে পা ভেঙ্গে ফেলে।[২৩]

[২১] মাদারীপুরে ধর্ষণ, ঢাকায় যৌন নিপীড়নের শিকার স্কুলছাত্রী/ প্রথম আলো ১৯ মার্চ ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1112749/

[২২] পিস্তল উঁচিয়ে হুমকিধমকি; প্রধান শিক্ষককে হাতুড়িপেটা করলেন আ'লীগ নেতা/ যুগান্তর ৬ এপ্রিল ২০১৭/ www.jugantor.com/last-page/2017/04/06/115413/

[২৩] গফরগাঁওয়ে পরীক্ষার হলে মোবাইল জব্দের জের: শিক্ষকের পা ভেঙে দিল আ'লীগ ও যুবলীগ নেতারা/ যুগান্তর ৭ মে ২০১৭/ www.jugantor.com/last-page/2017/05/07/122765/

গফরগাঁও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের হামলায় আহত প্রধান শিক্ষক বদরুল হক
ছবি: যুগান্তর ৭ মে ২০১৭

●১০ মে ঝিনাইদহ জেলার কোটচাঁদপুর রেল স্টেশনে অপেক্ষামান দুই নারীকে কোটচাঁদপুর উপজেলা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সভাপতি শেখ শাহিন ও যুবলীগের ওয়ার্ড সভাপতি কৃষ্ণ দাস এবং তাদের সহযোগীরা ধর্ষণ করে।[২৪] *●২৯ জুলাই বগুড়া শ্রমিক লীগের আহ্বায়ক তুফান সরকার এক ছাত্রীকে বাসা থেকে তুলে নিয়ে যেয়ে ধর্ষণ করে।*[২৫] *●৬ ডিসেম্বর রাজশাহী ইন্সটিটিউট অব হেলথ টেকনোলজিতে ছাত্রীদের হলে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতাদের অবাধে প্রবেশ এবং ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে অশ্লীল কথাবার্তা ও গালিগালাজের প্রতিবাদে ছাত্রীরা অধ্যক্ষের কাছে স্মারকলিপি দিতে গেলে ছাত্রলীগ ও তাদের সমর্থক বহিরাগত তরুণরা ছাত্রীদের ওপর হামলা চালালে পাঁচজন ছাত্রী আহত হন।*[২৬]

রাজশাহীর আইএইচটিতে ছাত্রীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলা। ছবিঃ যুগান্তর ৭ ডিসেম্বর ২০১৭

---

[২৪] ঝিনাইদহে দুই নারীকে গণধর্ষণ ছাত্রলীগ সভাপতি গ্রেফতার/ যুগান্তর ১১ মে ২০১৭/ www.jugantor.com/city/2017/05/11/123869/

[২৫] বর্বরতা: ক্যাডার দিয়ে তুলে নিয়ে ছাত্রী ধর্ষণ/ প্রথম আলো ৩০ জুলাই ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1270381/

[২৬] নিরাপত্তা চাওয়ায় ছাত্রীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলা; রাজশাহী আইএইচটি বন্ধ ঘোষনা/ যুগান্তর ৭ ডিসেম্বর ২০১৭/ https://www.jugantor.com/last-page/2017/12/07/177466/ এবং *অধিকারএর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজশাহীর মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন।

●১৬ ডিসেম্বর ময়মনসিংহ জেলার গৌরিপুর উপজেলার অচিন্তপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম অন্তরের সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা আবদুল কুদ্দুসের মধ্যে বিরোধের জের ধরে পেট্রোল বোমা ছুঁড়ে মারা হলে অটোরিক্সা চালক মতি মিয়া এবং ধান ব্যবসায়ী রফিকুল ইসলাম গুরুতরভাবে দগ্ধ হন এবং ১২ জন আহত হন।[২৭]

ময়মনসিংহের গৌরীপুরে শাহাগঞ্জ বাজারে পেট্রলবোমা বিস্ফোরণে দগ্ধ ধান ব্যবসায়ী রফিকুল ইসলাম ও মতি মিয়া।
ছবিঃ যুগান্তর ১৭ ডিসেম্বর ২০১৭

বিরোধীদলের নেতাকর্মীদের গ্রেফতার, দমন-পীড়ন এবং সভা-সমাবেশে বাধা

৬. ২০১৭ সালে সরকার আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও দলীয় নেতাকর্মীদের ব্যবহার করে বিএনপিসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের পাশাপাশি বিভিন্ন গোষ্ঠির অনেক সভা-সমাবেশ ও মিছিলে বাধা দিয়েছে এবং হামলা চালিয়েছে। এই ধরনের বাধা ও হামলা বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৭[২৮] এবং বাংলাদেশ কর্তৃক স্বাক্ষরিত নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সনদের অনুচ্ছেদ ২১[২৯] এর স্পষ্ট লঙ্ঘন।

৭. ২০১৭ সালে রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা বিরোধীদলের নেতাকর্মীদের তথ্য সংগ্রহ করে, তাঁদের অনেকের বাড়ি ও কর্মস্থলে তল্লাশি চালায় এবং নজরদারি করে। ২০ মে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়[৩০] এবং ৩০ নভেম্বর বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পুলিশ তল্লাশী চালায় ও সিপিবি'র নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করে ও তাঁদের ওপর নির্যাতন করে।[৩১] কোনো ঘরোয়া বৈঠকে জমায়েত হলে বা কোনো সভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে গেলে পুলিশ বিরোধীদলের নেতাকর্মীদের নাশকতার পরিকল্পনার অভিযোগে আটক করে মামলা দায়ের করে বলে অভিযোগ পাওয়া

---

[২৭] গৌরীপুরে আবারও পেট্রলবোমা হামলা/ যুগান্তর ১৭ ডিসেম্বর ২০১৭/ https://www.jugantor.com/second-edition/2017/12/17/180299/

[২৮] জনশৃঙ্খলা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হইবার এবং জনসভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।

[২৯] শান্তিপূর্ণ সামাবেশের অধিকার স্বীকার করতে হবে। এ অধিকার প্রয়োগের ওপর আইনসম্মত ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে এবং একটি গণতান্ত্রিক সমাজে জাতীয় নিরাপত্তা অথবা জননিরাপত্তা, জনশৃংখলা, জনস্বাস্থ্য অথবা নৈতিকতা, অথবা অন্যের অধিকার ও স্বাধীনতা সংরক্ষণের স্বার্থে যা আবশ্যক তা ছাড়া যেরূপ অবশ্য প্রয়োজন সেরূপ ব্যতীত কোন বাধানিষেধ আরোপ করা যাবে না।

[৩০] খালেদা জিয়ার কার্যালয়ে তল্লাশি/ বাংলাদেশ প্রতিদিন ২১ মে ২০১৭/ http://www.bd-pratidin.com/first-page/2017/05/21/233400

[৩১] ঢিলেঢালাভাবে হরতাল পালিত: ঢাকায় সিপিবির কার্যালয়ে তল্লাশির অভিযোগ/ প্রথম আলো ০১ ডিসেম্বর ২০১৭/ http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2017-12-01/2

গেছে। ভুক্তভোগী বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের স্বজনদের অভিযোগ, একবার পুলিশের হাতে গ্রেফতার হলে একটির পর একটি মামলায় জড়ানো হয়।[৩২]

৮. সংবিধানের ৩৭ অনুচ্ছেদ লংঘন করে সভা সমাবেশ বা মিছিল এমনকি ঘরোয়া সভা করার জন্যও পুলিশের অনুমতি নেয়া বাধ্যতামূলক করেছে বর্তমান সরকার। এই সময় আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা, আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতা কর্মীদের বাধা ও হামলার মুখে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের সভা-সমাবেশ ও মিছিল পণ্ড হয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া অনেকের বিরুদ্ধে হয়রানিমূলক ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয়েছে।

●*'গণতন্ত্র হত্যা দিবস' উপলক্ষে ৫ জানুয়ারি বরিশাল শহরের অশ্বিনী কুমার হলের কাছে মিছিলে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও পুলিশ মিছিলে হামলা চালালে নগর বিএনপির সহশিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক কামরুন্নাহার রোজিসহ প্রায় পঞ্চাশজন নেতা-কর্মী আহত হন।*[৩৩]

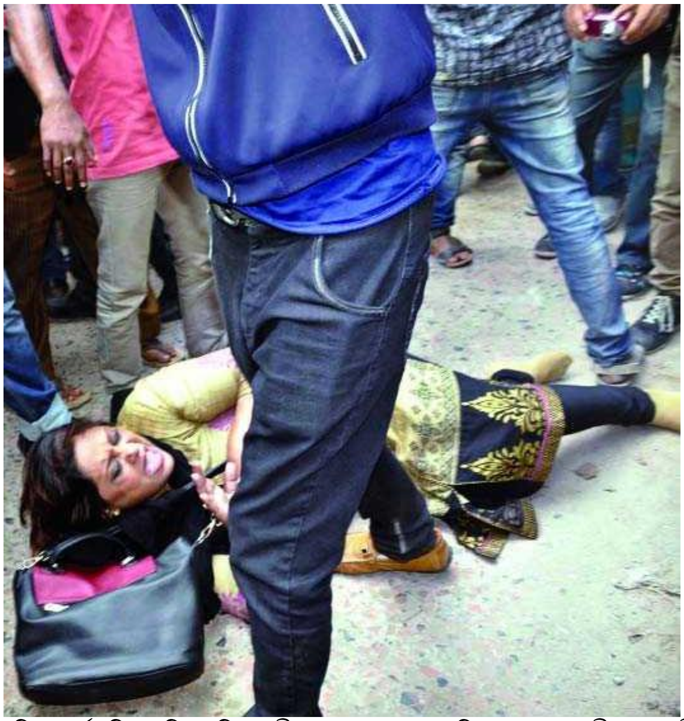

বরিশালে বিএনপির কর্মসূচিতে বিএনপি নেত্রী কামরুন্নাহার রোজির ওপর যুবলীগ-ছাত্রলীগের হামলা।
ছবিঃ যুগান্তর ৬ জানুয়ারি ২০১৭

●২৬ *জানুয়ারি রামপালে ভারতের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে নির্মাণাধীন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প এবং পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রাভ বন সুন্দরবনবিনাশী সব চুক্তি বাতিলসহ সাতদফা দাবিতে তেল-গ্যাস-বিদ্যুৎ ও বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির ডাকা হরতাল চলাকালে পুলিশ হরতাল সমর্থকদের ওপর হামলা চালায়। পুলিশের হামলায় দুজন সংবাদকর্মী ও শতাধিক হরতাল সমর্থক আহত হন।*[৩৪]

---

[৩২] ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে গ্রেফতার অভিযান/ নয়াদিগন্ত, ১১ অক্টোবর ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/258984
[৩৩] সারা দেশে বিএনপির 'গণতন্ত্র হত্যা দিবস' পালন: পুলিশি বাধায় কর্মসূচি পণ্ড/ যুগান্তর ৬ জানুয়ারি ২০১৭/ www.jugantor.com/first-page/2017/01/06/90832/
[৩৪] সংবাদকর্মীসহ কয়েকজন আহত; জাতীয় কমিটির হরতালে শাহবাগে ধাওয়া, কাঁদানে গ্যাস/ প্রথম আলো ২৭ জানুয়ারি ২০১৬/www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1068233/

সুন্দরবন বিদ্বংসী কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মানের প্রতিবাদে ডাকা হরতাল চলাকালে শাহবাগে জাতীয় কমিটির এক কর্মীকে মারধর করছে পুলিশ। ছবি: প্রথম আলো, ২৭ জানুয়ারি ২০১৭

●২৫ ফেব্রুয়ারি জনগণতান্ত্রিক আন্দোলন নামে একটি সংগঠন গুলশানের স্পেকট্রা কনভেনশন সেন্টারে 'সীমান্ত হত্যাঃ রাষ্ট্রের দায়' নামে এক সেমিনার আয়োজন করলে তা পুলিশি বাধার মুখে পণ্ড হয়ে যায়।[৩৫]

জনগণতান্ত্রিক আন্দোলন নামের একটি সংগঠন কর্তৃক আয়োজিত গুলশানের স্পেকট্রা কনভেনশন সেন্টারে 'সীমান্ত হত্যাঃ রাষ্ট্রের দায়' শীর্ষক সেমিনারটি বন্ধ করে দেয় পুলিশ। ছবিঃ নিউএইজ, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

●গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি হরতাল চলাকালে প্রগতিশীল ছাত্র জোটের নেতাকর্মীরা শাহবাগে অবস্থান নিয়ে সড়ক অবরোধ করলে পুলিশ তাঁদের ওপর হামলা চালায় এবং টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ ও লাঠিচার্জ করে।[৩৬]

[৩৫] *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য
[৩৬] *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য

গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে ডাকা হরতালের সময় বাম নেতাকর্মীদের ওপর পুলিশের হামলা। ছবিঃ প্রথম আলো, ১ মার্চ ২০১৭

●৭ এপ্রিল রাজশাহীর চারঘাট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সাম্যবাদী দলের প্রয়াত নেতা ইনফার আলী, মোজাম্মেল হক ও মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন স্মরণে আয়োজিত স্মরণসভা ক্ষমতাসীনদলের স্থানীয় নেতাকর্মীরা হামলা চালিয়ে পন্ড করে দেয় এবং পরবর্তীতে পুলিশ উল্টো জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সম্পাদক ফয়জুল হাকিমসহ ৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে।[৩৭] ●২৪ এপ্রিল রানা প্লাজা ধ্বসে[৩৮] নিহত ব্যক্তিদের প্রতি স্বজন এবং শ্রমিক সংগঠনগুলোর আয়োজিত শ্রদ্ধা নিবেদন কর্মসূচি পুলিশের হামলায় পণ্ড হয়ে যায়।[৩৯]

রানা প্লাজায় নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে গার্মেন্টস শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের কর্মসূচিতে বাধা দেয় পুলিশ।
ছবিঃ প্রথম আলো, ২৫ এপ্রিল ২০১৭

●১৩ মে সাতক্ষীরায় জেলা বিএনপি আয়োজিত প্রতিনিধি সম্মেলন পুলিশ ও যুবলীগের নেতাকর্মীদের যৌথ হামলার কারণে পন্ড হয়ে যায়।[৪০] ●১৩ জুলাই জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) এর সভাপতি আ স ম আব্দুর রবের ঢাকার

---

৩৭ *অধিকারএর সংগৃহীত তথ্য*

38 স্বপ্ন ভঙ্গ: রানা প্লাজা ভবন ধ্বস, http://odhikar.org/wp-content/uploads/2013/06/Fact-finding_RMG_Rana-Plaza_Bang.pdf

৩৯ রানা প্লাজা ধসের ৪ বছর; পুলিশি বাধায় শ্রদ্ধা জানানো হলো না স্বজনদের/ প্রথম আলো ২৫ এপ্রিল ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1156811/, http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2017-04-25/4

৪০ বিএনপির মিছিল ও সমাবেশ: পিরোজপুরে পুলিশের লাঠিচার্জ সাতক্ষীরায় তাণ্ডব/যুগান্তর ১৪ মে ২০১৭/ http://ejugantor.com/2017/05/14/3/details/3_r6_c4.jpg

বাসায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের অনানুষ্ঠানিক আলোচনা সভা পুলিশের বাধার মুখে হতে পারেনি।[৪১] ●২০ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ঢাকার ৭টি সরকারি কলেজের শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দাবী দাওয়া নিয়ে শাহবাগ মোড়ে অবরোধ কর্মসূচী পুলিশের হামলার মুখে পণ্ড হয়ে যায়[৪২] এবং পুলিশের ছোঁড়া টিয়ার শেলে শিক্ষার্থী সিদ্দিকুর রহমানের দুই চোখ অন্ধ হয়ে যায়।[৪৩]

রাজধানীর শাহবাগে আন্দোলনরত সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের ওপর কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে পুলিশ। ছবিঃ প্রথম আলো ২১ জুলাই ২০১৭

শাহবাগে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের সময় পুলিশের টিয়ারশেলে সিদ্দিকুর রহমান নামে শিক্ষার্থীর দুই চোখ অন্ধ হয়ে যায়। ছবিঃ প্রথম আলো ২৩ জুলাই ২০১৭

●২৮ অক্টোবর রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন এবং রোহিঙ্গা শরনার্থীদের মধ্যে ত্রাণ বিতরনের জন্য বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া কক্সবাজারে যাওয়ার পথে তাঁর গাড়ী বহরে হামলা চালায় আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা।[৪৪] ●১১ নভেম্বর কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম উপজেলায় মুক্তিযুদ্ধের সময় ন্যাপ-কমিউনিস্ট পার্টি-ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে গঠিত 'বিশেষ গেরিলা বাহিনী'র নিহত নয় সদস্যের স্মরণে আয়োজিত সভা যুবলীগের নেতাকর্মীদের বাধার মুখে পণ্ড হয়ে যায়।[৪৫] ●১০ ডিসেম্বর এইচএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণে অতিরিক্ত ফি আদায়ের প্রতিবাদে ঢাকার দনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও পুলিশের বাধার মুখে পন্ড হয়ে যায়,[৪৬] ●১৬ ডিসেম্বর চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুরহুদা উপজেলার দর্শনায় বিএনপি'র বিজয় দিবসের র‍্যালি আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতাকর্মী এবং পুলিশের যৌথ হামলার কারণে পণ্ড হয়ে যায়।[৪৭]

---

[৪১] রবের বাসায় রাজনৈতিক নেতাদের আলোচনা পুলিশের বাধা/ প্রথম আলো ১৪ জুলাই ২০১৭/ http://www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1251316/

৪২ শাহবাগে লাঠিপেটায় ছত্রভঙ্গ শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ/ যুগান্তর ২১ জুলাই ২০১৭/ www.jugantor.com/first-page/2017/07/21/141515/

[৪৩] শাহবাগে লাঠিপেটায় ছত্রভঙ্গ শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ/ যুগান্তর ২১ জুলাই ২০১৭/ www.jugantor.com/first-page/2017/07/21/141515/- সিদ্দিকুর দৃষ্টি হারাতে পারেন/ প্রথম আলো ২৩ জুলাই ২০১৭/ http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2017-07-23/1

[৪৪] খালেদার গাড়িবহরে হামলা/ প্রথম আলো ২৯ অক্টোবর ২০১৭/ http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2017-10-29/1 এবং পথে পথে খালেদা জিয়ার গাড়িবহরে হামলা/ যুগান্তর ২৯ অক্টোবর ২০১৭/ https://www.jugantor.com/first-page/2017/10/29/167192/

[৪৫] চৌদ্দগ্রামে বেতিয়ারা দিবস: পঙ্কজ ভট্টাচার্যের বক্তব্য থামিয়ে দিল যুবলীগ/ প্রথম আলো ১২ নভেম্বর ২০১৭/ http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2017-11-12/2

[৪৬] অতিরিক্ত ফি আদায়ের প্রতিবাদ; পুলিশ-ছাত্রলীগের বাধার মুখে শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন পণ্ড/ নয়াদিগন্ত ১১ ডিসেম্বর ২০১৭/ http://www.enayadiganta.com/news.php?nid=372681

[৪৭] লালমনিরহাট ও দামুরহুদায় বিএনপির বিজয়র‍্যালিতে আ'লীগ যুবলীগ ছাত্রলীগের হামলায় আহত ৪০/ নয়াদিগন্ত ১৭ ডিসেম্বর ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/277137

খ. সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

৯. ২০০৮ সালে সেনাবাহিনী সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসার পর থেকে আওয়ামী লীগ সরকার বিচার বিভাগের ওপর ব্যাপকভাবে হস্তক্ষেপ করতে থাকে। ২০১৪ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রধান বিরোধীদলসমূহ বয়কট করলে প্রায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট ক্ষমতায় আসার পর তা আরো ব্যাপক আকার ধারণ করে বলে অভিযোগ রয়েছে। ২০১৭ সালে উচ্চ আদালতের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে টানাপোড়েন চলতে থাকে সরকারের। ৩ জুলাই ২০১৭ সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী[৪৮] কে অবৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্টের দেয়া রায় বহাল রেখে আপিল বিভাগ যে রায় দেয়, সেখানে দেশের রাজনীতির অতীত ও বর্তমান নিয়ে কিছু পর্যবেক্ষণ ও মতামত[৪৯] প্রদান করেন তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা। এছাড়া নিম্ন আদালতের বিচারকদের চাকরির শৃংখলা বিধিমালা নিয়ে সরকারের সঙ্গে সাবেক প্রধান বিচারপতির দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। সুরেন্দ্র কুমার সিনহা ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদ ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানে ১১৬ অনুচ্ছেদে বলা ছিল, অধস্তন আদালতের ম্যাজিস্ট্রেটসহ অন্যান্য বদলি, কর্মস্থল নির্ধারণ, ছুটি ও শৃঙ্খলাসংক্রান্ত বিষয়গুলো সুপ্রিমকোর্টের কাছে ন্যস্ত থাকবে। সরকার অধস্তন আদালতের বিচারকদের চাকরির শৃঙ্খলা বিধিমালার একটি খসড়া তৈরি করে সুপ্রিমকোর্টে জমা দেয়। কিন্তু সাবেক প্রধান বিচারপতি এই বিধিমালার খসড়ায় আপত্তি জানিয়ে তা সরকারকে ফেরত পাঠান।[৫০] ১৪ মার্চ ২০১৭ এই সংক্রান্ত শুনানীকালে বিচার বিভাগকে জিম্মি করে রাখা হয়েছে বলে মন্তব্য করে আপিল বিভাগ।[৫১] এই সমস্ত কারণে সরকার প্রধান বিচারপতির প্রতি ক্ষুদ্ধ হয়ে তাঁকে পদত্যাগে বাধ্য করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে কোনো প্রধান বিচারপতির পদত্যাগের ঘটনা এটাই প্রথম। প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা পদত্যাগ করার পর সহজেই এই বিধিমালার গেজেট প্রকাশ করে সরকার। ১১ ডিসেম্বর অধস্তন আদালতের বিচারকদের চাকরির শৃংখলা বিধিমালার গেজেট প্রকাশ করে আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়। বিধিমালায় বলা হয়েছে, অধস্তন বিচার বিভাগের কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিষয়গুলো উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হবে। গেজেটে ‘উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ’ অর্থ রাষ্ট্রপতি বা তৎকর্তৃক সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রণীত রুলস অব বিজনেস এর আওতায় সার্ভিস প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় বা বিভাগকে বোঝানো হয়েছে।[৫২] মূলতঃ সরকারের হাতে নিয়ন্ত্রণ রেখেই অধস্তন আদালতের বিচারকদের চাকরির শৃঙ্খলা বিধিমালা তৈরি করা হয়েছে।

---

[৪৮] ২০১৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর জাতীয় সংসদে সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী বিল পাশ হলে উচ্চ আদালতের বিচারকদের অপসারণের ক্ষমতা সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের পরিবর্তে সংসদের হাতে ন্যস্ত হয়।

[৪৯] রায়ের পর্যবেক্ষণের এক জায়গায় প্রধান বিচারপতি বলেন ‘মানবাধিকার ঝুঁকিতে, দুর্নীতি অনিয়ন্ত্রিত, সংসদ অকার্যকর, কোটি মানুষ স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত’।

[৫০] নিম্ন আদালতের বিচারকদের শৃঙ্খলাবিধির গেজেট; সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শ, নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রপতির হাতে/ প্রথম আলো ১২ ডিসেম্বর ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1385432/

[৫১] বিচার বিভাগকে জিম্মি করে রাখা হয়েছেঃ সুপ্রিম কোর্ট/ নয়াদিগন্ত ১৫ মার্চ ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/203746

[৫২] অধস্তন আদালতের বিচারকদের শৃঙ্খলাবিধির গেজেট; সরকারের হাতেই থাকছে নিয়ন্ত্রণ!/ যুগান্তর ১২ ডিসেম্বর ২০১৭/ https://www.jugantor.com/first-page/2017/12/12/178805/

নির্বাচন কমিশন, নির্বাচনী ব্যবস্থা এবং স্থানীয় সরকার

১০. ২০১৭ এর ফেব্রুয়ারিতে বিতর্কিত কাজী রকিবউদ্দিন নেতৃত্বাধীন রকিব কমিশনের[৫৩] মেয়াদ শেষ হলে রাষ্ট্রপতি কে এম নুরুল হুদাকে প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ পাঁচজন কমিশনার নিয়োগ দেন। কিন্তু নতুন নির্বাচন কমিশনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের কারণে নির্বাচন কমিশন সম্পর্কে ইতিমধ্যে জনগণের আস্থার সংকট সৃষ্টি হয়েছে। এই নির্বাচন কমিশনের অধীনে অনুষ্ঠিত স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলোতে বিভিন্ন অনিয়ম, মাঠ প্রশাসনে বড় ধরনের রদবদলে যোগ্যদের বাদ দিয়ে জুনিয়রদের বড় পদে বসানো ও রাজনৈতিক তদবিরে ভালো জায়গায় বদলির অভিযোগ রয়েছে।[৫৪] এছাড়া ২০১৭ সালে সারা দেশে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করার কর্মসূচীও প্রশ্নবিদ্ধ হয়। ১৮ বছর হয়েছে এমন বিপুলসংখ্যক তরুণ তরুণী ভোটার হওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হন।[৫৫] ২০১৮ এর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে রোডম্যাপ ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন। কিন্তু একটি অংশগ্রহণমূলক জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়ে রোডম্যাপে স্পষ্ট করে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরির বিষয়েও তাদের অবস্থান পরিষ্কার করেনি নির্বাচন কমিশন। বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সংসদের বাইরের বিরোধীদলের বিশেষত বিএনপি-জামায়াতের নেতাকর্মীরা আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসহ সরকার দলীয়দের হাতে বিভিন্নভাবে নিগৃহীত হচ্ছেন এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মীদের বাধা ও হামলার মুখে সভা-সমাবেশ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এই ব্যাপারে বর্তমান নির্বাচন কমিশন কোন প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ নেয়নি।

১১. কে এম নুরুল হুদার নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব নেয়ার পর এই কমিশনএর অধীনে ৬ মার্চ সারাদেশে ১৪টি উপজেলা পরিষদ (উপনির্বাচনসহ) ও ৪টি পৌরসভার নির্বাচন[৫৬], ৩০ মার্চ কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন, ১৬ এপ্রিল সারাদেশে ১৬০টি ইউনিয়ন পরিষদ (উপনির্বাচনসহ) নির্বাচন[৫৭] এবং স্থগিত চট্টগ্রাম জেলার কর্ণফুলী উপজেলা পরিষদ, ২৫ এপ্রিল সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার পৌরসভা নির্বাচন, মেহেরপুর পৌরসভার দুটি কেন্দ্রের ও কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের দুটি কেন্দ্রের নির্বাচন এবং চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলার ১৪টি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন, ২৪ সেপ্টেম্বর দেশের ১২টি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন, ২১ ডিসেম্বর রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন, ২৮ ডিসেম্বর সারাদেশে ৩৭ টি ইউনিয়ন পরিষদ, ৬টি পৌরসভা এবং বাকি ৮৩ টি বিভিন্নপদে উপনির্বাচন ও পুনর্নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনগুলোর মধ্যে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ নির্বাচনই ক্ষমতাসীনদলের সমর্থকদের কেন্দ্র দখল, জাল ভোট, প্রকাশ্যে ব্যালট পেপারে সিল, ব্যালট বক্স ছিনতাই, সংঘর্ষ বা বিরোধী প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর এজেন্টদের বের করে দেয়াসহ নির্বাচন বর্জনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে এবং এই সব অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন কোন কার্যকর ব্যবস্থা নিতে পারেনি।

---

[৫৩] কাজী রকিবউদিদন আহমেদের নেতৃত্বাধীন কমিশনের অধীনে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি বিতর্কিত ও প্রহসনমূলক দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত উপজেলা নির্বাচন এবং ২০১৫ সালে ঢাকা উত্তর, দক্ষিন ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন সরকারদলীয় নেতাকর্মীদের ব্যাপক ভোটকেন্দ্র দখল, জাল ভোট দেয়াসহ বিভিন্ন বেআইনি কার্যকলাপের মাধ্যমে পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়াকেই প্রহসনে পরিণত করা হয়। এই কমিশনের অধীনেই বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো দলীয় প্রতীকে ২০১৫ সালের পৌরসভার নির্বাচন এবং ২০১৬ সালের ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনও সরকারদলীয় নেতাকর্মীদের ব্যাপক ভোটকেন্দ্র দখল, জাল ভোট দেয়াসহ বিভিন্ন বেআইনি কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া এই কমিশনের অধীনে অনুষ্ঠিত সব কটি উপ-নির্বাচনে কেন্দ্র দখল, জাল ভোট দেয়া, সংঘর্ষ ও ব্যাপক অনিয়মের ঘটনা ঘটে।

[৫৪] ইসিতে বদলি নিয়ে বিতর্ক চরমে/ বাংলাদেশ প্রতিদিন ১৭ জুলাই ২০১৭/ http://www.bd-pratidin.com/last-page/2017/07/17/248243

[৫৫] বাড়ি বাড়ি না গিয়ে ভোটারের তথ্য সংগ্রহ শেষ: তালিকা হালনাগাদে অন্তহীন অভিযোগ/ যুগান্তর ১০ অগাস্ট ২০১৭/ www.jugantor.com/first-page/2017/08/10/146815/

[৫৬] নির্বাচনের পুরো রিপোর্ট দেখুন *অধিকার এর* মার্চের মানবাধিকার প্রতিবেদনে http://www.odhikar.org/wp-content/uploads/2017/04/human-rights-monitoring-report-March-2017-Ban.pdf

[৫৭] নির্বাচনের পুরো রিপোর্ট দেখুন *অধিকার এর* এপ্রিলের মানবাধিকার প্রতিবেদনে www.odhikar.org/**মানবাধিকার-প্রতিবেদনঃ-এ প/**

● ৩০ মার্চ অনুষ্ঠিত কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে ১০নং ওয়ার্ডের অশোকতলার ইসহাক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রের গেট বন্ধ করে দিয়ে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীর ১০/১৫ জন সমর্থক বুকে নৌকা মার্কার[৫৮] ব্যাজ লাগিয়ে কেন্দ্র পাহারা দেয়। এই সময় সাংবাদিক এবং ভোটাররা ভেতরে ঢুকতে চাইলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা তাঁদের বাধা দেয়। এই সময় অন্য প্রার্থীর এজেন্টদের লাঞ্ছিত করে বের করে দিয়ে প্রত্যেকটি বুথে ২০-২৫ জন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীর সমর্থক জোরপূর্বক ব্যালট পেপার নিয়ে নৌকা মার্কায় সিল মারে।[৫৯]

কুমিল্লা সিটি নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সমর্থকরা চৌয়ারা ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসা ভোটকেন্দ্রে প্রকাশ্যে ব্যালট পেপারে সিল মারেন। ছবিঃ প্রথম আলো, ৩০ মার্চ ২০১৭

● ২৫ এপ্রিল অনুষ্ঠিত মেহেরপুর পৌরসভার নির্বাচনের আগের দিন গভীর রাতে ৭ নম্বর ওয়ার্ডের মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্র থেকে ব্যালট বক্স ও ব্যালট পেপার ছিনিয়ে নেয়ার কারণে ভোটগ্রহণ স্থগিত করা হয়।[৬০]

● ২৫ এপ্রিল সিলেটের বিয়ানীবাজার পৌরসভার নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী আবদুস শুকুরের সমর্থকরা কসবা আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে হামলা চালিয়ে ভোটকেন্দ্র দখল করে প্রিজাইডিং অফিসারকে জিম্মি করে ব্যালট পেপার বাইরে নিয়ে নৌকা মার্কায় সিল মারে। এই সময় ঐ কেন্দ্রে কসবা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা চন্দন কুমার বিপুল সংখ্যক পুলিশ নিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।[৬১] চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলার পূর্ব কাঠারিয়া ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডে বেলা আনুমানিক সাড়ে ১১:০০টায় আওয়ামী লীগ মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থী ইবনে আমিন এবং আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী জয়নাল আবেদীনের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এতে শারমিন আকতার (১০) নামে একজন শিশুসহ আরো তিনজন গুলিবিদ্ধ হন।[৬২]

---

[৫৮] আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতীক

[৫৯] নির্বাচনের পুরো রিপোর্ট দেখুন *অধিকার এর* মার্চের মানবাধিকার প্রতিবেদনে http://www.odhikar.org/wp-content/uploads/2017/04/human-rights-monitoring-report-March-2017-Ban.pdf

[৬০] নির্বাচনের পুরো রিপোর্ট দেখুন *অধিকার এর* এপ্রিলের মানবাধিকার প্রতিবেদনে http://www.odhikar.org/wp-content/uploads/2017/05/human-rights-monitoring-report-April-2017-Bangla.pdf

[৬১] নির্বাচনের পুরো রিপোর্ট দেখুন *অধিকার এর* এপ্রিলের মানবাধিকার প্রতিবেদনে http://www.odhikar.org/wp-content/uploads/2017/05/human-rights-monitoring-report-April-2017-Bangla.pdf

[৬২] নির্বাচনের পুরো রিপোর্ট দেখুন *অধিকার এর* এপ্রিলের মানবাধিকার প্রতিবেদনে www.odhikar.org/**মানবাধিকার-প্রতিবেদনঃ-মা/**

বাঁশখালীর কাথারিয়া ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দু'পক্ষের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ শিশু শারমিন আকতার (১০)। ছবিঃ যুগান্তর ২৬ এপ্রিল ২০১৭

●২৪ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার জিরতলী ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে বেলা ১১ টা থেকেই ভোট কেন্দ্রগুলোতে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সমর্থকরা বিরোধীদলের প্রার্থীর এজেন্টদের জোর করে বের করে দিয়ে নৌকা প্রতীকে জাল ভোট দিতে থাকে।[৬৩] ● ২৮ ডিসেম্বর জাল ভোট, ব্যালটে প্রকাশ্যে সিল মারা, সিল মারা ব্যালট ভোটারদের দেয়া, ভোটকেন্দ্রে যেতে বাধা ও এজেন্টদের বের করে দেয়াসহ বিভিন্ন অভিযোগে ১৭টি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে বিরোধী দল বিএনপি মনোনিত চেয়ারম্যান প্রার্থীরা নির্বাচন বর্জন করেন।[৬৪] ●কুমিল্লা জেলার নাঙ্গলকোট উপজেলার আদ্রা দক্ষিণ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে বিএনপি মনোনিত প্রার্থী মোহাম্মদ মাইন উদ্দিন, জামায়াত মনোনিত প্রার্থী মাস্টার সাইফুল্লা ও ইসলামি শাসনতন্ত্র আন্দোলন মনোনিত প্রার্থী নাছির উদ্দিন আওয়ামী লীগের কর্মী-সমর্থকদের বাধার মুখে চাটিতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিজেদের ভোটই দিতে পারেননি।[৬৫]

কুমিল্লার নাঙ্গলকোটে মোড়াময়দান প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে আগাম নৌকা প্রতীকে সিল মারা ব্যালট পেপার ভোটারদের হাতে ধরিয়ে দেন পোলিং অফিসার। ছবিঃ প্রথম আলো ২৯ ডিসেম্বর ২০১৭

নাঙ্গলকোটে আদ্রা দক্ষিণ ইউনিয়নের চাটিতলা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে নৌকা মার্কায় আগাম সিল মারা ব্যালট। ছবিঃ যুগান্তর ২৯ ডিসেম্বর ২০১৭

---

[৬৩] নির্বাচনের পুরো রিপোর্ট দেখুন *অধিকার এর* সেপ্টেম্বরের মানবাধিকার প্রতিবেদনে http://www.odhikar.org/wp-content/uploads/2018/01/human-rights-monitoring-report-September-2017_Ban.pdf

[৬৪] ১৭ ইউপিতে বিএনপির ভোট বর্জন/ প্রথম আলো ২৯ ডিসেম্বর ২০১৭

[৬৫] প্রার্থীরা যেতে পারেননি কেন্দ্রেঃ শান্তিপূর্ণ ভোটের দাবি ইসির/ নয়াদিগন্ত ২৯ ডিসেম্বর ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/280442

●জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ পৌরসভা নির্বাচনে মালিরচর হাজিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ মনোনিত চেয়ারম্যান প্রার্থীর সমর্থকরা জোর করে ঢুকে ব্যালট পেপার ছিনিয়ে নিলে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে এবং ভোট গ্রহন স্থগিত হয়ে যায়।[৬৬]

১২. স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী না করে নির্বাচনে দখল সংস্কৃতি ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের বরখাস্তের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রায় ধ্বংস করে ফেলেছে বর্তমান সরকার। ২০১৭ সালেও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের বরখাস্ত করার মতো কর্মকাণ্ড অব্যাহত ছিল। এখানে জনমতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছে, জনগণের ভোটের অধিকারই শুধু কেড়ে নেয়া হয়নি; তাঁদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আইনের ব্যত্যয় ঘটিয়ে বরখাস্ত করার নজির তৈরি করা হয়েছে। গত সাড়ে তিন বছরে ৩৮১ জন জনপ্রতিনিধিকে বরখাস্ত করেছে স্থানীয় সরকার বিভাগ। বিভিন্ন মামলায় অভিযুক্ত দেখিয়ে তাঁদের সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। বরখাস্তের তালিকায় গাজীপুর, সিলেট, রাজশাহী ও খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়ররা রয়েছেন। এরমধ্যে সিলেট ও রাজশাহীর মেয়রকে দ্বিতীয় দফা বরখাস্ত করা হয়েছে। বরখাস্তকৃত জনপ্রতিনিধিদের অধিকংশই বিএনপি-জামায়াতের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত।[৬৭]

দুর্নীতি দমন কমিশন

১৩. দেশে দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ (সংশোধিত) ২০১৬ এর ৩ (২) অনুচ্ছেদে বলা আছে, 'এই কমিশন একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কমিশন হইবে'। আইনানুযায়ী দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করার কথা থাকলেও ক্ষমতাসীন দলের চাপে দুদক যে দায়িত্ব পালন করতে পারছে না, তা তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে প্রতিফলিত হচ্ছে। বর্তমান সরকারের মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, প্রভাবশালী রাজনীতিক এবং আমলাদের দুর্নীতির বিষয়ে ২০০৭-২০০৮ সালে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় দায়ের করা মামলার অনুসন্ধান শুরু করেছিলো দুদক। কিন্তু তদন্তনাধীন এইসব ঘটনায় বেশীর ভাগ অভিযুক্তই দায়মুক্তি পেয়ে গেছেন। অনেকটা গোপনেই মামলা নথীভুক্ত করে দায়মুক্তির 'সনদ' দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন।[৬৮]

১৪. ২০১৪ সালে দ্বিতীয়বারের মত আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে ব্যাংকগুলোতে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির খবর প্রকাশিত হচ্ছে। এর মধ্যে বেসিক ব্যাংকে কয়েক হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি হয় এবং দুর্নীতি কমিশন এই ব্যাপারে তার তদন্ত করে ২০১৫ সালে বেসিক ব্যাংকের কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ৫৬টি মামলা দায়ের করে।[৬৯] কিন্তু ক্ষমতাসীন দলের উচ্চ পর্যায়ের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক থাকার কারণে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান শেখ আবদুল

---

[৬৬] ১২৭ ইউনিয়ন, পৌরসভা ও জেলা পরিষদে ভোট; সহিংসতা, কেন্দ্র দখল ও অনিয়মের অভিযোগ/ ২৯ ডিসেম্বর ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=98196&cat=2/

[৬৭] সাড়ে ৩ বছরে ৩৮১ জনপ্রতিনিধি বরখাস্ত/ মানবজমিন ৭ এপ্রিল ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=60531&cat=2/

[৬৮] ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের কয়েকজন সিনিয়র নেতা ও দলটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির যে অভিযোগ আনা হয়েছিলো, সেগুলো ২০১৩ সালে খারিজ করে দিয় দুদক। এরমধ্যে সাবেক সংসদ সদস্য এইচবিএম ইকবাল ও সাবেক চিফ হুইপ আওয়ামী লীগ নেতা আবুল হাসানাত আবদুল্লাহকে দুইটি মামলা থেকে অব্যাহতি দেয় কমিশন। ২০১৩ সালের জুন মাসে সাবেক মন্ত্রী মহিউদ্দিন খান আলমগীরকে দুর্নীতির একটি অভিযোগ থেকে নিষ্কৃতি দেয় কমিশন। এছাড়া বেশ কয়েকজন সরকারি কর্মকর্তাকে দায়মুক্তি এবং মামলা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। কক্সবাজার-৪ আসনের সরকার দলীয় সংসদ সদস্য সাইমুম সারোয়ার ও তাঁর স্ত্রী সৈয়দা সেলিনা আক্তার, নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনের সরকার দলীয় সংসদ সদস্য শামীম ওসমানকে জ্ঞাত আয়-বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের দায় থেকে অব্যাহতি দেয় দুদক। ২০১৪ সালের জানুয়ারি থেকে অগাস্ট পর্যন্ত প্রায় ১৬০০ ক্ষমতাসীন দল সমর্থক রাজনৈতিক ব্যক্তি ও উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের দুর্নীতির অভিযোগ থেকে দায়মুক্তি দেয়া হয়েছে। এরমধ্যে দুর্নীতির অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন জাতীয় সংসদের উপনেতা সাজেদা চৌধুরী, প্রধানমন্ত্রীর সাবেক স্বাস্থ্য উপদেষ্টা সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী, ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম, ফিলিপাইনে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত মাজেদা রফিকুন নেসা প্রমুখ।

[৬৯] ৫৬ মামলায় মোট আসামি ১৫৬ জন/ প্রথম আলো ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫/ www.prothomalo.com/bangladesh/article/639943/

হাই বাচ্চুর বিরুদ্ধে দুদক কোনো ধরনের তদন্ত বা মামলা দায়ের করে নাই। ২৬ জুলাই ২০১৭ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ শেখ আবদুল হাই বাচ্চু এবং বেসিক ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের বিরুদ্ধে তদন্ত করার নির্দেশ দিলে তদন্ত শুরু করে দুদক।[৭০] এছাড়া আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য এবং ২০১২ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্বে থাকা মহিউদ্দিন খান আলমগীরের মালিকাধীন ফারমার্স ব্যাংকসহ বিভিন্ন ব্যাংকে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ থাকলেও দুর্নীতি দমন কমিশনকে কোন ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি। অন্যদিকে বিরোধীদল বিএনপি'র শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি মামলার আইনি প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে কমিশন। আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমান এর স্ত্রী এবং আমার দেশ পাবলিকেশনস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফিরোজা মাহমুদের বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশন ২০১৭ সালের ১১ জুন রমনা থানায় একটি মামলা দায়ের করে।[৭১] এর প্রতিবাদে মাহমুদুর রহমান ১২ জুন ঢাকার রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক সংবাদ সম্মেলন[৭২] করে তাঁর এবং তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে দুদকের হয়রানীর অভিযোগ আনেন। ২০১৭ সালে দুর্নীতি যে কি ভয়াবহ রূপ নিয়েছে তা শিক্ষমন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের স্বীকারোক্তি থেকে একটি ধারণা পাওয়া যায়। ২৪ ডিসেম্বর ঢাকার শিক্ষা ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, "শুধু কর্মকর্তারাই ঘুষ খান না। মন্ত্রীরাও দুর্নীতি করেন। মন্ত্রীরা চোর, আমিও চোর।" কর্মকর্তারা যাতে সহনশীল হয়ে ঘুষ খান এই আহ্বানও জানান তিনি এই অনুষ্ঠানে।[৭৩] এছাড়া দুর্নীতির অভিযোগ থেকে রেহাই দেয়ার কথা বলে ঘুষ নেয়ার অনেক অভিযোগে রয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে। ভুক্তভোগীদের অনেকেই দুদকে তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার সাহস না পেয়ে বেশ কয়েকটি গোয়েন্দা সংস্থার কাছে এই বিষয়ে অভিযোগ করেন।[৭৪] ২০১৭ সালের ১৮ জুলাই বরিশালে দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ বলেন, "তাঁর প্রতিষ্ঠানের লোকজনের বিরুদ্ধে ঘুষ খেয়ে অন্যায়ভাবে মামলায় ফাঁসিয়ে দেয়ার অভিযোগ তিনি পান।"[৭৫]

গ. রাষ্ট্রীয় বাহিনীর নিপীড়ন ও দায়মুক্তি

১৫. রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও দায়মুক্তির কারণে ২০১৭ সালেও গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হেফাজতে নির্যাতন এবং কারাগারে মৃত্যুর ঘটনা অব্যাহত থেকেছে। ২০০৯ সাল থেকে গুমের প্রবণতা যেমন অস্বাভাবিকভাবে শুরু হয়েছিল তেমনি ২০১৭ সালে একটি নতুন প্রবণতা শুরু হয়, যেমন হঠাৎ করেই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের 'নিখোঁজ' হয়ে যাওয়া। ফলে তাঁরা কী গুমের শিকার নাকি সাধারণ অপহরণের শিকার তা জানা কঠিন হয়ে পড়ে; যাঁরা ফেরত এসেছেন তাঁরাও স্পষ্ট করে কিছুই জানাননি। ২০১৭ সালেও আইন

---

[৭০] বেসিক ব্যাংকের অর্থ লোপাট: অবশেষে দুদকের তদন্তের অধীনে আসছেন বাচ্চু/ যুগান্তর ৩০ জুলাই ২০১৭/ https://www.jugantor.com/news-archive/first-page/2017/07/30/143941/

[৭১] মাহমুদুর রহমানের স্ত্রীর বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জনের মামলা/ যুগান্তর ১২ জুন ২০১৭/ www.jugantor.com/second-edition/2017/06/12/132088/

[৭২] সংবাদ সম্মেলনে মাহমুদুর রহমান বলেন, তাঁর পুরো পরিবারকে ধ্বংস করতে তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে দুদককে লেলিয়ে দেয়া হয়েছে। তাঁর স্ত্রী রিয়েল স্টেট এজেন্টের দেয়া হলফনামার ভিত্তিতে এবং রাজউকের নির্ধারিত মূল্যে সম্পত্তি ক্রয় করেছেন। একজন ক্রেতা যদি কোনো দোকান থেকে সরকারি সংস্থার নির্ধারিত মূল্যে কোনো পণ্য ক্রয় করেন, সে ক্ষেত্রে শুধু ক্রেতার বিরুদ্ধে মামলা করার আইনগত কোনো ভিত্তি নাই। এই মামলা শুধু হয়রানী করার জন্যই করা হয়েছে।[৭২]

[৭৩] খালি অফিসাররা চোর না মন্ত্রীরাও চোর, আমি চোর (ভিডিও)/ মানবজমিন ২৫ ডিসেম্বর ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=97674&cat=2/

[৭৪] ঘুষ কেলেঙ্কারিতে দুদকের অর্ধশত কর্মকর্তা/ ইত্তেফাক ২৩ জুন ২০১৪/ http://archive.ittefaq.com.bd/index.php?ref=MjBfMDZfMjNfMTRfMV8yXzFfMTQwMDAw

[৭৫] বরিশালে ইকবাল মাহমুদ; দুদকের বিরুদ্ধেও ফাঁসিয়ে দেওয়ার অভিযোগ পাই/ প্রথম আলো ১৯ জুলাই ২০১৭/ http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2017-07-19/16

প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের অমানবিক আচরণ ও জবাবদিহিতার অভাব ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। ২৮ মার্চ জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটি গুমের ‘উচ্চহার’, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও রাষ্ট্রীয় বাহিনীগুলোর অত্যাধিক বল প্রয়োগ নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের সমালোচনা করেছে।[৭৬]

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

১৬. ভিকটিম পরিবারগুলোর বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে ব্যাপক অভিযোগ থাকা সত্বেও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডকে ‘বন্দুকযুদ্ধ’ বা ‘ক্রসফায়ার’ হিসেবে প্রকাশ করেছে এবং দায়মুক্তি ভোগ করেছে। উল্লেখ্য, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার পক্ষ থেকে ‘ক্রসফায়ার’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে যখন তারা ভিকটিমকে (আটক) সাথে নিয়ে ‘অস্ত্র উদ্ধারে’র নামে নির্দিষ্ট একটি জায়গায় গেছে এবং সেখানে ভিকটিমদের অপেক্ষমান ‘সহযোগী’রা তাদের ওপর গুলিবর্ষণ করেছে এবং আত্মরক্ষার্থে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা গুলি ছুঁড়লে সেই গোলাগুলিতে শুধুমাত্র গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিটি নিহত হয়েছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কোন নির্দিষ্ট জায়গায় ‘ক্রসফায়ার’ বা ‘বন্দুকযুদ্ধের’ কথা বললেও স্থানীয়দের মতে তাঁরা এমন কোন ঘটনার কথা জানতে পারেননি। জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার লঙ্ঘনের নিকৃষ্টতম উদাহরণ হচ্ছে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, যা সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩২[৭৭] এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সনদের অনুচ্ছেদ ৬[৭৮] এর স্পষ্ট লঙ্ঘন।

১৭. *অধিকার* এর তথ্যানুযায়ী ২০১৭ সালে ১৫৫ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের অভিযোগের তথ্য: জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০১৭						
মাস	**র‍্যাব**	**পুলিশ**	**বিজিবি**	**ডিবি পুলিশ**	**সেনাবাহিনী**	**মোট**
জানুয়ারি	৪	১২	-	-	-	১৬
ফেব্রুয়ারি	১	১৫	-	-	১	১৭
মার্চ	১	১৯	-	-	-	২০
এপ্রিল	১	৮	-	-	১	১০
মে	২	৭	-	-	-	৯
জুন	২	১১	-	-	-	১৩
জুলাই	৭	১১	-	-	-	১৮
অগাস্ট	২	৮	-	-	-	১০
সেপ্টেম্বর	১	৩	-	-	-	৪
অক্টোবর	৪	১০	১	-	-	১৫
নভেম্বর	৭	৫	-	-	-	১২
ডিসেম্বর	১	৮	-	২	-	১১
মোট	**৩৩**	**১১৭**	**১**	**২**	**২**	**১৫৫**

[৭৬] http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fBGD%2fCO%2f1&Lang=en

[৭৭] আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না।

[৭৮] প্রত্যেক মানুষের বাঁচার সহজাত অধিকার রয়েছে। এ অধিকার আইনের দ্বারা রক্ষিত হবে। কোন ব্যক্তিকে খেয়াল-খুশিমত জীবন থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

১৮.বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনাগুলোতে মৃত্যুর ধরণ ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনাগুলোতে অভিযুক্ত বাহিনী ও নিহত ব্যক্তিদের পরিচয় নীচে দেয়া হল ঃ

ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধ

১৯.বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের কারণে নিহত ১৫৫ জনের মধ্যে ১৩৯ জন 'ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এঁদের মধ্যে পুলিশের হাতে ১০৪ জন, র‍্যাবের হাতে ৩২ জন, ডিবি পুলিশের হাতে ২ জন এবং সেনাবাহিনীর হাতে ১ জন নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

নির্যাতনে মৃত্যু

২০.২০১৭ সালের ১৩ জন নির্যাতনের কারণে মারা গেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এঁদের মধ্যে পুলিশের হাতে ১০ জন, র‍্যাবের হাতে ১ জন, বিজিবি'র হাতে ১ জন এবং সেনাবাহিনীর হাতে ১ জন নিহত হয়েছেন।

গুলিতে মৃত্যু

২১. উল্লেখিত সময়কালে নিহতদের মধ্যে ১ জন পুলিশের গুলিতে মারা গেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

পিটিয়ে মৃত্যু

২২.এই সময়কালে পুলিশের পিটুনিতে ২ জন মারা গেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

নিহতদের পরিচয়

২৩.নিহত ১৫৫ জনের মধ্যে ২ জন বিএনপি নেতা, ১ জন শিবির কর্মী, ১ জন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের নানিয়ারচর শাখার সাধারণ সম্পাদক, ১ জন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি'র সদস্য, ১ জন নিউ বিপ্লবি কমিউনিস্ট পার্টি (মৃণাল বাহিনী)'র সদস্য, ১ জন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য, ২ জন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (লাল পতাকা)'র সদস্য, ১ জন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এমএল জনযুদ্ধ)'র সদস্য, ১ জন সর্বহারা পার্টির সদস্য, ৫ জন জেএমবি'র সদস্য, ১ জন হরকাতুল জিহাদ-আল-ইসলামী'র সদস্য, ১ জন গরু ব্যবসায়ী, ১ জন গ্রামবাসী, ২ জন ব্যবসায়ী, ১ জন কাঠমিস্ত্রী, ১ জন কৃষক, ১ জন ড্রাইভার, ১ জন চতুর্থ শ্রেণীর সরকারি কর্মচারী, ৩ জন বিভিন্ন মামলার আসামী, ১ জন সাজাপ্রাপ্ত আসামি, ১১৯ জন কথিত অপরাধী এবং ৭ জনের পরিচয় জানা যায়নি।

২০১৭ সালে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে তথাকথিত বন্দুকযুদ্ধে ১৩ মার্চ মেহেরপুরের সবুজ মালিথা ওরফে সাদ্দাম, রমেশ কর্মকার, কামরুজ্জামান কানন ও সোহাগ ইসলাম[৭৯], ১২ মে রাজবাড়ী জেলার রকিবুল হাসান বাপ্পি ও লালন

[৭৯] নিহতেরা জোড়া খুনে জড়িত; আটকের পর মেহেরপুরে 'বন্ধুকযুদ্ধে' নিহত ৪/ প্রথম আলো ১৫ মার্চ ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1108435/

মোল্লা[৮০], *২৪ মে ময়মনসিংহ জেলার আশরাফ উদ্দিন ঢোল*[৮১], *৯ জুন ঢাকার লালবাগের আলমগীর*[৮২], *৪ অগাস্ট ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আখাউড়ার জালালউদ্দিন বদু*[৮৩], *১৩ অক্টোবর কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার শাহীন আলী*[৮৪], *৩১ ডিসেম্বর হবিগঞ্জ জেলার ইউনুস মিয়াসহ*[৮৫] *মোট ১৩৯ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।*

মেহেরপুর ‘বন্দুকযুদ্ধে’ নিহত সাদ্দাম, রমেশ, কানন ও সোহাগের লাশ। ছবিঃ নয়াদিগন্ত, ১৫ মার্চ ২০১৭

পিতার লাশের পাশে চার সন্তানের কান্না (ইনসেটে নিহত ইউনুস মিয়া)। ছবিঃ https://twitter.com/Wahiduzzaman21/status/948240387344236544, ২ জানুয়ারি ২০১৮

[৮০] গোয়ালন্দে র‍্যাবের সঙ্গে ‘বন্দুকযুদ্ধে’ দুই যুবক নিহত/প্রথম আলো ১৪ মে ২০১৭/ http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2017-05-14/2

[৮১] Robber killed in 'gunfight'/The Dailystar 25 May 2017/ http://www.thedailystar.net/backpage/robber-killed-gunfight-1410547

[৮২] এসআই ও ৩ কনস্টেবলের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ/ প্রথম আলো ২০ জুলাই ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1258376/

[৮৩] পুলিশ হেফাজতে থাকা আসামি ‘বন্দুকযুদ্ধে’ নিহত/ প্রথম আলো ৬ অগাস্ট ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1278476/

[৮৪] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কুষ্টিয়ার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[85] 3 killed in 'gunfights'/ ডেইলীস্টার ২ জানুয়ারী ২০১৮/ http://www.thedailystar.net/backpage/3-killed-gunfights-1513585

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের হাতে নির্যাতন, অমানবিক আচরণ ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার জবাবদিহিতার অভাব

২৪.২০১৭ সালে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে সাধারণ নাগরিকদের হয়রানি, তাঁদের কাছ থেকে চাঁদা আদায়, ঘুষ গ্রহণ, তাঁদেরকে নির্যাতন এবং হত্যা করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। যদিও এই সব অভিযোগের ব্যাপ্তি প্রাপ্ত তথ্যের থেকে অনেক গুণ বেশী, কারণ অধিকাংশ জীবিত ভুক্তভোগী নিজেদের পরবর্তীতে নির্যাতিত হওয়ার ভয়ে তাঁদের ওপর নির্যাতনের ঘটনাগুলো জনসম্মুখে প্রকাশ করতে চান না। বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মী ছাড়াও সাধারণ নাগরিকরাও এই ধরনের পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ২০১৩ সালে জাতীয় সংসদে 'নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩' পাস হলেও নির্যাতনের বাস্তব অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটেনি এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার একদল সদস্য কোন কিছুরই তোয়াক্কা না করে নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। ২০১৬ সালের ১০ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ কাউকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার এবং রিমাণ্ডে নেয়ার বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের জন্য ১৯ দফা নির্দেশনা সংবলিত একটি নীতিমালা[৮৬] প্রণয়ন করে দিয়েছে, যা মানা হচ্ছে না।

● *১৯ জানুয়ারি শরীয়তপুর জেলায় শামীম শিকদার নামে এক স্পেন প্রবাসী যুবককে র‌্যাব সদস্যরা আটক করে নিয়ে র‌্যাব ক্যাম্পে রেখে চোখ বেঁধে পেটায়।[৮৭] ৬ এপ্রিল সন্ধ্যায় শরিফুল ইসলাম নামে এক লেগুনা চালককে কাঁচপুর হাইওয়ে পুলিশের ওসি শেখ শরিফুল আলম গাড়ি থেকে নামিয়ে পিটিয়ে আহত করে কাঁচপুর ফাঁড়িতে নিয়ে যায় এবং সেখানে পাঁচ ঘন্টার মতো হাত-পা বেঁধে রেখে তাঁর ওপর কয়েক দফা নির্যাতন করে এবং তাঁর বিরুদ্ধে মাদক মামলা দেয়।[৮৮]*

কাঁচপুর হাইওয়ে থানা পুলিশের নির্যাতনে আহত লেগুনা চালক শরিফুল ইসলাম। ছবিঃ যুগান্তর, ৮ এপ্রিল ২০১৭

● *২০১৬ সালের ২৬ জুন হাবিবুর রহমান নামে এক ব্যক্তি তাঁর বাসায় অবৈধভাবে প্রবেশ করে মারধর ও শরীরের বিভিন্ন*

---

[৮৬] ১৯৯৮ সালের ২৩ জুলাই ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের ছাত্র শামীম রেজা রুবেলকে ৫৪ ধারায় গ্রেফতারের পরদিন ডিবি কার্যালয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ও ১৬৭ ধারা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট করে। ২০০৩ সালে হাইকোর্ট এক রায়ে ৫৪ ও ১৬৭ ধারার কিছু বিষয় সংবিধানের কয়েকটি অনুচ্ছেদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ঘোষণা করেন। ৫৪ ধারায় গ্রেফতার ও হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদে প্রচলিত বিধি ছয়মাসের মধ্যে সংশোধন করতে বলেন। এই রায়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের করা আপিল খারিজ করে দেন আপিল বিভাগ এবং পরবর্তীতে ১৯ দফা নির্দেশনা সংবলিত একটি নীতিমালা প্রনয়ন করে দেন ।[৮৬]

[৮৭] প্রবাসীকে আটক করে মারধর, মাদক ও জাল টাকার মামলা/ প্রথম আলো ২১ জানুয়ারি ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1064007/

[৮৮] লেগুনা চালককে নির্যাতনের পর মামলায় ফাঁসাল পুলিশ/ যুগান্তর ৮ এপ্রিল ২০১৭/ http://ejugantor.com/2017/04/08/16/details/16_r2_c5.jpg

জায়গায় আঘাত করে রক্তাক্ত জখম করার কারনে মিরপুরের পাইকপাড়া এলাকার মোহাম্মদ মামুন মিয়াসহ ২৩ জনকে আসামী করে মিরপুর থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এস আই মারুফুল ইসলাম মামলাটি তদন্ত করে ২০১৭ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি ১০ মাসের শিশু রুবেল এবং মৃত আরিফুর রহমানসহ ২৩ জনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করে।[৮৯]

পিতার কোলে চড়ে হাজিরা দিতে আদালতে মামলার চার্জশিটভুক্ত আসামি দশ মাসের শিশু রুবেল। ছবিঃ ১০ মে নয়াদিগন্ত ২০১৭

●১৮ জুলাই খুলনা মহানগরের খালিশপুর থানার পুলিশ শহরের রাস্তা থেকে শাহজালাল (৩১) নামে এক যুবককে গ্রেফতার করে দেড় লক্ষ টাকা ঘুষ দাবি করে। টাকা দিতে না পারায় পুলিশ তাঁর দুই চোখ স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে খুঁচিয়ে তুলে ফেলে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। এর ফলে শাহজালাল অন্ধ হয়ে যান।[৯০] ● নরসিংদীতে প্রীতম ভৌমিক নামে এক ১০ম শ্রেণীর স্কুলছাত্রকে (১৫) নরসিংদী থানা হাজতে নির্যাতন করে তাঁর মা দীপ্তি ভৌমিক এর হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার ব্যাপারে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি নেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে।[৯১] ● ২৪ অক্টোবর কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলার আবদুল গফুর নামে এক ব্যবসায়ীকে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল তুলে নিয়ে যেয়ে ৫০ লক্ষ টাকা দাবী করে। পরে সেনাবাহিনীর সদস্যরা মুক্তিপণ হিসেবে আদায় করা ১৭ লক্ষ টাকা উদ্ধার করেন এবং এস আই আবুল কালাম আজাদ, এস আই আলাউদ্দিন ও তিনজন এ এস আই এবং দুইজন কনস্টেবলকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেন।[৯২]

কক্সবাজারে সেনাবাহিনীর হাতে আটককৃত গোয়েন্দা বিভাগের সদস্যরা। ছবিঃ ডেইলী স্টার, ২৬ অক্টোবর ২০১৭

[৮৯] ১০ মাসের শিশু ও মৃতের নামে চার্জশিট: বাদি ও তদন্তকারী কর্মকর্তাকে তলব/ নয়াদিগন্ত ১০ মে ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/218917

[৯০] খুলনায় পুলিশের বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ; শাহজালালের দুই চোখই মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে/ প্রথম আলো ২১ জুলাই ২০১৭

[৯১] নরসিংদীতে ছেলেকে মায়ের হত্যাকারী সাজানোর অভিযোগ: থানায় উল্টো করে ঝুলিয়ে ৩ দিন ধরে নির্যাতন/ যুগান্তর ১৩ অগাস্ট ২০১৭/ www.jugantor.com/last-page/2017/08/13/147642/

[৯২] অপহরণ মুক্তিপন: ১৭ লাখ টাকাসহ ৭ ডিবি সদস্য সেনাবাহিনীর হাতে ধরা/ মানবজমিন ২৬ অক্টোবর ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=89197&cat=2/

২৫.২০১৭ সালে রিমাণ্ডে নিয়ে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। এই সময় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের হাতে গ্রেফতার হওয়া অনেক ব্যক্তিকে থানা হাজতে আটকে রেখে নির্যাতন করে স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা করা হয়েছে।

২৬.আইন-প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের নির্যাতনে ২৪ মার্চ ফেনী জেলার নুরুল আমীন,[৯৩] ১৯ এপ্রিল রাঙ্গামাটি জেলার রোমেল চাকমা,[৯৪] ২০ মে সিলেট জেলার নজরুল ইসলাম বাবু,[৯৫] ২৮ জুলাই চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল উপজেলার মাহফুজুর রহমান,[৯৬] ৬ অগাস্ট মুন্সীগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলার মালকা ইউনিয়নের সাবেক সদস্য মনজুর আলম,[৯৭] ৯ সেপ্টেম্বর নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলার মাজহারুল ইসলাম,[৯৮] ১৬ সেপ্টেম্বর সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়ার হঠাৎগঞ্জ মাদ্রাসার সুপার মাওলানা সাইদুর রহমান,[৯৯] ১ অক্টোবর শেরপুর জেলার বিশ্ব চন্দ্র দে,[১০০] ৬ অক্টোবর পঞ্চগড় জেলার মোজাম আলী,[১০১] ১০ অক্টোবর জয়পুরহাট জেলার কালাই থানার সাইদুর রহমান,[১০২] ২৯ অক্টোবর রংপুর জেলার কাউনিয়ার হলদিবাড়ির রাসেল,[১০৩] ১০ ডিসেম্বর বরিশাল মহানগরের সিরাজুল ইসলাম[১০৪] নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

গুম

২৭.গুম নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সনদের অনুচ্ছেদ ৯[১০৫] ও ১৬[১০৬] এবং বাংলাদেশের সংবিধানের ৩১[১০৭], ৩২[১০৮] ও ৩৩[১০৯] অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমনের

---

৯৩ 55-year-old dies in Feni police custody/ Dhakatribune 26 March 2017/ http://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2017/03/26/pentagenarian-dies-feni-police-custody/

৯৪ Death of Romel Chakma unacceptable /দৈনিক নিউএজ, ২৪/০৪/২০১৭/ http://www.newagebd.net/article/14139/death-of-romel-chakma-unacceptable

৯৫ 2 cops suspended over death of govt employee in police custody/নিউএইজ, ২১ মে ২০১৭/ http://www.newagebd.net/article/15988/2

৯৬ নাচোল থানা হেফাজতে মৃত্যু; ময়নাতদন্তে প্রমাণ মেলেনি আত্মহত্যার ভিসেরা রিপোর্টের অপেক্ষা/ যুগান্তর ২৯ জুলাই ২০১৭/ www.jugantor.com/news/2017/07/29/143676/

৯৭ কক্সবাজার কারাগারে সাবেক ইউপি সদস্যের মৃত্যু/ যুগান্তর ৮ অগাস্ট ২০১৭/ www.jugantor.com/last-page/2017/08/08/146253/

৯৮ র‍্যাবের নির্যাতনে মৃত্যুর অভিযোগে মামলা: মামলা তুলে নিতে হুমকি আতঙ্কে বাদী, সাক্ষী/ প্রথম আলো ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭/ http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2017-09-29/5

৯৯ সাতক্ষীরায় মাদ্রাসা সুপার হত্যা; পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারের হুমকি; বাদীর বাড়িতে ঢুকে হেলমেটধারী সন্ত্রাসীদের হামলা/ যুগান্তর ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭/ https://www.jugantor.com/news/2017/09/23/157742/

১০০ পুলিশের নির্যাতনে যুবকের মৃত্যু/ মানবজমিন ৩ অক্টোবর ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=85613&cat=9/

১০১ পঞ্চগড়ে বিজিবি'র নির্যাতনে বাংলাদেশির মৃত্যু/ **মানবজমিন ৮ অক্টোবর ২০১৭/** www.mzamin.com/article.php?mzamin=86440&cat=9/

১০২ জয়পুরহাটে পুলিশের পিটুনিতে মৃত্যুর অভিযোগ: পুলিশের গুলি, আহত ৮/ প্রথম আলো ১০ অক্টোবর ২০১৭/ http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2017-10-10/1

১০৩ পুলিশের দাবি হেরোইন পয়জনিং; রংপুরে ডিবির নির্যাতনে যুবকের মৃত্যুর অভিযোগ/ নয়াদিগন্ত ৩০ অক্টোবর ২০১৭/ http://www.enayadiganta.com/news.php?nid=363471

১০৪ বরিশাল পুলিশি হেফাজতে ছাত্রী হত্যা মামলার আসামির মৃত্যু/ নয়াদিগন্ত ১১ ডিসেম্বর ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/275609

১০৫ প্রত্যেককের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে। কাউকে খেয়াল-খুশিমত আটক অথবা গ্রেফতার করা যাবে না। আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট কারণ ও আইনানুগ পদ্ধতি ব্যতীত কাউকে তার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

১০৬ আইনের সামনে প্রত্যেকেরই ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভের অধিকার থাকিবে

১০৭ আইনের আশ্রয়লাভ এবং আইনানুযায়ী ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহারলাভ যে কোন স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষতঃ আইনানুযায়ী ব্যতীত এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না, যাহাতে কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে।

১০৮ আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না।

১০৯ (১) গ্রেপ্তারকৃত কোন ব্যক্তিকে যথাসম্ভব শীঘ্র গ্রেপ্তারের কারণ জ্ঞাপন না করিয়া প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না এবং উক্ত ব্যক্তিকে তাঁহার মনোনীত আইনজীবীর সহিত পরামর্শের ও তাঁহার দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না। (২) গ্রেপ্তারকৃত ও প্রহরায় আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে

রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের একটি হাতিয়ার। গুম মানবতাবিরোধী অপরাধ হওয়া সত্ত্বেও ২০১৭ সালে তা অব্যাহতভাবে ঘটেছে। ভিকটিমদের পরিবার এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা দাবি করেছেন যে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরাই তাঁদের ধরে নিয়ে গেছে এবং এরপর থেকেই তাঁরা গুম হয়েছেন। এই সব ক্ষেত্রে স্পষ্টতই আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের জড়িত থাকার বিষয়ে অনেক প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যও পাওয়া গেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রথমে ধরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করলেও পরবর্তীতে আটক ব্যক্তিটিকে জনসম্মুখে হাজির করছে অথবা কোন থানায় নিয়ে হস্তান্তর করছে বা গুম হওয়া ব্যক্তিটির লাশ পাওয়া গেছে। এছাড়া অনেক ভিক্টিম পরিবার ক্ষমতাসীনদলের কর্মী এবং আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার দ্বারা হুমকি এবং হয়রানির শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। সরকারের উচ্চমহল থেকে প্রতিনিয়ত গুমের বিষয়গুলো অস্বীকার করা হচ্ছে, এমনকি বলা হচ্ছে যে, ভিকটিমরা নিজেরাই আত্মগোপন করে আছেন। অথচ বিভিন্ন তদন্ত প্রতিবেদন থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, গুম বর্তমানে বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে বিদ্যমান এবং অব্যাহত আছে।

সাতক্ষীরা জেলার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুল্লাহ মাহমুদ ৪ জুলাই ২০১৭ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে দাখিল করা একটি তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে, সাতক্ষীরা পুলিশের এসপি মোহাম্মদ আলতাফ হোসেনসহ সাতক্ষীরা সদর থানার দুই পুলিশ কর্মকর্তা মোখলেছুর রহমান জনি নামে একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসককে গ্রেফতার করার পর তাঁকে গুম করার সঙ্গে জড়িত।[১১০]

২৮.গুমের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচারনার পর ২০১৭ সালের অগাস্ট মাস থেকে একটি নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, রাজনীতিক, সাবেক রাষ্ট্রদূত, ব্যবসায়ী, সাংবাদিক ও ছাত্রসহ অনেক ব্যক্তি

নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে গ্রেপ্তারের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে (গ্রেপ্তারের স্থান হইতে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যতিরেকে) হাজির করা হইবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত তাঁহাকে তদতিরিক্তকাল প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না। (৩) এই অনুচ্ছেদের (১) ও (২) দফার কোন কিছুই সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, (ক) যিনি বর্তমান সময়ের জন্য বিদেশী শত্রু, অথবা
(খ) যাঁহাকে নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইনের অধীন গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বা আটক করা হইয়াছে। (৪) নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইন কোন ব্যক্তিকে ছয় মাসের অধিককাল আটক রাখিবার ক্ষমতা প্রদান করিবে না যদি সুপ্রীম কোর্টের বিচারক রহিয়াছেন বা ছিলেন কিংবা সুপ্রীম কোর্টের বিচারকপদে নিয়োগলাভের যোগ্যতা রাখেন, এইরূপ দুইজন এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত একজন প্রবীণ কর্মচারীর সমন্বয়ে গঠিত কোন উপদেষ্টা-পর্ষদ্ উক্ত ছয় মাস অতিবাহিত হইবার পূর্বে তাঁহাকে উপস্থিত হইয়া বক্তব্য পেশ করিবার সুযোগদানের পর রিপোর্ট প্রদান না করিয়া থাকেন যে পর্ষদের মতে উক্ত ব্যক্তিকে তদতিরিক্তকাল আটক রাখিবার পর্যাপ্ত কারণ রহিয়াছে। (৫) নির্বতনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইনের অধীন প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে আটক করা হইলে আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে যথাসম্ভব শীঘ্র আদেশদানের কারণ জ্ঞাপন করিবেন এবং উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে বক্তব্য-প্রকাশের জন্য তাঁহাকে যত সত্বর সম্ভব সুযোগদান করিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় তথ্যাদি-প্রকাশ জনস্বার্থবিরোধী বলিয়া মনে হইলে অনুরূপ কর্তৃপক্ষ তাহা প্রকাশে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতে পারিবেন। (৬) উপদেষ্টা-পর্ষদ কর্তৃক এই অনুচ্ছেদের (৪) দফার অধীন তদন্তের জন্য অনুসরণীয় পদ্ধতি সংসদ আইনের দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

[১১০] ২ মার্চ গুম হয়ে যাওয়া সাতক্ষীরার মোখলেছুর রহমান জনির স্ত্রী জেসমিন নাহার রেশমা সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে তার স্বামীকে ফিরে পাওয়ার জন্য একটি রিট পিটিশন দায়ের করেন। রিট পিটিশনে জেসমিন নাহার রেশমা উল্লেখ করেন, ২০১৬ সালের ৪ অগাস্ট রাত আনুমানিক সাড়ে নয় টায় তাঁর স্বামী মোখলেছুর রহমান জনি অসুস্থ বাবার জন্য ওষুধ কিনতে শহরের রাবনী সিনেমা হল মোড় এলাকায় গেলে সদর থানার এস আই হিমেল তাঁকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। পরে ৫, ৬ ও ৭ অগাস্ট ২০১৬ তিনি ও তাঁর শ্বশুর অন্যান্য স্বজনদের সঙ্গে নিয়ে থানা হাজতে তাঁর স্বামীকে খাবার দেন এবং কথাও বলেন। ঐ সময় তাঁরা তৎকালীন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এমদাদুল হক শেখ ও এস আই হিমেলের সঙ্গে কথা বললে তাঁরা 'ইসলামী চরমপন্থিদের' সঙ্গে জনির সম্পৃক্ততা রয়েছে বলে তাঁদের জানান এবং জনির মুক্তির বিনিময়ে তাঁদের কাছে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করেন। এরপর ৮ অগাস্ট তাঁরা থানায় গেলে জনিকে আর দেখতে পাননি। পুলিশও জনির অবস্থান সম্পর্কে এরপর আর কিছু জানাতে অস্বীকৃতি জানায়।[১১০] এই রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৬ মে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি কাজী রেজা-উল হক ও বিচারপতি মোহাম্মদ উল্লাহর সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ মোখলেছুর রহমান জনির ব্যাপারে ৩ জুলাইয়ের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সাতক্ষীরার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দেশ দেন। সাতক্ষীরা জেলার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুল্লাহ মাহমুদ ৪ জুলাই ২০১৭ একটি তদন্ত প্রতিবেদন হাইকোর্টে দাখিল করেন যেখানে বলা হয়েছে যে, সাতক্ষীরা পুলিশের এসপি মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন এবং সাতক্ষীরা সদর থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইমদাদুল হক শেখ ও সাবেক এসআই হিমেল হোসেন মোখলেছুর রহমান জনি নামে একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসককে গ্রেফতার করার পর তাঁকে গুম করার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তদন্ত প্রতিবেদনে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইমদাদুল হক শেখ ও এসআই হিমেল হোসেন সরাসরি এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত রয়েছেন বলে উল্লেখ আছে। তদন্ত প্রতিবেদনে হাবিবুল্লাহ মাহমুদ বলেন, তদন্ত চলাকালে তদন্তের স্বার্থে ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইন্টিলিজেন্স্ (এনএসআই) এর মহাপরিচালকের কাছে সন্দেভাজন পুলিশ অফিসারদের কল লিস্ট চেয়েও তাঁদের কাছ থেকে কোনো সহযোগিতা পাওয়া যায়নি। তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেট এমন অনেক অভিযোগ পেয়েছেন যেখানে পুলিশ বহু মানুষকে গ্রেফতার করার পর তাঁদের গ্রেফতারের বিষয়টি অস্বীকার করেছে।

হঠাৎ করে ‘নিখোঁজ’ হয়ে যান। এঁদের মধ্যে অনেকে ফিরে আসে এবং কাউকে কাউকে গ্রেফতার দেখানো হয়। ফিরে আসার পর কয়েকজন সংবাদ মাধ্যমে বক্তব্য দেন। তাঁরা যা বলেছেন, তাতে এটা স্পষ্ট হয় যে, একই গোষ্ঠী একই কায়দায় তাঁদের অপহরণ করেছিল। এমনকি তাঁদের অবরুদ্ধ অবস্থার অভিজ্ঞতাও প্রায় একই রকম।[১১১] এই সময়ে অপহরণের পর যাঁরা ফিরে এসেছেন, তাঁদের কাছ থেকে যেটুকু তথ্য পাওয়া গেছে তাতে এটা পরিস্কার যে, অপহরণকারীরা বেশ সংগঠিত এবং মানুষকে ‘নিখোঁজ’ করে রাখার অবকাঠামোও তাদের আছে। এই সব ঘটনার বিবরন থেকে ধরে নেয়া যায় যে, ঘটনার উৎসও একই এবং অপহরনকারীরা একই সংস্থার। এই ঘটনাগুলোর সঙ্গে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কিছু সদস্য জড়িত আছেন বলে অভিযোগ আছে।[১১২]

২৯. এছাড়া আইন প্রয়োগকারী সংস্থার পক্ষ থেকে যখন কোন দাবি করা হয় যে, ‘নিখোঁজ’ হওয়া ব্যক্তিটিকে অনেক দিন পর উদ্ধার করা হয়েছে এবং তাঁকে মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে, তখন এই ব্যাপারটি আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়, যখন পুলিশের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এই বিষয়ে সরাসরি কথা বলেন। ১৪ ডিসেম্বর ঢাকা মহানগর পুলিশের উপকমিশনার বিপ্লব কুমার সরকার ঢাকার শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্টার্ন চিকিৎসকদের এক সভায় বলেন, ‘তাঁরা কাউকে কাউকে তুলে নিয়ে গেলেও কৌশলগত কারণে তা বলতে পারেন না। তিনি ওই হাসপাতালের একজন ইন্টার্ন চিকিৎসক শামীম খানকে উঠিয়ে[১১৩] নিয়ে যাওয়ার ঘটনাটি উল্লেখ করেন। শামীম খানকে ২০১৬ সালের ১ জানুয়ারী তুলে নেয়ার ৩০ ঘন্টা পর তাঁকে অচেতন অবস্থায় পাওয়া যায়।[১১৪]

৩০. ১৮ সেপ্টেম্বর জেনেভায় জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলে ব্যাংকক ভিত্তিক আঞ্চলিক মানবাধিকার সংগঠন ফোরাম এশিয়া (এশিয়ান ফোরাম ফর হিউম্যান রাইটস এন্ড ডেভেলপমেন্ট) এবং জেনেভা ভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন ওএমসিটি এর পক্ষ থেকে হিউম্যান রাইটস কাউন্সিলের ৩৬তম সেশনে এক যৌথ বিবৃতি পাঠ করা হয়। সেখানে বলা হয় যে, বাংলাদেশে গুমের ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। গুম হওয়া ব্যক্তিদের বেশীরভাগই বিরোধী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও ভিন্ন মতাবলম্বী। বাংলাদেশে ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার কথা। আশংকার বিষয় হচ্ছে যে, এই নির্বাচনকে সামনে রেখে গুমের ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভবনা রয়েছে।[১১৫]

৩১. গুম হওয়া ব্যক্তিদের স্বজনরা সম্পত্তি ও ব্যাংক লেনদেনের ক্ষেত্রে আইনি জটিলতার সম্মুখিন হচ্ছেন। ফলে তাঁরা অর্থনৈতিক সমস্যাসহ বিভিন্ন সমস্যা মোকাবেলা করছেন। এছাড়া গুম হওয়া ব্যক্তিদের স্বজনরা তাঁদের ফেরত পাওয়ার জন্য কর্মসূচি পালন করতে যেয়ে সরকার কর্তৃক বাধার সম্মুখিন হয়েছেন।

● ৭ জুন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেত্রী কল্পনা চাকমার গুম হওয়ার ২১তম বার্ষিকী উপলক্ষে খাগড়াছড়ি শহরে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের বিক্ষোভ মিছিলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা বাধা দেয় এবং ২১ জনকে পুলিশ আটক করে নিয়ে যায়।[১১৬] ● গুম হওয়ার পর ফেরৎ আসা কবি ও প্রাবন্ধিক ফরহাদ মজহার ৯ ডিসেম্বর এক সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেন, ৩ জুলাই ভোরে ঔষধ কেনার জন্য শ্যামলীতে অবস্থিত তাঁর ফ্ল্যাট থেকে বাইরে বের হলে তাঁকে সাদা পোশাকের লোকজন তুলে নিয়ে যায় এবং খুলনা-যশোর সীমান্ত দিয়ে সীমান্তের ওপারে নেয়ার চেষ্টা করে। এরপর তাঁকে র‍্যাব উদ্ধার

---

[১১১] অপহরণকারীরা কেন ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যাবে?/ প্রথম আলো, ২৩ ডিসেম্বর ২০১৭; http://www.prothomalo.com/opinion/article/1392571/

[১১২] চাপা কান্না, অসমাপ্ত বাক্যে ভয়ের ছাপ/ প্রথম আলো ২৩ ডিসেম্বর ২০১৭/

[১১৩] চট্টগ্রামের নৌবাহিনীর একটি ঘাঁটির মসজিদে বোমা হামলার সঙ্গে জড়িত দুইজনকে ডাঃ শামীম মেডিকেলের ছাত্রবাসে আশ্রয় দিয়েয়েছিলেন এমন অভিযোগের ভিত্তিতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে যায়।

[১১৪] বিশ্বায়নের কাল; গুমের স্বীকারোক্তি/ প্রথম আলো ১৭ ডিসেম্বর ২০১৭/ www.prothom-alo.com/opinion/article/1388741/

[১১৫] https:\\www.forum-asia.org/?p=24796

[১১৬] খাগড়াছড়িতে পাহাড়ি নারীদের মিছিলে বাধা, লাঠিপেটা, ভাঙচুর/ প্রথম আলো ৮ জুন ২০১৭/ http://www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1209546/

করলে একদল সাদা পোশাকের লোক বন্দুক তুলে তাঁর উদ্ধারকারী র‍্যাব সদস্যদের শাসিয়ে তাঁকে ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করলে দুই পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড তর্কাতর্কি হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর স্ত্রী ফরিদা আখতার অভিযোগ করেন, দেশের নাগরিক হিসেবে নিরাপত্তা পাওয়া তাঁদের অধিকার। সেই অধিকার চাইতে গিয়ে তাঁদেরকে পাল্টা মামলার মুখোমুখি হতে হচ্ছে।[১১৭] ২৮ ডিসেম্বর ফরহাদ মজহার ও তাঁর স্ত্রী ফরিদা আক্তারের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা পুলিশ মিথ্যা তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত ও হয়রানির অভিযোগে দণ্ডবিধি ২১১ ও ১০৯ ধারায় মামলা দায়ের করে।[১১৮] ৩১ ডিসেম্বর ঢাকা মহানগর হাকিম সুব্রত ঘোষ ২০১৮ সালের ৩০ জানুয়ারি ফরহাদ মজহার ও ফরিদা আক্তারকে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন।[১১৯] ● সাবেক রাষ্ট্রদূত এবং অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা এম মারুফ জামান গত ৪ ডিসেম্বর থেকে 'নিখোঁজ' রয়েছেন। তাঁর বড় মেয়ে শবনম জামান এর ভাষ্যমতে, মারুফ জামান নিজে গাড়ি চালিয়ে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে বিদেশ ফেরত ছোট মেয়েকে আনতে যেয়ে 'নিখোঁজ' হন। শবনম জামান বলেন, ঐ দিনই সন্ধ্যার পরে তিনজন লম্বা, সুঠামদেহী লোক তাঁর বাসায় এসে পুরো বাসা তল্লাশী করে এবং তাঁর ল্যাপটপ, বাসার কম্পিউটারের সিপিইউ, ক্যামেরা ও স্মার্টফোন নিয়ে যায়। এই ব্যাপারে ৫ ডিসেম্বর ধানমন্ডি থানায় তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে একটি সাধারণ ডায়েরি করা হয়। এখনও পর্যন্ত তাঁর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।[১২০]

৩২.২০১৭ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৮৬ জনকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে তাঁদের গুম হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এঁদের মধ্যে ৯ জনের লাশ পাওয়া গেছে এবং ৪৫ জনকে গুম করার পর পরবর্তীতে তাঁদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে এবং ১৬ জনকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এখনও পর্যন্ত বাকি ১৬ জনের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

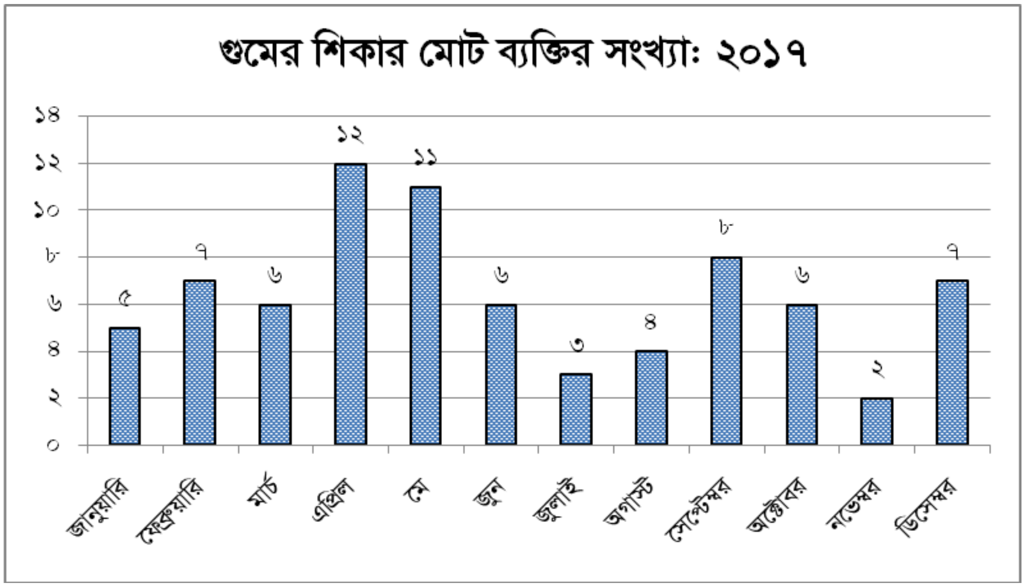

[১১৭] আমরা সুবিচার চাই: গুম অপহরণ বন্ধ হোক/ চিন্তা ডট কম, ৯ ডিসেম্বর ২০১৭/ http://chintaa.com/index.php/blog/showAerticle/349

[১১৮] ফরহাদ মজহার ও তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রসিকিউশন মামলা/ নয়াদিগন্ত ২৯ ডিসেম্বর ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/280348

[১১৯] ফরহাদ মজহার দম্পতিকে আদালতে হাজিরের নির্দেশ/ যুগান্তর ১ জানুয়ারি ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/second-edition/1731/

[১২০] অধিকার এর প্রাপ্ত তথ্য

৩৩.২০১৭ সালে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য পরিচয় দিয়ে ৭ জানুয়ারি ঢাকা থেকে মোহাম্মদ হাসানকে[১২১], ১৩ জানুয়ারি রংপুর জেলা থেকে শফিকুল ইসলাম মধুকে [১২২], ২২ মার্চ ঝিনাইদহ থেকে ইমরুল হোসেন, ইব্রাহিম গাজী, রেজাউল ইসলাম, আলম খানকে[১২৩], ২৪ মার্চ চট্টগ্রাম জেলা থেকে এস এম শফিকুর রহমান এবং তাঁর দুই শ্যালক মো. হাসান তারেক ও মোয়াজ্জেম হোসেন সাথীকে[১২৪], ২৭ মার্চ রাজশাহী জেলা থেকে আব্দুল কুদ্দুসকে[১২৫], ৬ মে ঝিনাইদহ থেকে ইমন হোসেনকে,[১২৬] ৯ জুন নরসিংদি জেলা থেকে মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান নাহিদকে[১২৭], ১৭ জুলাই বাগেরহাট থেকে মোহাম্মদ সোহেল খানকে[১২৮], ১৮ জুলাই রাজশাহী থেকে আবদুল্লা ফারুক রাহিদকে[১২৯], ২৫ অক্টোবর ঝিনাইদহ থেকে রবিউল ইসলাম রবিকে[১৩০] ধরে নিয়ে যাওয়ার পর এখন পর্যন্ত তারা ফিরে আসেননি।

৩৪.এছাড়াও গুম হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে পরবর্তীতে যাঁদের লাশ পাওয়া গেছে, তাঁরা হলেন- নারায়ণগঞ্জ জেলার মোহাম্মদ হানিফ মৃধা[১৩১], চট্টগ্রাম জেলার নুরুল আলম নুরু[১৩২], কুষ্টিয়া জেলার রফিকুল ইসলাম[১৩৩], যশোর জেলার মইদুল ইসলাম ওরফে রানা এবং আলিমুদ্দিন[১৩৪], চুয়াডাঙ্গা জেলার মোহম্মদ আরজুল্লাহ[১৩৫], নোয়াখালী জেলার মোহাম্মদ আলম[১৩৬], ঢাকার রামপুরার সাদ্দাম এবং গাজীপুর জেলার টঙ্গীর আল আমিন।[১৩৭]

---

[১২১] হেফাজতে রেখে 'নিখোঁজ' হাসানকে খুঁজছে ডিবি/ প্রথম আলো ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1085045/

[১২২] রংপুরে ২৪ দিনেও সন্ধান মেলেনি অপহৃত মধুর/ মানবজমিন ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=52528&cat=9/

[১২৩] ৪ জেলায় ১২ জনকে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ/ প্রথম আলো ৩১ মার্চ ২০১৭

[১২৪] ডিবি পরিচয়ে তিনজনকে অপহরণ চট্টগ্রামে/ বাংলাদেশ প্রতিদিন ৩১ মার্চ ২০১৭/http://www.bd-pratidin.com/last-page/2017/03/31/219234

[১২৫] *অধিকারএর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জেলার মানবাদিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন/

[১২৬] ঝিনাইদহে তিন দিনে নিখোঁজ ৯/ প্রথম আলো ১৮ মে ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1184506/

[১২৭] নরসিংদীতে ছাত্রদল নেতাকে ফিরিয়ে দেয়ার দাবি/ যুগান্তর ১১ জুন ২০১৭/ www.jugantor.com/bangla-face/2017/06/11/131768/

[১২৮] বাগেরহাটে যুবলীগ নেতাকে অপহরণের অভিযোগ/ মানবজমিন ২০ জুলাই ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=74822&cat=9/

[১২৯] র‍্যাব পরিচয়ে শিক্ষার্থীকে তুলে নেওয়ার অভিযোগ/ বাংলাদেশ প্রতিদিন ২৩ জুলাই ২০১৭/ http://www.bd-pratidin.com/news/2017/07/23/249934

[130] র‍্যাব পরিচয়ে তুলে নেয়া ঝিনাইদহের এনজিও কর্মকর্তা নিখোঁজ/ যুগান্তর ১০ নভেম্বর ২০১৭/ https://www.jugantor.com/city/2017/11/10/170545/

[১৩১] ছেলেকে পেতে মায়ের আর্তি/ প্রথম আলো ২১ মার্চ ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1115032/

[১৩২] কর্ণফুলীর তীরে ছাত্রদল নেতার গুলিবিদ্ধ লাশ/ মানবজমিন ৩১ মার্চ ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=59615&cat=2/

[১৩৩] ডিবি পরিচয়ে তুলে নেওয়ার অভিযোগ পরিবারের; কুষ্টিয়ায় 'বন্দুকযুদ্ধে' একজন নিহত/ প্রথম আলো ৩০ মার্চ ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1127041/

[১৩৪] আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পরিচয়ে তুলে নেওয়ার পর মিলছে লাশ: ঝিনাইদহে 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত ২/ প্রথম আলো ১ জুন ২০১৭

[১৩৫] আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পরিচয়ে তুলে নেওয়ার পর মিলছে লাশ: ঝিনাইদহে 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত ২/ প্রথম আলো ১ জুন ২০১৭/ http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2017-06-01/20

[১৩৬] তুলে নেওয়া যুবদল নেতা 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত/ প্রথম আলো ২৫ অগাস্ট ২০১৭ এবং *অধিকারএর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নোয়াখালীর মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[১৩৭] Banani Murder: Two suspects shot dead/ ডেইলি স্টার ৯ ডিসেম্বর ২০১৭/ http://www.thedailystar.net/frontpage/banani-murder-two-suspects-shot-dead-1502347

চট্টগ্রামে কর্ণফুলীর তীরে গুমের শিকার ছাত্রদল নেতা নূরুল আলমের লাশ (ইনসেটে নূরুল আলম)।

ছবিঃ নয়া দিগন্ত, ৩১ মার্চ ২০১৭

৩১ মে ফেনী জেলায় গুম হয়ে যাওয়া যুবদল নেতা মাহাবুবুর রহমান রিপনের পরিবার মানববন্ধন ও সমাবেশের মধ্যে দিয়ে রিপনকে ফিরে পাবার দাবি জানায়। ছবি: অধিকার

গুমের শিকার ব্যক্তিদের স্মরণে আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষ্যে খুলনায় অধিকার এর র‍্যালি। ছবি: অধিকার, ৩০ অগাস্ট ২০১৭

ঘ. গণপিটুনিতে মৃত্যু

৩৫. জীবনের নিরাপত্তা সংক্রান্ত সাংবিধানিক সুরক্ষা এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সনদের ৬ অনুচ্ছেদে বর্ণিত থাকার পরও অনেকেরই গণপিটুনিতে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা কমে যাওয়া, আইনের সঠিক প্রয়োগের অভাবে এবং পুলিশের প্রতি বিশ্বাস ও সামাজিক অস্থিরতার কারণে দেশে প্রতি বছরই অপরাধী সন্দেহে গণপিটুনি দিয়ে মানুষদের হত্যা করা হচ্ছে। ২০১৭ সালেও গণপিটুনি দিয়ে ৪৭ জনকে হত্যা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ- ঢাকার খিলগাঁওয়ে মোহাম্মদ মানিক,[১৩৮] জামালপুরে নবীন,[১৩৯] গাজীপুরের কালিয়াকৈরে সাগর মিয়া[১৪০] গণপিটুনিতে নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

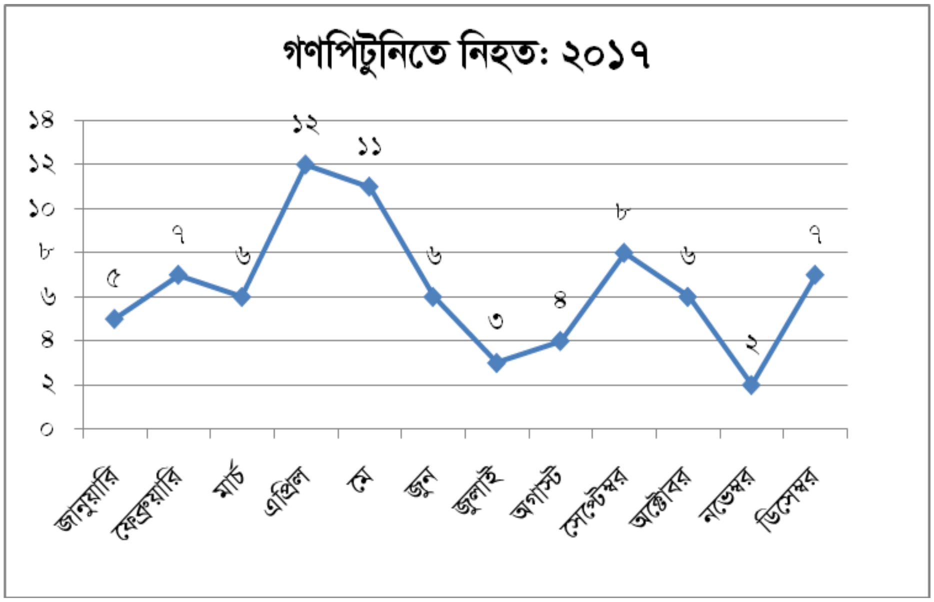

ঙ. মতপ্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ এবং নিবর্তনমূলক আইন

৩৬. মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় সরকার ও সরকারদলীয় নেতাকর্মীদের হস্তক্ষেপ ব্যাপক রূপ নেয় ২০১৭ সালে। সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি বা তাঁদের পরিবারের সমালোচনাকারীসহ সরকারের বিরুদ্ধে যায় এমন যে কোন তথ্য প্রকাশের ফলশ্রুতিতে কথিত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩), বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ প্রয়োগ করা হয়েছে। এছাড়া রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দিয়েও অনেককে গ্রেফতার করা হয়েছে। সংবাদমাধ্যমগুলোতেও সরকারের হস্তক্ষেপ অব্যাহত ছিল। সংবাদমাধ্যমগুলো, বিশেষতঃ ইলেকট্রনিক মিডিয়া সরকার এবং তাদের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মালিকানা দিয়ে তাদের মাধ্যমে সেটা নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং বিরোধীদলের সমর্থক হিসেবে পরিচিত মিডিয়া আমার দেশ পত্রিকা, দিগন্ত টিভি এবং ইসলামিক টিভি ২০১৩ সাল থেকে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ফলে ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলোতে সরকারের অনুকূলে সংবাদ ও টকশো প্রচারিত হয়েছে পুরো ২০১৭ সাল জুড়ে।

---

[১৩৮] নিউএজ, ২ মার্চ ২০১৭/ http://www.newagebd.net/article/10250/youth-killed-in-mob-beating

[১৩৯] ডেইলি স্টার, ৮ জানুয়ারি ২০১৭/ http://www.thedailystar.net/country/cow-lifter-beaten-death-1341832

[১৪০] গণপিটুনিতে গরু চোর নিহত; পুলিশ কর্মকর্তা প্রত্যাহার/ যুগান্তর ৭ এপ্রিল ২০১৭/ http://ejugantor.com/2017/04/07/7/details/7_r3_c3.jpg

এছাড়া অনেক সংবাদ মাধ্যম সরকারের চাপে সেল্ফ সেন্সরশিপ করতে বাধ্য হয়েছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। অনলাইন সংবাদমাধ্যমকে সম্প্রচার কমিশনের অধীনে এনে নিবর্তনমূলক ‘জাতীয় অনলাইন গণমাধ্যম নীতিমালা ২০১৭’ এর খসড়া অনুমোদন করা হয়েছে, যার ১৯ ধারা লঙ্ঘন করলে অনধিক সাত বছরের কারাদণ্ড এবং ৫ কোটি টাকা অর্থদণ্ড করা যাবে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে।[১৪১] এছাড়াও পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে সরকারিদলের সমর্থক দুর্বৃত্তদের হামলায় সাংবাদিকদের নিহত বা আহত হওয়ার ঘটনা এবং সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে তাঁদের গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানোর মত ঘটনা ঘটেছে।

● নাটোর জেলার লালপুরে ফেসবুকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পিতা ও সাবেক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান সর্ম্পকে কটুক্তি করার অভিযোগে সাগর আহম্মেদ (২২) নামে এক যুবকের বিরুদ্ধে ১৭ অগাস্ট লালপুর থানায় ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া ১৬ ধারায়[১৪২] মামলা দায়ের করা হয় এবং তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।[১৪৩] ● চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলাসহ ছয়টি উপজেলায় এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ‘বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়’ বিষয়ে পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পিতা ও সাবেক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে বাঁশখালীর কয়লাবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণবিরোধী[১৪৪] সংগঠক ও বিএনপি নেতা লিয়াকত আলীর তুলনা করে প্রশ্নপত্র তৈরী করে পরীক্ষা নেয়ার অভিযোগ উঠলে ১৩ জন শিক্ষকের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহীতার মামলা দায়ের করা হয়।[১৪৫] ● ১৭ মে ঝালকাঠি-১ আসনের ক্ষমতাসীনদল আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য বজলুল হক হারুণ সম্পর্কে গণমাধ্যমে তার বিরুদ্ধে প্রকাশিত সংবাদ ফেইসবুকে শেয়ার ও লাইক দিলে দৈনিক বরিশাল প্রতিদিন পত্রিকার কাঁঠালিয়া প্রতিনিধি এইচ এম বাদলকে আওয়ামী লীগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাঁঠালিয়া উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান গোলাম কিবরিয়া শিকদার ও তার সহযোগীরা রড দিয়ে পিটিয়ে গুরুতর জখম করে।[১৪৬] ● প্রধানমন্ত্রীর বোনের মেয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে লেবার দলীয় সংসদ সদস্য টিউলিপ সিদ্দিকীকে নিয়ে সমলোচনা করার অভিযোগে আমার দেশ পত্রিকার ভারপাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানের বিরুদ্ধে সারা দেশে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা রাষ্ট্রদ্রোহিতার ৫টি, মানহানীর ১৯টি এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে ৬টি মোট ৩০টি মামলা দায়ের ও ৩টি সাধারণ ডায়েরী করেছে।[১৪৭]

নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩)

৩৭. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০১৭ সালে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) ৩২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি ও তাঁদের পরিবারের বিরুদ্ধে ফেসবুকে পোস্ট দেবার কারণে এঁদের গ্রেফতার করা হয়।

৩৮. ২০১৭ সাল জুড়ে মানবাধিকার কর্মী ও সাংবাদিকরা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) বাতিলের দাবি করেছেন। অবশেষে সরকার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৪, ৫৫, ৫৬ ও ৫৭ ধারা বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয়। তবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের পরিবর্তে নতুন ডিজিটাল

---

[১৪১] আইন ভঙ্গ করলে ৭ বছর জেল ৫ কোটি টাকা জরিমানা/ বাংলাদেশ প্রতিদিন ২০ জুন ২০১৭/ http://www.bd-pratidin.com/first-page/2017/06/20/241437

[১৪২] উল্লেখ্য ১৯৯১ সালে জাতীয় সংসদে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৬, ১৭, ১৮ ধারা তিনটি বিলুপ্ত করা হয়।[১৪২] অথচ পুলিশ সাগর আহম্মেদের বিরুদ্ধে এই ধারায় মামলা নিয়েছে।

[১৪৩] বঙ্গবন্ধুকে ‘কটূক্তি’; গ্রেপ্তারের পর যুবক কারাগারে/ প্রথম আলো ১৯ অগাস্ট ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1294341/

[১৪৪] বাঁশখালীতে পুলিশের গুলি; নিহত ৫/ যুগান্তর ৫ এপ্রিল ২০১৬/ www.jugantor.com/first-page/2016/04/05/23092/

[১৪৫] বাঁশখালীতে বঙ্গবন্ধুকে অবমাননা; রাষ্ট্রদ্রোহের মামলায় ১৩ শিক্ষক কারাগরে/ যুগান্তর ২৪ অগাস্ট ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1300331/

[১৪৬] প্রসঙ্গ রেইনট্রি হোটেল; কাঁঠালিয়ায় সাংবাদিক পেটালেন উপজেলা চেয়ারম্যান/ যুগান্তর ১৮ মে ২০১৭/ www.jugantor.com/news/2017/05/18/125553/

[১৪৭] *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য

নিরাপত্তা আইনের যে খসড়া সরকার তৈরি করেছে, তাতে এই চার ধারা থাকবে বলে জানা গেছে। ফলে প্রয়োগিক দিক থেকে এর কোন পরিবর্তন হবে না এবং তা সামাজিক মাধ্যমে মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে আগের মতই খর্ব করবে।

৩৯.৪ ফেব্রুয়ারি আরমান সিকদার[১৪৮], ৫ ফেব্রুয়ারি হাবুল খলিফা[১৪৯], ১৯ মার্চ মোহাম্মদ বেলাল হোসেন[১৫০], ৫ এপ্রিল সুমন হোসেন[১৫১], ১৭ এপ্রিল মনিরুল ইসলাম[১৫২], ২২ মে মাকসুদা আক্তার সুমি[১৫৩], ১২ জুন গোলাম মোস্তফা রফিক[১৫৪], ৯ অগাস্ট লেনিন খান[১৫৫], ২৬ সেপ্টেম্বর রায়হান[১৫৬], ১৪ অক্টোবর রাশিকুল ইসলাম[১৫৭], ২৯ অক্টোবর মোদাচ্ছেরুল হকসহ[১৫৮] মোট ৩২ জনকে পুলিশ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে গ্রেফতার করে।

৪০.তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে অনেক সাংবাদিক ও শিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং তাঁদের গ্রেফতারও করা হয়েছে।

• ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক আফসান চৌধুরীর বিরুদ্ধে ফেসবুকে অসত্য বক্তব্য দেয়ার অভিযোগ এনে অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল মাসুদউদ্দিন চৌধুরী ৭ জুন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে মামলা দায়ের করেন।[১৫৯] • জাতীয় সংসদের স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য রুস্তম আলী ফরাজীর বিষয়ে প্রকাশিত সংবাদ ফেসবুকে শেয়ার করার অভিযোগে ৭ জুলাই দৈনিক সকালের খবরের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক আজমল হকের বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে মামলা দায়ের করা হয়[১৬০]। • আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য মেজর (অব.) রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম সর্ম্পকে নেতিবাচক সংবাদ প্রকাশ করার অভিযোগে চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ উপজেলা প্রথম আলোর প্রতিনিধি মোহাম্মদ শাহজাহান ও মুক্তিযোদ্ধা মোজাম্মেল হায়দার চৌধুরীর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে ৯ জুলাই মামলা দায়ের করেন।[১৬১] • ১২ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ফাহমিদুল হকের বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে মামলা দায়ের করা হয়[১৬২]। • ৪ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্পর্কে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে

---

[১৪৮] প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য বিকৃত করার অভিযোগে ছাত্র মৈত্রীর নেতা গ্রেফতার/ নয়াদিগন্ত ৬ ফেব্রুয়ারী ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/193544

[১৪৯] গৌরনদীতে যুবদল কর্মী গ্রেপ্তার/ মানবজমিন ৭ ফেব্রুয়ারী ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=52388&cat=9/

[১৫০] Bhola imam held for Facebook post/ঢাকা ট্রিবিউন ২০ মার্চ ২০১৭/ http://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/2017/03/19/bhola-imam-held-facebook-post/

[১৫১] লক্ষীপুরে প্রধানমন্ত্রী ও বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কটূক্তি, গ্রেপ্তার ১/ মানবজমিন ৬ এপ্রিল ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=60335&cat=9/

[১৫২] ফেসবুকে কটূক্তি; সাতগাঁও রাবার বাগান কর্মকর্তার বিরুদ্ধে রিমান্ড আবেদন/ মানবজমিন ১৮ এপ্রিল ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=61899&cat=9/

[১৫৩] দিনাজপুরে প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে মন্তব্য করায় ফেসবুক ইউজার আটক/ নয়াদিগন্ত ২৩ মে ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/222271

[১৫৪] আইসিটি আইনে মামলা: হবিগঞ্জ প্রেসক্লাবের সভাপতি গ্রেপ্তার/ প্রথম আলো ১৩ জুন ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1215846/

[১৫৫] ছাত্রদল নেতা গ্রেপ্তার/ প্রথম আলো, ১১ অগাস্ট ২০১৭/ http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2017-08-11/5

[১৫৬] ফেসবুকে আপত্তিকর স্ট্যাটাস দেয়ায় ছাত্রদল কর্মী গ্রেপ্তার/ মানবজমিন ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=85027&cat=9/

[১৫৭] প্রধানমন্ত্রীকে কটূক্তি যুবক গ্রেপ্তার/ মানবজমিন, ১৬ অক্টোবর ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=87640&cat=9/

[১৫৮] ৫৭ ধারায় মামলায় বিএনপি নেতা গ্রেফতার/ বাংলাদেশ প্রতিদিন ৩০ অক্টোবর ২০১৭/ http://www.bd-pratidin.com/countryvillage/2017/10/30/276415

[১৫৯] আফসান চৌধুরীর বিরুদ্ধে আইসটি আইনে মামলা/ যুগান্তর ৮ জুন ২০১৭/ www.jugantor.com/city/2017/06/08/130861/

[১৬০] প্রথম আলো ১২ জুলাই ২০১৭/ http://www.thedailystar.net/city/journalist-helal-facing-case-under-ict-act-gets-hc-bail-1431952

[১৬১] ৫৭ ধারায় প্রথম আলোর হাজীগঞ্জ প্রতিনিধিসহ দুজনের বিরুদ্ধে মামলা/ প্রথম আলো ১১ জুলাই ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1246321/

[১৬২] ৫৭ ধারা বাতিল চেয়ে রিটকারী শিক্ষকের বিরুদ্ধেই ৫৭ ধারায় মামলা/ প্রথম আলো ১৪ জুলাই ২০১৭/ http://www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1251566/

"আপত্তিকর" স্ট্যাটাস দেয়ার অভিযোগে কুড়িগ্রাম জেলার আবদুল জব্বার কলেজের অধ্যক্ষ মাহবুবুর রহমানের বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে মামলা দায়ের করা হয়[১৬৩] এবং ● চট্টগ্রাম বন্দরে লস্কর[১৬৪] নিয়োগে অনিয়ম নিয়ে নৌ পরিবহন মন্ত্রী শাজাহান খানের বিরুদ্ধে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেয়ার অভিযোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. আসিফ নজরুলের বিরুদ্ধে ২৭ নভেম্বর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারায় মামলা দায়ের করা হয়।[১৬৫] ● এছাড়া ফেসবুকে লাইক দেয়ায় কারণে মুন্সীগঞ্জে অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মী, মাইটিভির সাবেক জেলা প্রতিনিধি শেখ মোহাম্মদ রতনকে পুলিশ গ্রেফতার করে। ● কুষ্টিয়ায় অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মী ও বাংলাভিশন এর কুষ্টিয়া জেলা প্রতিনিধি হাসান আলী এবং দৈনিক কুষ্টিয়া দর্পণ এর স্টাফ রিপোর্টার আসলাম আলীর নামে পুলিশের কথিত সোর্স হাসিবুর রহমান রিজু মিথ্যা আইডি খুলে আপত্তিকর পোস্ট দেয় বলে অভিযোগ রয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে হাসান আলী এবং আসলাম আলী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের মামলায় কারাগারে আটক ছিলেন।[১৬৬]

সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা

৪১. *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী ২০১৭ সালে ১ জন নিহত, ২৪ জন সাংবাদিক আহত, ৯ জন লাঞ্ছিত, ১১ জন হুমকির সম্মুখীন এবং ৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।

● ৫ জানুয়ারি রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছু ছাত্রদের হয়রানী সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করতে গেলে জাগো নিউজের প্রতিনিধি সজীব হোসাইনকে মারধর করে আওয়ামীলীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা।[১৬৭] ● ২৬ জানুয়ারি তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ-বিদ্যুৎ ও বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির ডাকা হরতাল চলাকালে সংবাদ সংগ্রহের সময় ঢাকার শাহবাগে এটিএন নিউজের ক্যামেরাপার্সন আবদুল আলিম এবং রিপোর্টার ইহসান বিন দিদারকে পুলিশ পেটায় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।[১৬৮]

তেল-গ্যাস খনিজসম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা কমিটির ডাকা হরতালে শাহবাগে এটিএন নিউজের ক্যামেরাপার্সন আব্দুল আলিমকে বেধড়ক পেটাচ্ছে পুলিশ। ছবিঃ যুগান্তর, ২৭ জানুয়ারি ২০১৭

---

[১৬৩] প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে আপত্তিকর স্ট্যাটাস অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে মামলা/ প্রথম আলো ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1314581/

[১৬৪] বন্দরে জাহাজ ভিরলে যারা জাহাজকে জেটির সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধে ।

[১৬৫] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মাদারীপুরের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন।

[১৬৬] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কমীদের পাঠানো প্রতিবেদন।

[১৬৭] দি ডেইলি স্টার, ৭ জানুয়ারি ২০১৭/ http://www.thedailystar.net/city/bcl-men-beat-journo-rokeya-university-1341628

[১৬৮] সাংবাদিককে পুলিশের বেধড়ক পিটুনি/ মানবজমিন ২৭ জানুয়ারি ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=50934&cat=2/এবং নিরুত্তাপ হরতালে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ/ যুগান্তর ২৭ জানুয়ারি ২০১৭/ www.jugantor.com/first-page/2017/01/27/96496

● ৩ ফেব্রুয়ারি সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর পৌরসভার মেয়র ও জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক হালিমুল হক মিরুর গুলিতে সাংবাদিক ও অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মী আবদুল হাকিম শিমুল নিহত হন।[১৬৯] ● ৭ এপ্রিল মাদারীপুর জেলার কালকিনি উপজেলায় দৈনিক যায়যায়দিন পত্রিকার কালকিনি প্রতিনিধি শহিদুল ইসলাম নির্বাচনী প্রচারনার ছবি তুলতে গেলে তাঁর ওপর আওয়ামী লীগ সমর্থিত চেয়ারম্যান প্রার্থী বাদল তালুকদার ও তাঁর সমর্থকরা হামলা চালায় এবং তাঁর কাছ থেকে মোবাইল ফোন ও ক্যামেরা কেড়ে নিয়ে গাছের সঙ্গে বেঁধে তাঁকে পেটায়।[১৭০] ● ১০ জুলাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ডেইলি স্টারের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি এবং গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষর্থী আরাফাত রহমানকে তাঁর পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ নেতা সাইফুল ইসলাম বিজয়সহ নেতাকর্মীরা মারধর করে।[১৭১] ● ৫ ডিসেম্বর রংপুর জেলার গঙ্গাচড়ায় কালভার্ট নির্মাণে অনিয়মের সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে গঙ্গাচড়া প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও দৈনিক মায়বাজারের প্রতিনিধি বাবুল মিয়াকে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে বড়বিল ইউনয়নের ৮ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য আবুল হোসেন খোকন।[১৭২] ● ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস উপলক্ষে কিশোরগঞ্জ জেলার হোসেনপুরে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা সড়কে প্রকাশ্যে রামদা, চাপাতি প্রভৃতি দেশীয় অস্ত্র নিয়ে শোভাযাত্রা বের করলে চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের কিশোরগঞ্জ জেলা প্রতিনিধি সুলতান মাহমুদ কনিক ও ক্যামেরাপারসন আলম ফয়সাল ঘটনাটি ভিডিও করতে থাকেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা তাঁদের দুজনের ওপর হামলা করে তাঁদের পিটিয়ে আহত করে।[১৭৩]

চ. কারাগারের অবস্থা

৪২.২০১৭ সালে ৫৮ জন কারাবন্দি কারাগারে 'অসুস্থ' হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন।

৪৩.কারাগারে মৃত্যুর ব্যাপারে কোন প্রতিকার না হওয়ায় প্রায় একই ধারা অব্যাহত ছিল ২০১৭ সালেও। কারাগারে চিকিৎসা ব্যবস্থার অপ্রতুলতা এবং রিমাণ্ডে নিয়ে নির্যাতনের পর গুরুতর অসুস্থ হয়ে কারাগারে যাওয়ার পর কারা কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসার অভাবে কারাবন্দিরা মৃত্যুবরণ করছেন বলে অনেক দিন ধরেই অভিযোগ রয়েছে। ২০১৭ সালে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীদের গ্রেফতার এবং ঢাকা শহরে ডিএমপি অধ্যাদেশের অপব্যবহারের কারণে দেশের সবক'টি কারাগারে ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত বন্দি ছিল বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। মাত্রাতিরিক্ত বন্দি সামলাতে কারা কর্তৃপক্ষকে মারাত্মক সমস্যার সম্মুখিন হতে হয়। কারা অধিদফতর সূত্রে জানা গেছে, দেশের ৬৮টি কারাগারে বন্দির ধারণ ক্ষমতা রয়েছে ৩৬,৬১৪ জনের। এর মধ্যে পুরুষ বন্দির ধারণ ক্ষমতা ৩৪,৯৪০ জন আর মহিলা বন্দির ধারণ ক্ষমতা ১৬৭৪। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী কারাগারে ৭৯,২৮০ বন্দি ছিল, এরমধ্যে ৫৯,১৮৪ জন পুরুষ হাজতী ও ২৩৯৫ জন মহিলা হাজতী রয়েছে। এছাড়া ১৭,১০৪ জন পুরুষ সাজাপ্রাপ্ত বন্দি ও ৫৯৮ জন মহিলা সাজাপ্রাপ্ত বন্দি রয়েছে।[১৭৪] বন্দিদের স্বজনরা পিসিতে[১৭৫] বাজারমূল্যের থেকে অনেক বেশি দামে

---

[১৬৯] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সিরাজগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন।

[১৭০] মাদারীপুরে গাছের সাথে সাংবাদিককে বেঁধে নির্যাতন/ বাংলাদেশ প্রতিদিন ৯ এপ্রিল ২০১৭/ http://www.bd-pratidin.com/country/2017/04/09/221981

[১৭১] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজশাহীর মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন এবং রাবি ছাত্রলীগের কাণ্ড; বাস ভাঙচুরের ছবি তোলায় সাংবাদিককে বেধড়ক মারধর/ যুগান্তর ১১ জুলাই ২০১৭/ www.jugantor.com/news/2017/07/11/138568/

[১৭২] সাংবাদিককে পেটালো আওয়ামী লীগ নেতা/ মানবজমিন ৬ ডিসেম্বর ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=94952&cat=9/

[১৭৩] হোসেনপুরে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের হামলায় দুই সাংবাদিক আহত/ নয়াদিগন্ত ১৭ ডিসেম্বর ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/277148

[১৭৪] http://www.prison.gov.bd/

[১৭৫] বন্দিদের নিজস্ব টাকা যা কারাগারে জমা থাকে। এই টাকা দিয়ে বন্দিরা কারাগারে খাবারসহ অন্যান্য জিনিষ কেনাকাটা করতে পারেন।

খাবার কিনে খেতে হয় বলেও অভিযোগ করেছেন।[১৭৬] অতিরিক্ত বন্দির কারণে কারাবন্দিদের জায়গার অভাবে ঘুমাতে অসুবিধা হয় এবং তাঁরা ডাক্তার কম থাকায় চিকিৎসার সুবিধা থেকেও বঞ্চিত হচ্ছেন বলে জানা গেছে।

ছ. উচ্চ আদালতে বিডিআর বিদ্রোহের মামলার রায়

৪৪.২০১৭ সালের ২৭ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি মোহাম্মদ শওকত হোসেন চৌধুরী, বিচারপতি মোহাম্মদ আবু জাফর সিদ্দিকী এবং বিচারপতি মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম তালুকদারের সমন্বয়ে গঠিত তিন সদস্যের বেঞ্চ পিলখানা বিডিআর বিদ্রোহ[১৭৭] মামলার ডেথ রেফারেন্স ও আপিলের চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করে। বিচারিক আদালত আগে এই মামলার সাড়ে আটশ' অভিযুক্তদের মধ্যে ১৫২ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেয়। হাইকোর্ট ১৫২ জনের মধ্যে ১৩৯ জনের মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখে এবং ১৮৫ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়। বিচারিক আদালতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পাওয়া আওয়ামী লীগ নেতা তোরাব আলীকে এই রায়ে খালাস দিয়েছে হাইকোর্ট।[১৭৮]

৪৫.২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ বিদ্রোহের পরদিন বিদ্রোহী জওয়ানদের উদ্দেশ্যে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হলে বিদ্রোহী বিডিআর সদস্যরা অস্ত্র সমর্পণ করেন। এই সময় বিডিআর সদর দফতরে রিপোর্ট করতে আসা বিডিআর সদস্যদের অনেকে র‌্যাবের হাতে আটক হন এবং তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য চোখ বেঁধে অজ্ঞাত জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। জিজ্ঞাসাবাদের সময় বিডিআর সদস্যদের ওপর নির্যাতনের অনেক অভিযোগ ছিল। নির্যাতনের কারণে বিডিআর সদস্য মনির হোসেন, মোবারক হোসেন, হাবিলদার কাজী সাইদুর রহমান, হাবিলদার মহিউদ্দিন, হাবিলদার জাকির হোসেন ভূঁইয়া ও হাবিলদার রেজাউল করিমের মৃত্যু হয়েছে বলে তাঁদের পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে।

জ. বাংলাদেশ ও এর প্রতিবেশী সংক্রান্ত বিষয়

মিয়ানমারে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির ওপর গণহত্যা

৪৬.২০১৭ সালের ২৫ অগাস্ট থেকে রোহিঙ্গাদের ওপর নতুন করে গণহত্যা ও তাঁদের মিয়ানমার থেকে উচ্ছেদ করার প্রক্রিয়া শুরু করে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী ও বৌদ্ধ দুর্বৃত্তরা। এই অভিযানগুলোতে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির সদস্যরা গুম, গণধর্ষণ, হত্যা, ঘরবাড়ী আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়াসহ বিভিন্ন ধরণের নির্যাতন ও সহিংসতার শিকার হয়েছেন। ২৮ অগাস্ট বাংলাদেশ সরকার মিয়ানমার সরকারের কাছে বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে 'রোহিঙ্গা বিদ্রোহীদের' বিরুদ্ধে যৌথ অভিযান চালানোর প্রস্তাব দিলেও পরবর্তীতে সেখান থেকে সরে এসে নিপীড়িত রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে প্রবেশের জন্য সীমান্ত খুলে দেয়ার উদ্যোগ নেয়।

---

[১৭৬] কারাগারে ধারণ ক্ষমতার দ্বিগুন বন্দী/ নয়াদিগন্ত ২৮ নভেম্বর ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/272039

[১৭৭] ২০০৯ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি সকালে 'বিডিআর সপ্তাহ' চলাকালে বাংলাদেশ রাইফেল্স সদর দফতরে বিডিআর সদস্যরা সেনাবাহিনী থেকে আসা কর্মকর্তাদের ওপর আক্রমণ চালায়। এই ঘটনায় ৫৭ জন সেনা কর্মকর্তাসহ ৭৪ জন নিহত হন এবং সেনা কর্মকর্তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের জিম্মি করে রাখা হয়।

[১৭৮] ৫৭ সেনা কর্মকর্তাসহ ৭৪ জনকে হত্যা: নির্বিচার হত্যার কঠোর সাজা/ প্রথম আলো ২৮ নভেম্বর ২০১৭ এবং ১৮৫ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড; হাইকোর্টের রায়; ১৩৯ জনের মৃত্যুদণ্ড বহাল/ নয়াদিগন্ত ২৮ নভেম্বর ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/272040

টেকনাফের উলুবনিয়া সীমান্তে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য থেকে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের চেষ্টাকালে আটক রোহিঙ্গারা। ছবিঃ প্রথমআলো ২৬ আগস্ট ২০১৭

ওপারে মিয়ানমার। পানি পেরোলেই বাংলাদেশ। ঘুমধুম তুমব্রু সীমান্তে রোহিঙ্গার ঢল। অনেকে আহত-গুলিবিদ্ধ। ছবিঃ বাংলাদেশ প্রতিদিন ২৯ আগস্ট ২০১৭

৪৭.মিয়ানমারের সেনাবাহিনী ও বৌদ্ধ দুবৃর্ত্তদের হামলা থেকে থেকে জীবন বাঁচাতে প্রতিদিনই রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সদস্যরা বাংলাদেশের বান্দরবান ও কক্সবাজার জেলার ১৪৩ কিলোমিটার স্থল সীমানার অন্তত ২০টি পয়েন্ট দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছেন। এখন পর্যন্ত এর সংখ্যা কত তার সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যান কারও কাছে নেই। আবার রাখাইন রাজ্যেই বা এখন কত রোহিঙ্গা অবস্থান করছেন, তারও সুস্পষ্ট কোনো ধারণা নেই কারও কাছে। স্থানীয় জনসাধারণ ও বেসরকারি সংস্থাগুলো বলছে, নতুন করে বাংলাদেশে আসা রোহিঙ্গার সংখ্যা

এরই মধ্যে ১০ লাখ ছাড়িয়েছে। মিয়ানমার থেকে বিভিন্ন সময়ে নির্যাতিত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সদস্য ষাটের দশক থেকেই এদেশে এসেছেন তাঁদের সংখ্যা প্রায় পাঁচ লাখ।[১৭৯]

৪৮. *অধিকার* বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গা ভিকটিমদের সঙ্গে কথা বলে ১৫০টি কেস লিপিবদ্ধ করে। *অধিকারের* তথ্যানুসন্ধানকারী দল এই ১৫০ জনের কাছ থেকে গণধর্ষণ, নির্যাতন, শিশুসহ পরিবারের পুরুষ সদস্যদের গুলি করে ও পুড়িয়ে হত্যা, গুম এবং অল্প বয়সী মেয়েদের ধরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়গুলো জানতে পারে।[১৮০] মিয়ানমারের সেনাবাহিনী এবং বৌদ্ধ দুর্বৃত্তরা এই সব মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত। মোহাম্মদ জুবাইর নামে একজন রোহিঙ্গা বলেন, মিলিটারি শুধু ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে কিংবা গুলি করে মানুষ হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি, তারা তাঁর গ্রামের রাস্তায় মাইন পুঁতে রেখেছিল, যেন পালিয়ে যাওয়ার সময় রোহিঙ্গারা হতাহত হয়। জুবাইর বলেন, তিনি নিজের চোখে মিলিটারিকে মাইন পুঁততে দেখেছেন।

বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্তের ওপারে শূন্যরেখায় স্থলমাইন পুঁতে রাখছে মিয়ানমার সেনাবাহিনী। এই দৃশ্যটি মুঠোফোনে ধারণ করেছেন এক রোহিঙ্গা তরুণ। ছবিঃ প্রথম আলো ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৭

৪৯. এদিকে মেডিসিনস্ স্যানস্ ফ্রন্টিয়ারস্ (এমএসএফ) গত ২৫ আগস্ট থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত নিজেদের করা এক জরিপের ভিত্তিতে একটি প্রতিবেদনে বলে, রোহিঙ্গা জাতিগোষ্ঠীর ওপর মিয়ানমার সেনাবাহিনীর নির্যাতন শুরুর প্রথম চার সপ্তাহেই সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের কমপক্ষে ৬৭০০ জনকে হত্যা করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ৭৩০ জন পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু। সংগঠনটি জানিয়েছে, বাংলাদেশে অবস্থানরত শরণার্থী শিবিরে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ২৪৩৪টি পরিবারের ১১০০০ মানুষের সঙ্গে তাঁরা সরাসরি কথা বলেছেন। এই পরিবারগুলোর সবাই বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আগমনের শুরুর দিকেই সীমান্ত পার হয়ে বাংলাদেশে পৌঁছান। তবে জরিপের তুলনায় রোহিঙ্গা জাতিগোষ্ঠীর ওপর অত্যাচার ও মৃত্যুর হার প্রকৃত অর্থে আরও বেশি বলে জানায় সংগঠনটি।[১৮১]

---

[১৭৯] দেশে রোহিঙ্গা সংখ্যা এখন কত/ বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৯ অক্টোবর ২০১৭/ http://www.bd-pratidin.com/first-page/2017/10/19/273358

[১৮০] http://odhikar.org/wp-content/uploads/2017/12/Final_FFR_Rohingya_English-_1-150.pdf

[১৮১] Myanmar/Bangladesh: Rohingya crisis - a summary of findings from six pooled surveys/ এমএসএফ ডট ওআরজি ৯ ডিসেম্বর ২০১৭/ http://www.msf.org/en/article/myanmarbangladesh-rohingya-crisis-summary-findings-six-pooled-surveys

বাংলাদেশ সীমান্তে রোহিঙ্গা নারী ও শিশুরা। ছবিঃ অধিকার, সেপ্টেম্বর ২০১৭

৫০. বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গাদের বেশীরভাগই শিশু। এদের মধ্যে কারও বাবা-মা বা কারও ভাই-বোনকে হত্যা করেছে মিয়ানমারের মিলিটারি ও চরমপন্থী বৌদ্ধরা। এদের মধ্যে এমন শিশুও রয়েছে, যারা বাবা-মা দু'জনকেই হারিয়েছে; যাদের সংখ্যা সাড়ে ১৮০০০ এর বেশী[১৮২]। বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গারা খুবই বিপজ্জনকভাবে ঘনবসতিপূর্ণ এবং অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় বসবাস করছেন। সেখানে পরিষ্কার পানীয়জল এবং স্যানিটেশনের ব্যবস্থা খুবই অপ্রতুল। ক্যাম্পগুলোতে প্রচুর শিশু পুষ্টিহীনতায় এবং অনেকেই ডিপথেরিয়াসহ বিভিন্ন রোগে ভুগছে। এছাড়া রোহিঙ্গা নারী ও শিশুদের মানবপাচারের শিকার হওয়ারও সম্ভবনা রয়েছে।

৫১. ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৭, মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে অবস্থিত মালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদে আয়োজিত 'পারমানেন্ট পিপলস ট্রাইব্যুনাল' এর রায়ে রোহিঙ্গাদের ওপর চলমান গণহত্যার দায়ে মিয়ানমার সরকারকে অভিযুক্ত করা হয়।[১৮৩]

৫২. ১৫ নভেম্বর মিয়ানমারের রাখাইনে রোহিঙ্গাদের ওপর দেশটির সেনাবাহিনীর অভিযান বন্ধ, রোহিঙ্গাদের নিজ বাসভূমিতে ফিরিয়ে নেয়া এবং তাঁদের নাগরিকত্ব দেয়ার একটি প্রস্তাব জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে পাস হয়েছে। প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছে ১৩৫টি রাষ্ট্র এবং বিপক্ষে ১০টি রাষ্ট্র। ভারত ও ইন্দোনেশিয়াসহ ২৬টি দেশ কোনো পক্ষেই ভোট দেয়নি।[১৮৪]

---

[১৮২] এতিম রোহিঙ্গা শিশুদের জন্য হচ্ছে শিশু পল্লী/ ২০ অক্টোবর ২০১৭/ http://www.ntvbd.com/bangladesh/161087

[১৮৩] Permanent People's Tribunal on Myanmar which was held in September 2017 at Kuala Lumpur, Malaysia; https://tribunalonmyanmar.org/

[১৮৪] রোহিঙ্গা সংকট: রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব দিয়ে ফেরাতে হবে/ প্রথম আলো ১৭ নভেম্বর ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1367636/

রোহিঙ্গারা জীবন বাঁচাতে কাদামাখা পথ বেয়ে দলেদলে বাংলাদেশে প্রবেশ করছে। ছবিঃ ঢাকা ট্রিবিউন ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৭।

নাফ নদী পার হয়ে বাংলাদেশ সীমান্তে রোহিঙ্গা। ছবিঃ ডেইলি স্টার ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭।

৫৩.বাংলাদেশে বসবাসকারী রোহিঙ্গা কমিউনিটির নেতা ও লন্ডন ভিত্তিক আরাকান রোহিঙ্গা ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন বাংলাদেশ চাপ্টার এর প্রধান কো কো লিনকে ১৪ নভেম্বর কক্সবাজার থেকে চট্টগ্রামে আসার পথে চন্দনাইশ এলাকায় বাস থামিয়ে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় বলে এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে হংকং ভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন এশিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশন।[১৮৫] মিয়ানমারের মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে যে, বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ সাতজন রোহিঙ্গাকে মিয়ানমার কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করেছে। মিয়ানমারের সরকারী মুখপাত্ররা সম্প্রতি বলেছেন, তাঁরা ওয়ান্টেড রোহিঙ্গাদের তালিকা দিয়েছেন বাংলাদেশের হাতে। এশিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশন আরো জানিয়েছে, গত দুই বছরে কক্সবাজার থেকে বেশ কিছু রোহিঙ্গা পুরুষকে তুলে নিয়ে গেছে বাংলাদেশের নিরাপত্তা সংস্থার লোকজন। তাঁদের বেশীরভাগই নিখোঁজ রয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের নেতারা। তাঁরা আশংকা করছেন, নিখোঁজ রোহিঙ্গাদের গোপনে তুলে দেয়া হয়েছে মিয়ানমার কর্তৃপক্ষের হাতে।[১৮৬]

---

[১৮৫] www.humanrights.asia

[১৮৬] এশিয়ান হিউম্যান রাইটস কমিশনের রিপোর্ট: বাংলাদেশে বসবাসকারী রোহিঙ্গা নেতা নিখোঁজ/ মানবজমিন ২২ নভেম্বর ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=93131&cat=2এবং Rohingya leader goes missing on way to Ctg/ নিউএজ ২২ নভেম্বর ২০১৭/ http://www.newagebd.net/article/28896/rohingya-leader-goes-missing-on-way-to-ctg

প্লাস্টিক জেরিক্যান দিয়ে তৈরি ভেলায় মিয়ানমার থেকে টেকনাফ আসছেন রোহিঙ্গারা। ছবিঃ ডেইলি স্টার ১১ নভেম্বর ২০১৭

৫৪. রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানোর লক্ষ্যে গত ২৩ নভেম্বর বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে একটি পরিকল্পনা স্মারক স্বাক্ষর হয়। উভয়পক্ষ এই স্মারকের আওতায় প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ার খুঁটিনাটি নির্ধারনের জন্য পরিকল্পনা স্মারক স্বাক্ষরের তিন সপ্তাহের মধ্যে একটি জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করার ব্যাপারে সম্মত হয়। এই চুক্তির আলোকে শুধুমাত্র ৯ অক্টোবর ২০১৬ এবং ২৫ অগাস্ট ২০১৭ এর ঘটনার পর বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহনকারী রোহিঙ্গাদের ফেরত নেয়া হবে বলে জানানো হয়।

৫৫. রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেয়ার জন্য বাংলাদেশের সঙ্গে মিয়ানমার সমঝোতা স্বাক্ষর করলেও মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে ধ্বংসযজ্ঞ চলছে। স্যাটেলাইটে তোলা ছবি বিশ্লেষণের পর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বলেছে, মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের প্রমাণ পাওয়া গেছে। অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে আরো ৪০টি গ্রামের ভবনসহ বহু ঘরবাড়ি ধ্বংস করা হয়েছে। ২৩ নভেম্বর রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে পরিকল্পনা স্মারক স্বাক্ষর হওয়ার দুই দিন পরই ২৫ নভেম্বর রাখাইনের মংডুর কাছে মিয়াওমিচ্যাঙ গ্রামে আগুন আর ঘরবাড়ি ধ্বংসের ছবি তুলেছে স্যাটালাইট। পরের এক সপ্তাহের মধ্যে চারটি গ্রামে ধ্বংসযজ্ঞ চালায় মিয়ানমার সেনাবাহিনী।[১৮৭]

টেকনাফের পালাংখালীতে রোহিঙ্গাদের ক্যাম্প। ছবিঃ অধিকার ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭

[১৮৭] চুক্তির পরও রোহিঙ্গা নিধন চলছে; দুই মাসে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে ৪০টি গ্রাম: এইচআরডব্লিউ/ নয়াদিগন্ত ১৯ ডিসেম্বর ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/277643

৫৬.জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের প্রধান জাইদ রা'দ আল-হুসেইন বিবিসিকে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "যে মাত্রায় এবং যেভাবে মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের ওপর সামরিক অভিযান চালানো হয়েছে, তা অবশ্যই দেশের উঁচু পর্যায়ের সিদ্ধান্তে হয়েছে। এজন্য মিয়ানমারের নেতাদের একসময়ে গণহত্যার অভিযোগে বিচারের মুখোমুখি হতে হবে।"[১৮৮]

৫৭. *অধিকার* রাখাইনের শান্তি প্রতিষ্ঠা ও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর পূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে সমর্থন জানানো ও রোহিঙ্গা হিসেবে তাঁদের আত্মপরিচয়ের স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিশ্ব জনমত গঠনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে আহ্বান জানাচ্ছে। বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের যে পরিকল্পনা স্মারকটি সাক্ষর হয়েছে তাতে রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরৎ নেয়ার নির্দিষ্ট কোন সময় সীমা উল্লেখ না থাকায় মিয়ানমার পুরো রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে বাংলাদেশ থেকে ফেরৎ নেয়ার বিষয়টি দীর্ঘকাল ঝুলিয়ে রাখবে বলে *অধিকার* মনে করে। মিয়ানমারের সেনাবাহিনী, স্থানীয় বৌদ্ধ দুর্বৃত্ত এবং অন্যান্য যারা রোহিঙ্গাদের ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গণহত্যার সাথে জড়িত তাদের বিচার করার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর পূর্ণ নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার এবং রোহিঙ্গা হিসেবে তাঁদের আত্মপরিচয়ের স্বীকৃতির বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপশি ভবিষ্যতে রোহিঙ্গাদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের জন্য 'নিরাপদ রাখাইন রাজ্য' প্রতিষ্ঠার বিষয়টি পরিষ্কার করতে হবে এবং রোহিঙ্গাদের রাখাইন রাজ্যে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জাতিসংঘকে সম্পৃক্ত করতে হবে। রোহিঙ্গা কমিউনিটি নেতাদের গোপনে তুলে নিয়ে মিয়ানমার কর্তৃপক্ষের কছে হস্তান্তরের যে অভিযোগ উঠেছে বাংলাদেশ সরকারকে সেই ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে।

ভারত সরকারের আগ্রাসী নীতি

৫৮.বাংলাদেশের ওপর আগ্রাসনের অভিপ্রায়েই ভারত সরকার ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র মতো অস্বচ্ছ ও বিতর্কিত নির্বাচনকে ব্যাপকভাবে সমর্থন দেয়ার মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।[১৮৯] এই নির্বাচনের পর থেকে বাংলাদেশে ব্যাপক রাজনৈতিক সঙ্কটের সৃষ্টি হয় এবং ভারত সরকারের বাংলাদেশের ওপর চালানো আগ্রাসন[১৯০] অতীতের তুলনায় আরো জোড়ালো হয়, যা ২০১৭ সালেও অব্যাহত থাকে ।

---

[১৮৮] Could Aung San Suu Kyi face Rohingya genocide charges?/ BBC, 18 December 2017/ http://www.bbc.com/news/world-asia-42335018

[১৮৯] ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির বিতর্কিত ও প্রতারনামূলক নির্বাচনের আগে বাংলাদেশের প্রায় সবকটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনটি বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়। তখন তৎকালীন ভারত সরকারের পররাষ্ট্র সচিব সুজাতা সিং বাংলাদেশে আসেন এবং সেই সময় নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী জাতীয় পার্টিকে নির্বাচনে আনার জন্য চেষ্টা করে সফল হন। জাতীয় পার্টির সদস্যরা এখন বর্তমান সরকারের মন্ত্রী এবং একই সঙ্গে জাতীয় সংসদে বিরোধী দলেও আছেন।
www.dw.com/bn/নির্বাচন-না-হলে-মৌলবাদের-উত্থান-হবে/a-17271479

[১৯০] ভারত সরকার বিভিন্নভাবে বাংলাদেশের ওপর আধিপত্য বিস্তারের অংশ হিসেবে প্রায় বিনা খরচে (পণ্য পরিবহনে প্রতি টনে ১৯২ টাকা ২২ পয়সা হারে মাশুল ধার্য করা হয়েছে) সংশোধিত প্রটোকল অন ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রানজিট এন্ড ট্রেড (পিআইডব্লিউটিটি) চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে ট্রানজিট সুবিধা নিচ্ছে। কোনো প্রকার দরপত্র ছাড়াই ভারতীয় বহুজাতিক কোম্পানি রিলায়েন্স গ্রুপ তরল প্রাকৃতিক গ্যাস ভিত্তিক ৭৫০ মেগাওয়াটের একটি পাওয়ার প্লান্ট নারায়নগঞ্জের মেঘনাঘাটে স্থাপনের জন্য বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। পূর্ব থেকেই ভারত বাংলাদেশকে শুষ্ক মৌসুমে পানির ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে এবং এই কারণে বাংলাদেশের অধিকাংশ নদীই মৃতপ্রায়। ভারত কর্তৃক গজলডোবা বাঁধের মাধ্যমে একতরফাভাবে পানি প্রত্যাহারের কারণে তিস্তা পারের হাজার হাজার মানুষ বিপদের মধ্যে পড়েছে। ফলে তিস্তা চুক্তি করার মাধ্যমে বাংলাদেশের পানির অধিকার আদায়ের প্রশ্নটি ছিল অত্যন্ত জরুরী, কিন্তু ভারত সরকার বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে তিস্তা চুক্তি সম্পাদন করেনি। ফারাক্কা বাঁধের কারণে পদ্মা অববাহিকাতে ছিল চরম বিপর্যয়কর অবস্থা। বর্ষা মৌসুমে ফারাক্কা ও গজলডোবা বাঁধের স্লুইস গেইটগুলো খুলে দিয়ে ভারত সরকার কৃত্রিমভাবে বাংলাদেশে যে বন্যার সৃষ্টি করে আন্তর্জাতিক আইন লংঘন করে চলেছে তারও কোন প্রতিকার হয়নি। ২০১৭ সালে ভারতে বন্যা হওয়ায় ভারত গজলডোবা বাঁধের সব কয়টি গেট খুলে দেয় এবং বাংলাদেশেও ব্যাপক বর্ষণ হওয়ায় তিস্তার পানি বৃদ্ধি পেয়ে বাংলাদেশের উত্তারঞ্চলে ব্যাপক বন্যা হয় ।এছাড়া আর্ন্তজাতিক সীমান্তরেখা নির্ণয় করার ক্ষেত্রে মুহুরীর চর নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের যে বিরোধ রয়েছে ভারত সেই বিরোধেরও কোন সুরাহা করেনি, যা সীমান্ত রেখা চুক্তি অনুযায়ী করার কথা ছিল। এদিকে বাংলাদেশের সব মহলের প্রতিবাদের পরও ভারত রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু করে। এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের ফলে বাংলাদেশের সুন্দরবন এবং এর চারপাশের প্রাণ বৈচিত্র্য ধ্বংস হবে ।এছাড়াও ভারত আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিয়ে বাংলাদেশকে এক ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের দিকে ঠেলে দিচ্ছে এবং সীমান্তের শূন্য রেখা থেকে দেড় শ গজের মধ্যে বেড়া দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

৫৯. আগের বছরগুলোর মতই ২০১৭ সালেও ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় সমঝোতা এবং চুক্তি লঙ্ঘন করে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ নির্বিচারে বাংলাদেশী নাগরিকদের নির্যাতন ও হত্যা করেছে এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বাংলাদেশী নাগরিক এবং বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর সদস্যদের ওপর হামলা চালিয়েছে, যা আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে তার নাগরিকদের রক্ষার জন্য কোন ধরনের কঠোর অবস্থান নিতে দেখা যায় নাই। বরং বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এর মহাপরিচালককে বিএসএফ'র হাতে বাংলাদেশী নাগরিকদের হত্যার পক্ষেই সাফাই দিতে দেখা গেছে। ১ ফেব্রুয়ারি চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা সীমান্ত পরিদর্শন শেষে বিজিবি'র মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আবুল হোসেন সাংবাদিকদের বলেন, "ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ নিজেদের আত্মরক্ষার্থে সীমান্তে গুলি চালায়।"[১৯১]

সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশী নাগরিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘন

৬০. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী ২০১৭ সালে বিএসএফ ২৫ জন বাংলাদেশীকে হত্যা করেছে। এঁদের মধ্যে ১৮ জনকে গুলিতে, ৪ জনকে নির্যাতন করে, ১ জনকে পাথর ছুঁড়ে, ১ জন বিএসএফ'র ধাওয়া খেয়ে পদ্মা নদীতে পড়ে গিয়ে ডুবে মারা যান এবং ১ জনকে ক্রুড বোমা ও পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা হয়েছে। এছাড়া ৩৯ জন বাংলাদেশীকে বিএসএফ আহত করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এঁদের মধ্যে ১৫ জন বিএসএফ'র গুলিতে, ১৫ জন নির্যাতনে, ৬ জন পাথর নিক্ষেপের কারণে এবং ৩ জন সাউন্ড গ্রেনেড বিস্ফোরণে আহত হয়েছেন। এই সময়ে বিএসএফ কর্তৃক অপহৃত হন ২৮ জন বাংলাদেশী।

ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ সদস্যদের হাতে নির্যাতনের শিকার হয়ে বা গুলিবিদ্ধ হয়ে ৭ জানুয়ারি চুয়াডাঙ্গা সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিক বকুল মণ্ডল[১৯২], ১০ ফেব্রুয়ারি কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারি সীমান্তে টুলু মিয়া[১৯৩], ২৩ এপ্রিল চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ভোলারহাট সীমান্তে সাইদুল ইসলাম ও আব্দুস সামাদ[১৯৪], ২০ জুন ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর সীমান্তে স্কুলছাত্র সোহেল রানা ও হারুন অর রশীদ[১৯৫], ২ জুলাই জামালপুর জেলার মাখনেরচর সীমান্তে সাইফুল ইসলাম[১৯৬], ২৫ সেপ্টেম্বর ঠাকুরগাঁও জেলার হরিপুর সীমান্তে আব্দুর রাজ্জাক[১৯৭], ৬ অক্টোবর শেরপুর জেলার গজনী

---

১৯১ আত্মরক্ষার্থেই গুলি চালায় বিএসএফ: বিজিবি মহাপরিচালক/ যুগান্তর ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ / www.jugantor.com/online/country-news/2017/02/01/38356/

১৯২ Bangladeshi killed by BSF in Chuadanga / ডেইলি স্টার ৮ জানুয়ারি ২০১৭/ http://www.thedailystar.net/backpage/bangladeshi-killed-bsf-chuadanga-1342018 বিস্তারিত জানার জন্য *অধিকার* এর জানুয়ারি মাসের রিপোর্ট দেখুন http://www.odhikar.org/wp-content/uploads/2017/02/HRR_Bangla_January_2017.pdf

১৯৩ Bangladeshi killed by BSF / নিউএজ ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭/ http://www.newagebd.net/article/8908/bangladeshi-killed-by-bsf ; *অধিকার* এর ফেব্রুয়ারি মাসের মাসিক প্রতিবেদন http://www.odhikar.org/wp-content/uploads/2017/03/HRR-February-2017-Bangla.pdf

১৯৪ ভোলাহাট সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশি নিহত/ যুগান্তর ২৫ এপ্রিল ২০১৭/ www.jugantor.com/news/2017/04/25/120017/; বিস্তারিত জানার জন্য *অধিকার* এর এপ্রিল মাসের রিপোর্ট দেখুন http://www.odhikar.org/wp-content/uploads/2017/05/human-rights-monitoring-report-April-2017-Bangla.pdf

১৯৫ 2 Bangladeshi teens killed in BSF firing / নিউ এজ, ২১ জুন ২০১৭/ http://www.newagebd.net/article/18221/2 এবং অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঝিনাইদহের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন। বিস্তারিত জানার জন্য অধিকারএর জানুয়ারী-জুন মাসের রিপোর্ট দেখুন http://www.odhikar.org/wp-content/uploads/2017/07/HRR_Six-month-2017_Ba.pdf

১৯৬ বাংলাদেশিকে হত্যা করে লাশ নিয়ে গেছে বিএসএফ/ যুগান্তর ৪ জুলাই ২০১৭/ www.jugantor.com/news/2017/07/04/136551/ বিস্তারিত জানার জন্য অধিকারএর জুলাই মাসের রিপোর্ট দেখুন http://www.odhikar.org/wp-content/uploads/2017/08/human-rights-monitoring-report-July-2017_Ban.pdf

১৯৭ Bangladeshi killed by BSF/ নিউএজ ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭/ http://epaper.newagebd.net/26-09-2017/12 বিস্তারিত জানার জন্য অধিকারএর সেপ্টেম্বর মাসের রিপোর্ট দেখুন http://www.odhikar.org/wp-content/uploads/2018/01/human-rights-monitoring-report-September-2017_Ban.pdf

সীমান্তে আশরাফ আলী[১৯৮], ৮ অক্টোবর কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর সীমান্তে বুলবুল হোসেন[১৯৯], ২৮ নভেম্বর দিনাজপুর জেলার বড়গ্রাম সীমান্তে মোজাফফর হোসেন[২০০], ১০ ডিসেম্বর রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ি সীমান্তে এশারুল হক মিঠু ও আবু নাশরাফ [২০১] এবং ২১ ডিসেম্বর নওগাঁ জেলার শিমুলতলী সীমান্তে এরশাদ আলীসহ[২০২] ২৫ জন নিহত হন। এছাড়া বাংলাদেশের ভূখন্ডের ভেতরে ঢুকে বাংলাদেশী নাগরিকদের ওপরও হামলা চালায় বিএসএফ।[২০৩]

বাংলাদেশে ঢুকে বিএসএফ (লাল চিহ্নিত) এর তাণ্ডব। ছবিঃ ঢাকা টাইমস, ২৫ মার্চ ২০১৭

[১৯৮] ঝিনাইগাতী সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশী নিহত/ নয়াদিগন্ত ৬ অক্টোবর ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/257524 বিস্তারিত জানার জন্য অধিকারএর অক্টোবর মাসের রিপোর্ট দেখুন http://www.odhikar.org/wp-content/uploads/2018/01/human-rights-monitoring-report-october-2017_Bang.pdf

[১৯৯] দৌলতপুর সীমান্তে বাংলাদেশি নিহত/ যুগান্তর ১০ অক্টোবর ২০১৭/ https://www.jugantor.com/news/2017/10/10/162251/ বিস্তারিত জানার জন্য অধিকারএর অক্টোবর মাসের রিপোর্ট দেখুন http://www.odhikar.org/wp-content/uploads/2018/01/human-rights-monitoring-report-october-2017_Bang.pdf

[২০০] দিনাজপুরে বিএসএফের গুলিতে নিহত ১/ মানব জমিন ২৮ নভেম্বর ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=94081&cat=9/ বিস্তারিত জানার জন্য অধিকারএর নভেম্বর মাসের রিপোর্ট দেখুন http://www.odhikar.org/wp-content/uploads/2017/12/human-rights-monitoring-report-November-2017_Ban.pdf

[২০১] 2 Bangladeshis shot dead by BSF in Rajshahi /নিউএজ ১১ ডিসেম্বর ২০১৭/ http://www.newagebd.net/article/30167/2-bangladeshis-shot-dead-by-bsf-in-rajshahi

[২০২] Bangladeshi shot dead by BSF in Naogaon/ ডেইলি স্টার ২২ ডিসেম্বর ২০১৭/ http://www.thedailystar.net/country/bangladeshi-shot-dead-bsf-naogaon-1508512

[২০৩] শিবগঞ্জ সীমান্তবর্তী গ্রামে ঢুকে হামলা বিএসএফের: নারী, শিশুসহ ১২ জন আহত/ কালের কণ্ঠ, ২৬ মার্চ ২০১৭/ http://www.kalerkantho.com/print-edition/news/2017/03/26/478894 বিস্তারিত জানার জন্য অধিকারএর মার্চ মাসের রিপোর্ট দেখুন http://www.odhikar.org/wp-content/uploads/2017/04/human-rights-monitoring-report-March-2017-Ban.pdf

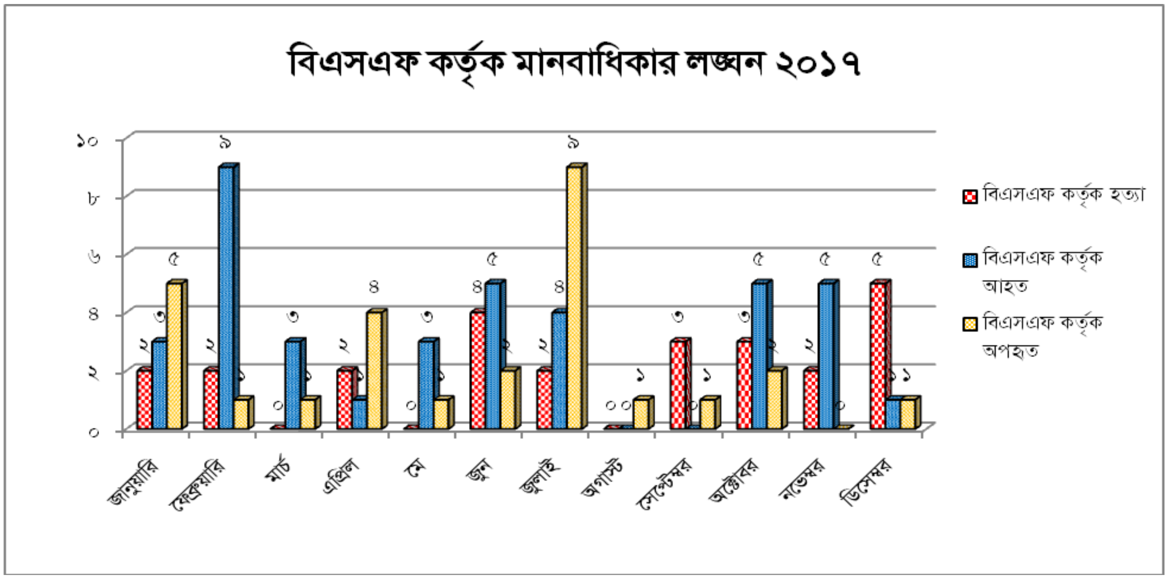

ঝ.‘চরমপন্থা’ ও মানবাধিকার

৬১. মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সংবাদমাধ্যম ও সভা-সমাবেশ করার অধিকারে হস্তক্ষেপ, নির্যাতন, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও গুমসহ অন্যান্য নাগরিক অধিকার হরণসহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিভিন্ন ঘটনার কারণে সমাজে যে অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় তা সমাজের একটি অংশকে চরমপন্থার দিকে ঠেলে দিতে পারে বলে *অধিকার* সরকারসহ সব মহলকে বারবার সর্তক করে আসছিল। কিন্তু এরপরও সরকার দমন-পীড়ন অব্যাহত রেখে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশে বাধা দেয়াসহ বিরোধী মত প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে এক সংঘাতময় পরিস্থিতির ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ২০১৭ সালে ধর্মীয় ‘চরমপন্থার’ বিরুদ্ধে অনেকগুলো অভিযান পরিচালনা করে। ‘চরমপন্থী’ দমনের নামে রাষ্ট্রীয় বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত অভিযানের সময় নারী ও শিশুসহ অনেকের মৃত্যু ঘটে।[২০৪] এছাড়া কথিত ‘চরমপন্থীরা’ আত্মঘাতী হামলা চালায় বলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা জানিয়েছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা ‘চরমপন্থী’ আছে এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে একটি স্থানে ঘেরাও ও অভিযান চালানোর সময় আটকে পড়া ব্যক্তিরা তাঁরা ‘চরমপন্থী’ নন এবং আওয়ামী লীগের সমর্থক এই মর্মে ফেসবুকে স্ট্যাটাস[২০৫] দেয়ার পর তা ব্যাপক প্রশ্নের জন্ম দেয়। এই ধরণের অভিযানে গ্রেফতারকৃত কেউ কেউ পরবর্তীতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হেফাজতে থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তাই সত্যিকার অর্থে কি ঘটেছিল এবং ঘটছে সেই সর্ম্পকে জনগণের মধ্যে স্বচ্ছ কোনো ধারণা নাই।

৬২. ২০১৭ সালে চরমপন্থি আস্তানা সন্দেহে অনেকগুলো অভিযান পরিচালনা করে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা। এতে মোট ৩৩ জন নিহত হয়েছেন। যাঁদের মধ্যে ৫ জন শিশু এবং ৫ জন নারী।

---

২০৪ অপারেশন হিট ব্যাক; বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন সাত লাশের চারটিই শিশুর/ প্রথম আলো ১ এপ্রিল ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1130046/

২০৫ নরসিংদীর ‘জঙ্গি আস্তানা’য় অভিযান: ৫ জনের আত্মসমর্পণ পরিবারে হস্তান্তর ৩ তরুণ/ যুগান্তর ২২ মে ২০১৭/ www.jugantor.com/first-page/2017/05/22/126472/

১৬ মার্চ চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে একটি বাড়িতে[২০৬], ২৫ মার্চ সিলেট মহানগরের দক্ষিণ সুরমায় আতিয়া মহল নামের একটি বাড়িতে[২০৭], ২৮ মার্চ মৌলভীবাজার শহরের বড়হাটের একটি দোতলা বাড়িতে[২০৮], ২৭ এপ্রিল চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে[২০৯], ৭ মে ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুরের বজরাপুরে হঠাৎপাড়ায় একটি বাড়িতে[২১০], ১০ মে রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ীর একটি বাড়িতে[২১১], ১৫ অগাস্ট ঢাকার পান্থপথে অবস্থিত হোটেল ওলিও ইন্টারন্যাশনাল[২১২], ৫ সেপ্টেম্বর ঢাকার মিরপুর মাজার রোডের বর্ধনবাড়ি এলাকায় 'কমল প্রভা' নামের একটি বাড়িতে[২১৩], ২৭ নভেম্বর চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার আলাতুলী ইউনিয়নের মধ্যচর এলাকার একটি বাড়িতে[২১৪] 'চরমপন্থি' আস্তানা সন্দেহে পুলিশের স্পেশাল উইপনস অ্যান্ড ট্যাকটিকস (সোয়াট) টিম, সেনাবাহিনী, র‍্যাব, কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিট এবং পুলিশের সদস্যরা অভিযান চালায়। এই অভিযানগুলোর সময় র‍্যাবের গোয়েন্দা শাখার পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আবুল কালাম আজাদসহ ছয়জন আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য নিহত হন।

'আতিয়া মহলের' কাছে বোমা বিস্ফোরণে আহত একজনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ছবিঃ প্রথম আলো, ২৫ মার্চ ২০১৭

ঞ. ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠির প্রতি সহিংসতা

৬৩. ২০১৭ সালে ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠির নাগরিকদের ওপর হামলা এবং তাঁদের উপাসনালয়-মূর্তি, বাড়িঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভাংচুর ও তাতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। অধিকাংশ ঘটনার পেছনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের জড়িত থাকার অভিযোগ পাওয়া গেছে এবং বিরোধীদল বিএনপি ও জামায়াতের নেতাকর্মীরাও জড়িত আছেন বলে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা দাবি করেছে। অতীতে এই ধরনের ঘটনাগুলোকে রাজনীতিকীকরণের কারণে আসল অভিযুক্তদের বিচারের সম্মুখিন করা যায়নি। ফলে এই ধরনের ঘটনা ঘটেই চলেছে এবং ২০১৭ সালেও তা অব্যাহত ছিল।

---

২০৬ সীতাকুণ্ডের জঙ্গি আস্তানায় ১৯ ঘন্টার শ্বাসরুদ্ধকর অভিযান; আত্মঘাতি নারীসহ নিহত ৫/ প্রথম আলো ১৭ মার্চ ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1110904/

২০৭ সিলেটে হামলার দায় স্বীকার আইএসের/ বাংলাট্রিবিউন ২৬ মার্চ ২০১৭/ www.banglatribune.com/country/news/192271

২০৮ সাত দেহ ছিন্নভিন্ন/ প্রথম আলো ৩১ মার্চ ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1129056/

২০৯ চার জঙ্গি নিহত/ মানবজমিন ২৮ এপ্রিল ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=63307&cat=2/

২১০ অধিকার এর সঙ্গে সঙশ্লিষ্ট ঝিনাইদহের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

২১১ ৩৫ ঘন্টার অপারেশন 'সান ডেভিল'; রাজশাহীতে ফায়ার সার্ভিস কর্মী ও ৫ জঙ্গি নিহত/ যুগান্তর ১৩ মে ২০১৭/ www.jugantor.com/first-page/2017/05/13/124093/

২১২ 'জঙ্গি' সাইফুলের বাবাসহ দু'জন গ্রেফতার/ যুগান্তর ১৮ অগাস্ট ২০১৭/ www.jugantor.com/news/2017/08/18/149141/

২১৩ 'আত্মসমর্পণের রাজি হয়ে আত্মঘাতি বিস্ফোরণ'/ প্রথম আলো ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭/ http://www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1313646/none

২১৪ ঢাকা থেকে পদ্মার চরে: র‍্যাবের জঙ্গিবিরোধী অভিযানে নিহত ৩/ প্রথম আলো ২৯ নভেম্বর ২০১৭

৬৪.১৩ জানুয়ারি নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার ভুলতা এলাকার রাধা-কৃষ্ণ মন্দিরে,[২১৫] ২১ জানুয়ারি গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার মোক্তারপুর ইউনিয়নের বড়গাঁও বাজারের রমাই ঠাকুর দূর্গা মন্দিরে,[২১৬] ২৬ মে জয়পুরহাট জেলার বারো শিবালয় মন্দিরে,[২১৭] ২০ সেপ্টেম্বর কুষ্টিয়া সদর উপজেলার দাসপাড়া মন্দিরে,[২১৮] ১৮ অক্টোবর ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা উপজেলায় ঘাড়ুয়া মন্দিরে[২১৯] এবং ২৫ অক্টোবর নেত্রকোণা জেলায় কালি মন্দিরের প্রতিমাসহ[২২০] বিভিন্ন মন্দির ও মন্দিরের প্রতিমা দুর্বৃত্তরা এবং ক্ষমতাসীনদল আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

● ৮ মে ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জে দুবৃর্ত্তদের হামলায় গুরুতর আহত হন আহমদিয়া সম্প্রদায়ের মসজিদের ইমাম মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান (২৮)।[২২১] ● ১ জুন খাগড়াছড়ি সদরের খাগড়াছড়ি-দীঘিনালা এলাকার চারমাইল এলাকা থেকে রাঙ্গামাটি লংগদু উপজেলার সদর ইউনিয়ন আওয়ামী যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ নুরুল ইসলামের লাশ উদ্ধার করা হলে স্থানীয় আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে স্থানীয় ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠির সদস্যরা জড়িত আছে সন্দেহে তিনটিলা গ্রামসহ উপজেলা সদরের আশে পাশের ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠির সদস্যদের এলাকায় হামলা চালিয়ে ভাংচুর ও লুটপাট করে এবং বিভিন্ন বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়।[২২২] ● ২ অক্টোবর ঢাকার কাকরাইল গির্জার ফাদার শিশির নাতালে গ্রেগরীকে টঙ্গী সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সামস কবির ও তার সহযোগীরা তাঁকে একটি ঘরে আটক করে তাঁর মোবাইল ফোন, টাকা ও মোটরসাইকেল ছিনিয়ে নেয় এবং তাঁর কাছে মুক্তিপণ বাবদ তিন লক্ষ টাকা দাবি করে।[২২৩]

ট. শ্রমিকদের অধিকার

৬৫.শ্রমিকদের মানবাধিকার ২০১৭ সালে বিভিন্নভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে। শ্রমিকদের নিরাপত্তা, বেতন-ভাতা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, মাতৃত্বকালীন ছুটি, ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে সরকার ও মালিক পক্ষের দায়মুক্তি পরিলক্ষিত হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে শ্রমিকরা ছাঁটাই হয়েছেন, নিপীড়িত হয়েছেন। ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন (আইটিইউসি) শ্রমিকদের অধিকার সংক্রান্ত একটি রিপোর্টে গ্লোবাল রাইটস ইনডেক্স ২০১৭ অনুযায়ী নিচের সারির ১০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম বলে উল্লেখ করেছে। ১৩ জুন আইটিইউসি ১৩৯টি দেশের ওপর গবেষণা করে এই রিপোর্ট প্রকাশ করে। রিপোর্টে বলা হয় যে, বাংলাদেশের ট্রেড ইউনিয়নের নেতাকর্মীরা সরকার কর্তৃক বিশেষ করে শিল্পপুলিশ ও কর্মকর্তা কর্তৃক ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন।[২২৪] এছাড়া ইনফর্মাল সেক্টরে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকায় শ্রমিকরা বিভিন্নভাবে

---

[২১৫] রূপগঞ্জে রাধা-কৃষ্ণ মন্দিরে প্রতিমা ভাংচুর, আগুন/ সমকাল ১৫ জানুয়ারী ২০১৭/ http://bangla.samakal.net/2017/01/15/263055 পুরো রিপোর্ট দেখুন *অধিকার এর* জানুয়ারির মানবাধিকার প্রতিবেদনে http://www.odhikar.org/wp-content/uploads/2017/02/HRR_Bangla_January_2017.pdf

[২১৬] কালীগঞ্জে মন্দিরে প্রতিমা ভাংচুরের অভিযোগ/ যুগান্তর ২২ জানুয়ারী ২০১৭/ www.jugantor.com/news/2017/01/22/95193/

[২১৭] জয়পুরহাটে মন্দিরে ভাঙচুর/ প্রথম আলো ২৭ মে ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1195451/

[২১৮] কুষ্টিয়া দুর্গা প্রতিমা ভাঙল আওয়ামীলীগ/ নয়াদিগন্ত ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/253494

[২১৯] তিন মন্দিরের প্রতিমা ভাঙচুর/ বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২০ অক্টোবর ২০১৭/ http://www.bd-pratidin.com/countryvillage/2017/10/20/273658

[২২০] নেত্রকোনায় কালী মন্দিরে ৫টি প্রতিমা ভাঙচুর/ নয়াদিগন্ত ২৭ অক্টোবর ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/263318

[২২১] ঈশ্বরগঞ্জে আহমদিয়া মসজিদে হামলা; মোস্তাফিজুরের অবস্থা আশঙ্কাজনক/ প্রথম আলো ১০ মে ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1175556/

[২২২] যুবলীগ নেতার মৃত্যুর জের; লংগদুতে পাহাড়িদের বাড়িঘরে হামলা অগ্নিসংযোগ/ যুগান্তর ৩ জুন ২০১৭/ www.jugantor.com/first-page/2017/06/03/129489/

[২২৩] গির্জার ফাদারকে অপহরণের চেষ্টা, ছাত্রলীগ নেতা গ্রেপ্তার/ প্রথম আলো, ৪ অক্টোবর ২০১৭

[২২৪] Bangladesh among worst 10 countries for workers' rights /নিউএজ ২২ জুন ২০১৭/ http://www.newagebd.net/article/18324/

বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। বাংলাদেশে অনেক শিশু এখনও স্কুলে যাওয়ার বদলে বিভিন্ন কারখানায় ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত রয়েছে, যা শ্রম আইন ও আন্তর্জাতিক সনদের পরিপন্থী।

তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের অবস্থা

৬৬.তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি প্রধান ক্ষেত্র। এই শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের অবদান অপরিসীম। শ্রমিকদের না জানিয়ে কারখানা বন্ধ করে দেয়া, শ্রমিক ছাঁটাই ও সেই সঙ্গে বেতন সঠিক সময়ে প্রদান না করার অনেকগুলো ঘটনা ঘটেছে ২০১৭ সালে এবং এর ফলে শ্রমিক অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও এই সময়ে বিভিন্ন কারখানায় আগুনে পুড়ে ও তাড়াহুড়ো করে নামতে যেয়ে অনেক শ্রমিক আহত হয়েছেন। কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডিআইএফই) এর তথ্য অনুযায়ী দেশের তৈরি পোশাক কারখানার এক-তৃতীয়াংশ এখনও ‘সি’ গ্রেডের রয়েছে। এই সব কারখানা কোনো কমপ্লায়েন্স মেনে চলে না।[২২৫]

৬৭.২০১৭ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত তৈরি পোশাক শিল্প কারখানাগুলোতে ১৩ জন শ্রমিক বয়লার বিষ্ফোরণে মারা গেছেন এবং ৩৬২ জন শ্রমিক বিভিন্নভাবে আহত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ২০৯ জন শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনায় পুলিশের লাঠিচার্জে ও কারখানার মালিকপক্ষের লোকদের আক্রমণে আহত হয়েছেন, ১৫৩ জন শ্রমিক আগুনে পুড়ে ও আগুন লাগার পর কারখানা থেকে বের হতে যেয়ে সেই সব ভবনে পদদলিত হয়ে এবং বয়লার বিস্ফোরণে আহত হয়েছেন। এছাড়া ৩১৪১ জন শ্রমিককে বিভিন্ন কারণে ছাঁটাই করা হয়েছে।

১৩ ফেব্রুয়ারি গাজীপুর জেলার টঙ্গী উপজেলায় এপ্রিল ফ্যাশন লিঃ[২২৬], ৯ মার্চ গাজীপুর সিটি করপোরেশনের বোর্ডবাজার সাইনবোর্ড এলাকায় ইস্ট-ওয়েস্ট গ্রুপের পোশাক কারখানায়[২২৭], ২৭ এপ্রিল ঢাকা জেলার আশুলিয়ায় শেড ফ্যাশন লিমিটেড[২২৮], ১৬ মে নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলায় প্যাসিফিক স্পিনিং মিলস লিমিটেড কোম্পানি[২২৯], ১৩ অগাস্ট গাজীপুর জেলার শ্রীপুরে ইউনিয়ন নামে একটি পোশাক কারখানায়[২৩০], ৭ অগাস্ট ঢাকার মিরপুরের মেরিডিয়ান ফ্যাশন গার্মেন্টস[২৩১] এ, ২১ সেপ্টেম্বর গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলায় আয়মন টেক্সটাইল অ্যান্ড হোসিয়ারি লিমিটেডে[২৩২], ১৪ অক্টোবর নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জ এলাকায় রানস এ্যাপারেলস এবং ওল্ড টাউন নামে দুইটি পোশাক কারখানায়[২৩৩], ১৮ অক্টোবর গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলায় হ্যাসং বিপি লিমিটেডে[২৩৪]এ, শ্রমিকরা বকেয়া বেতন-ভাতা, বেতন-ভাতা না দিয়ে কারখানা বন্ধ করে দেয়া, পিস রেট বৃদ্ধি ও মাতৃত্বকালীন ছুটি না দেয়ায় বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন। এই সময় পুলিশ শ্রমিকদের ওপর হামলা করে অনেককে আহত করে।

---

[২২৫] এখনো এক-তৃতীয়াংশ পোশাক কারখানায় কর্মপরিবেশ নেই/ মানবজমিন ২৪ এপ্রিল ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=62689&cat=6/-

[২২৬] ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে শ্রমিক বিক্ষোভ/ বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৭/http://www.bd-pratidin.com/country-village/2017/02/14/207805

[২২৭] গাজীপুরে পোশাক কারখানায় শ্রমিক বিক্ষোভ, ভাঙচুর/ মানবজমিন ১০ মার্চ ২০১৭/ মানবজমিন ১০ মার্চ ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=56706&cat=9/

[২২৮] আশুলিয়ায় বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ/যুগান্তর ২৮ এপ্রিল ২০১৭/ http://ejugantor.com/2017/04/28/19/details/19_r11_c5.jpg

[২২৯] রূপগঞ্জে স্পিনিং মিলে শ্রমিক অসন্তোষ/ যুগান্তর ১৭ মে ২০১৭/ www.jugantor.com/second-edition/2017/05/17/125357/

[২৩০] বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রীপুরে পোশাক কারখানায় শ্রমিক অসন্তোষ/ নয়াদিগন্ত ১৪ অগাস্ট ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/243912

[২৩১] মিরপুরে গার্মেন্ট শ্রমিকদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ ওসিসহ আহত ১০/ নয়াদিগন্ত ৮ অগাস্ট ২০১৭/http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/242415

[২৩২] বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবি: কালিয়াকৈরে পোশাক শ্রমিক পুলিশ সংঘর্ষ: আহত ১৯/ নয়াদিগন্ত ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/253756

[২৩৩] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নারায়ণগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[২৩৪] গাজীপুরে পোশাক শ্রমিক-পুলিশ সংঘর্ষ/ নয়াদিগন্ত, ১৯ অক্টোবর ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/261291

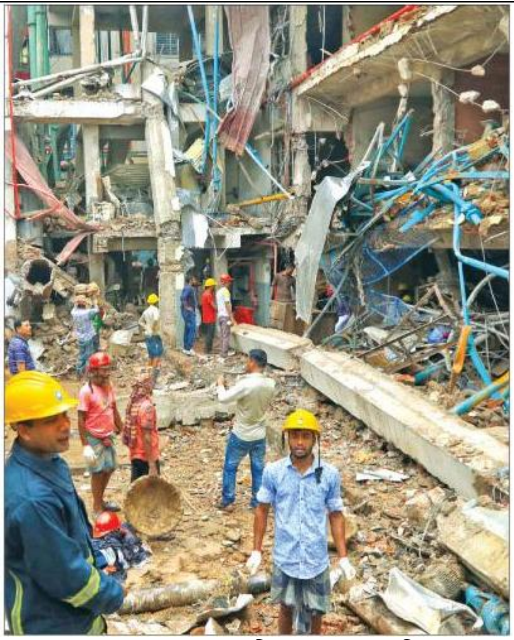

বয়লার বিস্ফোরণে গাজীপুরে মালটি ফ্যাবস পোশাক কারখানাটি ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। ছবিঃ প্রথম আলো ৭ জুলাই ২০১৭

সিদ্ধিরগঞ্জে বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকরা টায়ার জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধ করে। ছবিঃ মানবজমিন, ১৫ অক্টোবর ২০১৭

কালিয়াকৈরে পোশাক কারখানা শ্রমিকদের বিক্ষোভে পুলিশের অ্যাকশন। ইনসেটে আহত নারী শ্রমিক। ছবিঃ নয়াদিগন্ত, ১৯ অক্টোবর ২০১৭

২৯৪ শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেন চট্টগ্রামের সানম্যান গ্রুপের দুই পোশাক কারখানা-আলফা টেক্সটাইল ও গোল্ডেন হাইটসের শ্রমিকরা। ছবিঃ প্রথম আলো ২৩ নভেম্বর ২০১৭

অন্যান্য শিল্প কারখানায় শ্রমিকদের অবস্থা

৬৮. *অধিকার* এর তথ্য মতে, অন্যান্য শিল্প কারখানায় ৮২ জন শ্রমিক নিহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৪৪ জন নির্মাণ শ্রমিক, ১ জন জুতা কারখানার শ্রমিক, ২ জন মোটর গ্যারেজ শ্রমিক, ১৯ জন রাইস মিল শ্রমিক, ১ জন ব্যাগ কারখানার শ্রমিক, ১ জন ইট কারখানার শ্রমিক, ১ জন প্লাইউড কারখানার শ্রমিক, ১ জন ঘন্টায় নিযুক্ত অস্থায়ী শ্রমিক, ২ জন সেপটিক ট্যাংক পরিচ্ছন্ন শ্রমিক, ১ জন প্রিন্টিং কারখানার শ্রমিক, ১ জন ফুড কারখানার শ্রমিক, ১ জন রাজমিস্ত্রি, ১ জন দিনমজুর, ১ জন স্টিল কারখানার শ্রমিক এবং ৫ জন কসমেটিকস কারখানার শ্রমিক। এছাড়া ৭৮ জন আহত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ৫ জন জুতা কারখানার শ্রমিক, ১৫ জন নির্মাণ শ্রমিক, ৭ জন ইস্পাত মিল শ্রমিক, ৬ জন কসমেটিকস কারখানার শ্রমিক, ১ জন কয়েল কারখানার শ্রমিক, ৩ জন বেল্ট তৈরি কারখানার শ্রমিক, ১০ জন স্টিল কারখানার শ্রমিক, ২১ জন রাইস মিল কারখানার শ্রমিক, ২ জন ফুড কারখানার শ্রমিক, ৬ জন প্লাইউড কারখানার শ্রমিক এবং ২ জন ব্যাগ কারখানার শ্রমিক আহত হয়েছেন।

● ১০ জানুয়ারি নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলার কাঁচপুর এলাকায় রহিম স্টিল মিলে আগুন লেগে একজন শ্রমিক মারা গেছেন।[২৩৫] *● ১৭ জানুয়ারি ঢাকা মহানগরীর বংশালের সাতরওজা এলাকায় ফয়সল অ্যান্ড সেবা নামে একটি জুতা তৈরীর কারখানায় থাকা কেমিক্যালের ড্রামে আগুন লেগে দুই শ্রমিক দগ্ধ এবং এক জন শ্রমিক আহত হন।*[২৩৬] *● ১০ এপ্রিল চট্টগ্রাম রপ্তানী প্রক্রিয়াজাত অঞ্চল (সিইপিজেড) এর ৩ নম্বর রোডে চীনা মালিকানাধীন বনশো নামে একটি জুতা তৈরির কারখানার শ্রমিকরা শ্রমিক ছাঁটাইকে*[২৩৭] *কেন্দ্র করে বিক্ষোভ করেন।*[২৩৮] *●২৯ অগাস্ট চট্টগ্রামে আমিন জুট মিলের*

---

[২৩৫] কাঁচপুরে আগুন লেগে স্টিলমিলের শ্রমিক নিহত/ নয়াদিগন্ত ১১ জানুয়ারি ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/186380

[২৩৬] জুতার কারখানায় দুই শ্রমিক দগ্ধ/ নয়াদিগন্ত ১৮ জানুয়ারি ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/188349এবং Two burnt in Bangshal shoe factory fire/দি ট্রিবিউন ১৮ জানুয়ারি ২০১৭/ http://www.dhakatribune.com/bangladesh/dhaka/2017/01/17/two-burnt-bangshal-shoe-factory-fire/

[২৩৭] শ্রমিকরা অভিযোগ করেছেন, মালিক পক্ষ শ্রমিকদের চাকুরি স্থায়ী না করার জন্য এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা না দেয়ার উদ্দেশ্যে কৌশলে কিছুদিন পরপরই পুরোনো শ্রমিকদের ছাঁটাই করে আবার নতুন করে শ্রমিক নিয়োগ করে। ৪/৫ মাস পর আবার তাঁদের বিদায় করে দিয়ে নতুন শ্রমিক নিয়োগ দেয়। মালিক পক্ষ আবারো ২ শতাধিক শ্রমিককে ছাঁটায়ের জন্য তালিকা তৈরি করলে তা নিয়ে এই অসন্তোষ শুরু হয়।

শ্রমিকরা বকেয়া বেতন ও ঈদ বোনাসের দাবিতে মুরাদপুরে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করলে পুলিশের সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষ হয়।[২৩৯] ● *২০ সেপ্টেম্বর মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলার পঞ্চসার ইউনিয়নের চরমুক্তারপুর এলাকায় আইডিয়াল টেক্সটাইল মিলে আগুন লেগে ছয় জন নিহত হন।*[২৪০] *৬ অক্টোবর খুলনার খালিশপুর শিল্পাঞ্চলে প্লাটিনাম ও ক্রিসেন্ট জুট মিলের শ্রমিকরা তাদের বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেন।*[২৪১]

নির্মাণ শ্রমিকদের অবস্থা

৬৯. দেশের রাস্তাঘাট, ব্রিজ, বাড়ি ইত্যাদি নির্মাণে নির্মাণ শ্রমিকদের অবদান অপরিসীম। কিন্তু এই শ্রমিকরা বিভিন্নভাবে বৈষম্য এবং বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন। এই ইনফরমাল সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য কোন সুস্পষ্ট নীতিমালা তৈরি করা হয়নি। প্রখর রোদ এবং বৈরী আবহাওয়ার মধ্যেই এঁদের অনেকেই খোলা আকাশের নীচে কাজ করেন। অথচ তাঁদের কাজের জন্য কোন নূন্যতম মজুরি ধার্য করা হয়নি। ফলে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তাঁরা মজুরিসহ বিভিন্ন ধরনের বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। নারী শ্রমিকদের অবস্থা আরও করুণ। নারী শ্রমিকরা তাঁদের শিশুদের কর্মস্থলের কাছে গাছের নিচে বা কোন কাছাকাছি জায়গায় রেখে কাজ করতে বাধ্য হন। অনেকে তাঁদের শিশুদের একা বাড়িতে রেখে আসেন-ফলে এইসব শিশুরা যৌন হয়রানির ঝুঁকিসহ বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকিতে থাকে এবং শিক্ষার সুযোগ থেকে অনেক শিশুই বঞ্চিত হচ্ছে। তাঁদের স্যানিটেশনের পর্যাপ্ত সুযোগ না থাকায় তাঁরা অসুবিধায় থাকেন। সারাদিন কম পানি খেয়ে কাজ করার কারণে অনেকেই কিডনী রোগসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। এছাড়াও শিশুদেরও ঝুঁকিপূর্ণ নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে।

ইট ভাঙারত নারী নির্মাণ শ্রমিক। ছবিঃ ঢাকা ট্রিবিউন ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭

---

[২৩৮] *অধিকার* এর সঙ্গে সঙশ্লিষ্ট চট্টগ্রামের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[২৩৯] 25 hurt as Ctg mill workers clash with cops /দি ডেইলি স্টার ৩০ অগাস্ট ২০১৭/ http://www.thedailystar.net/city/25-hurt-ctg-mill-workers-clash-cops-1456117

[২৪০] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মুন্সিগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন এবং মুন্সিগঞ্জে কারখানায় আগুন, নিহত ৬/ প্রথম আলো ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৭/ http://epaper.prothom-alo.com/view/dhaka/2017-09-21/1

[২৪১] বকেয়া পাওনার দাবিতে পাটকল শ্রমিকদের বিক্ষোভে/ মানবজমিন, ৭ অক্টোবর ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=86251&cat=9/

কর্মরত নারী নির্মাণ শ্রমিক (ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ থেকে তোলা)। ছবিঃ অধিকার, অগাস্ট-সেপ্টেম্বর ২০১৭

অভিবাসি শ্রমিকদের অবস্থা

৭০.প্রতিবছর বাংলাদেশ থেকে বহু মানুষ কাজের সন্ধানে বিদেশে পাড়ি জমায়। এই অভিবাসি শ্রমিকদের পাঠানো টাকা বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রেখেছে। কিন্তু বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাসগুলোর কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে সেখানে কর্মরত বাংলাদেশের শ্রমিকদের অসহযোগিতা করার অনেক অভিযোগ পাওয়া গেছে। এমনকি এইসব প্রবাসী শ্রমিকরা বাংলাদেশের বিমানবন্দরেও হয়রানীর শিকার হয়েছেন। দেশে জায়গা-সম্পত্তি বিক্রি এবং ধারদেনা করে বিদেশে পাড়ি জমান এই শ্রমিকরা। তাঁরা বিদেশে কঠোর পরিশ্রম করছেন এবং বিভিন্ন প্রতিকুলতার মধ্যে সেখানে অবস্থান করছেন। বহু নারী শ্রমিক ধর্ষণসহ শারিরীক, মানসিক ও যৌন নিপীড়ণের শিকার হচ্ছেন। সম্প্রতি সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলাপমেন্ট এন্ড কো-অপারেশন (এসডিসি) এর সহয়তায় ইউএন ওমেন এবং আইওএম'র এক সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, দক্ষিণ এশিয়ায় লক্ষ লক্ষ নারী মধ্যপ্রাচ্যে অভিবাসি শ্রমিক হিসেবে চুক্তিবদ্ধ হন। কিন্তু এই সমস্ত চুক্তিপত্র নারীদেরকে বৈষম্য ও বিভিন্ন ধরনের হয়রানির শিকার থেকে বাঁচার জন্য যথাযথ সুরক্ষা নিশ্চিত করে না। ফলে অভিবাসি শ্রমিকরা বিশেষ করে নারী শ্রমিকরা বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য ও সহিংসতার শিকার হচ্ছেন।[২৪২]

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের ৪,০৯,০০০ নারী শ্রমিক মধ্যপ্রাচ্যে অভিবাসি শ্রমিক হিসেবে কর্মরত আছেন। বাংলাদেশ অকুপেশানাল সেফটি, হেলথ এন্ড এনভারমেন্ট ফাউন্ডেশন (ওসি ফাউন্ডেশন) নামে একটি সংগঠন বলেছে, ২০০৫

[২৪২] UN FINDINGS; Women migrants not fully protected in ME/নিউএজ ২২ ডিসেম্বর ২০১৭/ http://epaper.newagebd.net/22-12-2017/2

সালের জানুয়ারি থেকে ২০১৭ সালের নভেম্বর পর্যন্ত ৩৩,১১২ জন অভিবাসি শ্রমিক বিদেশে অবস্থানকালে বিভিন্ন কারণে মারা গেছেন।[২৪৩]

ঠ.নিষ্ঠুর আচরণের শিকার শিশুরা

৭১.শিশুদের ওপর অমানবিক ও নিষ্ঠুর আচরণের ঘটনা ২০১৭ সালে অব্যাহত ছিল। শিশুরা বিভিন্ন ধরণের আক্রমণ, যৌন হয়রানি, মুক্তিপণের দাবিতে অপহরণসহ শিশুশ্রমের শিকার হচ্ছে। অর্থনৈতিক দৈন্যতার কারণে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ায় শিশুরা শিশুশ্রমের সঙ্গে জড়িত এবং এদের অনেকেই বিপজ্জনক ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত। সামাজিক অবক্ষয়, নৃশংসতার ঘটনাগুলোর বিচার না হওয়া, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ইত্যাদি কারণে শিশুদের ওপর নৃশংসতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে ধারণা করা যায়। এই সব ঘটনায় কিছু কিছু অপরাধীর শাস্তি হয়েছে এরপরও এই ধরনের ঘটনা অব্যাহত আছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

● ২৫ সেপ্টেম্বর ময়মনসিংহ জেলার গৌরীপুর উপজেলায় চুরির অভিযোগে সাগর মিয়া (১৬) নামে এক কিশোরকে চরশ্রীরামপুরের আক্কাস আলী, তাঁর ভাই হাসু, আব্দুছ ছাত্তার, জুয়েল মিয়া, সোহেল মিয়া এবং কাইয়ুমসহ আরো কয়েকজন একটি খুঁটিতে বেঁধে পিটিয়ে এবং ক্ষুর দিয়ে তাঁর রগ কেটে তাঁকে হত্যা করে। র‌্যাব মামলার প্রধান অভিযুক্ত মোহাম্মদ আক্কাস আলীকে গ্রেফতার করেছে।[২৪৪] *● ২৪ ডিসেম্বর ঢাকার আদাবরে গৃহকর্মী আল আমিনকে (১২) গৃহকর্তা শেখ জোবায়ের আলম ও তাঁর স্ত্রী সাইয়েদা নৃশংসভাবে হত্যা করে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। কাজে যোগ দেয়ার পর থেকেই আল আমিনের ওপর বিভিন্ন ধরনের অমানুষিক সহিংসতা চালিয়ে আসছিলো ঐ পরিবারের সদস্যরা।*[২৪৫]

ড. নারীর প্রতি সহিংসতা

৭২.২০১৭ সালে ব্যাপক সংখ্যক নারী যৌতুক, ধর্ষণ, যৌন হয়রানি এবং এসিড নিক্ষেপসহ পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এই সময় বাল্যবিবাহ অব্যাহত থেকেছে। ২০১৭ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদে বিশেষ প্রেক্ষাপটে অপ্রাপ্ত বয়সের ছেলেমেয়েদের বিয়ের বিশেষ বিধান রেখে ‘বাল্যবিবাহ নিরোধ বিল ২০১৭’ পাস হয়। ফলে অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়ে ও ছেলে শিশুদের বিয়ের বৈধতা দেয় এই আইনের বিশেষ ধারা।

বখাটেদের দ্বারা উত্ত্যক্তকরণ

৭৩.*অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০১৭ সালে মোট ২৪২ জন নারী বখাটেদের দ্বারা হয়রানি ও সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ১৭ জন অপমান সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছেন, ৪ জনকে হত্যা করা হয়েছে, ৪২ জন আহত, ৪২ লাঞ্ছিত, ৩ জন অপহৃত এবং ১৩৪ জন নারী বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। এছাড়া যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করতে গিয়ে বখাটেদের হাতে ১২ জন পুরুষ ও ১ জন নারী নিহত, ৭০ জন পুরুষ ও ২২ জন নারী আহত এবং ১ জন পুরুষ ও ১ জন নারী লাঞ্ছিত হয়েছেন।

---

[২৪৩] 33,000 migrant workers died in 13 years: report / নিউএজ ১৮ ডিসেম্বর ২০১৭/ http://www.newagebd.net/article/30674/33000-migrant-workers-died-in-13-years-report
[২৪৪] গৌরীপুরে খুঁটিতে বেঁধে কিশোরকে পিটিয়ে হত্যা/ যুগান্তর ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭/ https://www.jugantor.com/last-page/2017/09/27/158841/
[২৪৫] আদাবরে গৃহকর্মী হত্যা; ‘রাখা হতো টয়লেটে পেটানো হতো অজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত’/ যুগান্তর ২৭ ডিসেম্বর ২০১৭/ https://www.jugantor.com/first-page/2017/12/27/182584/

বখাটেদের দ্বারা যৌন হয়রানির শিকার হয়ে ১৬ ফেব্রুয়ারি অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী শিপন আক্তার[২৪৬], ২১ ফেব্রুয়ারি ১০ম শ্রেণীর ছাত্রী তানিয়া আক্তার[২৪৭], ৪ মার্চ কলেজ ছাত্রী আরিফা বেগম[২৪৮], ৮ অক্টোবর রাজিফা আক্তার সাথী[২৪৯] সহ মোট ১৭ জন নারী আত্মহত্যা করেছেন।[২৫০] এছাড়া ৪ জনকে হত্যা করেছে বখাটেরা।

● প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখান করায় ১৫ জানুয়ারি কলেজ ছাত্রী ঝুমা বেগমকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে আহত করা হয়।[২৫১] ১৪ মার্চ চট্টগ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মিসফা সুলতানা (২৫) কে শাবল দিয়ে পিটিয়ে তাঁর দুই হাত ভেঙ্গে ফেলা হয়।[২৫২]

বখাটে কর্তৃক আহত স্কুল শিক্ষিকা মিসফা সুলতানা। ছবিঃ প্রথম আলো, ১৫ মার্চ ২০১৭

● ৮ এপ্রিল সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে দুইজন বহিরাগত ছেলে ও একটি মেয়ে বেড়াতে গেলে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সভাপতিসহ বেশ কয়েকজন নেতাকর্মী মেয়েটিকে উত্ত্যক্ত করে ও সঙ্গে থাকা ছেলেটিকে মারধর করে।[২৫৩] ● ৩ জুলাই লক্ষীপুর জেলার রামগঞ্জ উপজেলার ইছাপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক জুয়েল বেপারী ৮ম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে অস্ত্রের মুখে তুলে নিয়ে যায়।[২৫৪]
অপরদিকে যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করতে গিয়ে বখাটেদের হাতে ২৮ জানুয়ারি সাইয়েদুর রহমান (১৫) [২৫৫], ১২ মার্চ শ্যামল চন্দসহ[২৫৬] সহ ১২ জন পুরুষ ও ছাবিয়া বেগম নামে একজন নারী নিহত হয়েছেন এবং ৮ অগাস্ট দশম শ্রেণীতে পড়ুয়া ছাত্রীকে উত্ত্যক্ত করার প্রতিবাদ করায় তাঁর বাবা মোহাম্মদ নওশের আলমকে কয়েকজন বখাটে যুবক ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে জখম করে।[২৫৭] এছাড়াও উত্ত্যক্তের প্রতিবাদ করতে যেয়ে বিভিন্ন সময়ে বখাটেদের হাতে উত্ত্যক্তের শিকার নারীদের বাবা-মা, ভাই-বোন, আত্মীয় স্বজনসহ আরও অনেকেই আহত হয়েছেন।

---

[২৪৬] সাটুরিয়ায় উত্ত্যক্তের বিচার না পেয়ে স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা/ যুগান্তর ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭/ www.jugantor.com/news/2017/02/17/101738/

[২৪৭] সুনামগঞ্জে উত্ত্যক্তের জেরে স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যার অভিযোগ/ প্রথম আলো ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1086463/

[২৪৮] সহপাঠীর উত্ত্যক্তের জেরে মাটিরাঙ্গায় ছাত্রীর আত্মহত্যা/ যুগান্তর ৯ মার্চ ২০১৭/ http://www.jugantor.com/news/2017/03/09/107344/

[২৪৯] বখাটের অপমান সইতে না পেরে.../ মানবজমিন, ১০ অক্টোবর ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=86764&cat=2/

[২৫০] বখাটের অপমান সইতে না পেরে.../ মানবজমিন, ১০ অক্টোবর ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=86764&cat=2/

[২৫১] *অধিকারএর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সিলেটের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[২৫২] স্কুলে ঢুকে শিক্ষিকার হাত ভাঙল বখাটে/প্রথম আলো ১৫ মার্চ ২০১৭

[২৫৩] শাবিতে সাংবাদিকদের ওপর ছাত্রলীগের হামলা/ নয়াদিগন্ত ৯ এপ্রিল ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/210754

[২৫৪] রামগঞ্জে স্কুলছাত্রীকে তুলে নিল ছাত্রলীগ নেতা/ যুগান্তর ৫ জুলাই ২০১৭/ www.jugantor.com/our-chittagong/2017/07/05/137037/

[২৫৫] যৌন হয়রানির প্রতিবাদঃ বরিশালে স্কুল ক্যাম্পাসে ছাত্রকে কুপিয়ে হত্যা/ যুগান্তর ২৯ জানুয়ারি ২০১৭/ www.jugantor.com/first-page/2017/01/29/97045/

[২৫৬] নওগাঁ পলিটেকনিকঃ সহপাঠীকে উত্ত্যক্তের প্রতিবাদ করায় ছাত্র খুন, গ্রেপ্তার ৩/ প্রথম আলো ১৩ মার্চ ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1106158/

[২৫৭] সাভারে মেয়েকে উত্তক্তের প্রতিবাদ করায় বাবাকে কুপিয়েছে বখাটেরা/ নয়াদিগন্ত, ১১ অগাস্ট ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/243147

যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করতে গিয়ে স্কুলছাত্র সাইয়েদুর (ইনসেটে) বখাটেদের হাতে নিহত হন। ছবিঃ যুগান্তর ২৯ জানুয়ারি ২০১৭

বখাটেদের দ্বারা নারীর প্রতি যৌন হয়রানিঃ জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০১৭						
মাস	আত্মহত্যা	হত্যা	আহত	লাঞ্ছিত	অপহৃত	অন্যান্য
জানুয়ারি	০	০	৭	১	০	৬
ফেব্রুয়ারি	২	১	৩	৪	০	১২
মার্চ	১	০	৫	৯	০	২০
এপ্রিল	১	০	৬	৪	০	১২
মে	১	০	১	০	০	১২
জুন	০	০	৩	২	১	১৩
জুলাই	২	০	২	২	১	১৬
অগাস্ট	০	০	০	৮	০	৯
সেপ্টেম্বর	১	০	৪	৪	০	৭
অক্টোবর	৫	০	৭	২	১	১০
নভেম্বর	৪	২	২	৩	০	১৩
ডিসেম্বর	০	১	২	৩	০	৪
মোট	১৭	৪	৪২	৪২	৩	১৩৪

ধর্ষণ

৭৪. ধর্ষণের মতো মারাত্মক অপরাধ ভয়াবহভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। বিচারহীনতার সংস্কৃতি এবং সামাজিকভাবে হেয় হবার ভয়ে ধর্ষণের শিকার ভিকটিমরা ও তাঁদের পরিবারগুলো ধর্ষণের বিষয়টি গোপন করেন অথবা তা প্রকাশ করলেও বিচার পাননা।[২৫৮] এটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক যে প্রাপ্ত বয়স্ক নারীর তুলনায় মেয়ে শিশুর ধর্ষণের সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি।

[২৫৮] নীতিগত কারণে অধিকার ধর্ষণের শিকার ভিকটিমদের নাম প্রকাশ করে না।

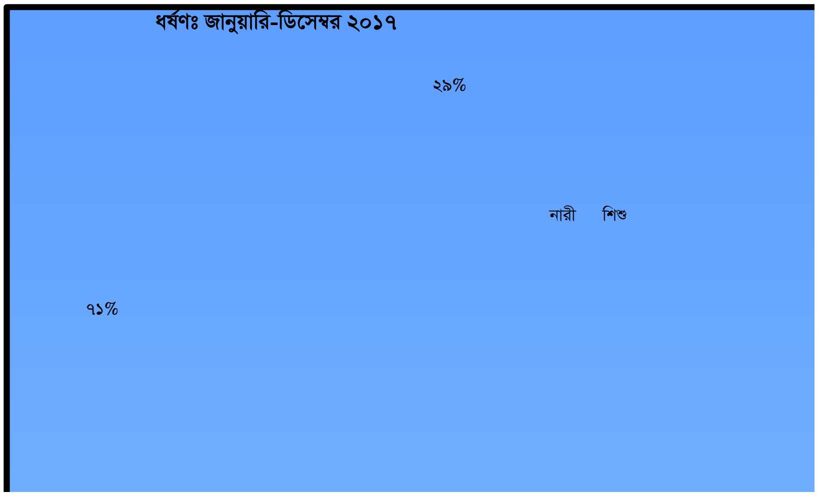

৭৫.২০১৭ সালে মোট ৭৮৩ জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। এঁদের মধ্যে ২২৫ জন নারী, ৫৫৩ জন মেয়ে শিশু এবং পাঁচজনের বয়স জানা যায়নি। ঐ ২২৫ জন নারীর মধ্যে ১৪ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে, ৯৩ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ৪ জন নারী আত্মহত্যা করেছেন। ৫৫৩ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে ১৮ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে, ১০৮ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ৫ জন মেয়ে শিশু আত্মহত্যা করেছেন। এই সময়কালে ৮১ জন নারী ও মেয়ে শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

ধর্ষণের পর মৃত্যু: জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০১৭

মাস	ধর্ষণের পর হত্যা		ধর্ষণের পর আত্মহত্যা		মোট
	নারী	শিশু	নারী	শিশু	
জানুয়ারি	২	০	১	০	৩
ফেব্রুয়ারি	১	০	০	০	১
মার্চ	১	০	০	১	২
এপ্রিল	২	১	২	১	৬
মে	২	৪	০	০	৬
জুন	১	৩	০	০	৪
জুলাই	০	২	০	১	৩
অগাস্ট	৩	০	১	০	৪
সেপ্টেম্বর	০	৪	০	১	৫
অক্টোবর	০	১	০	০	১
নভেম্বর	২	০	০	১	৩
ডিসেম্বর	০	৩	০	০	৩
মোট	১৪	১৮	৪	৫	৪১

১২ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম জেলার কর্ণফুলী উপজেলার বড়উঠান ইউনিয়নের এক বাড়িতে দুর্বৃত্তরা হানা দিয়ে প্রবাসী তিন ভাইয়ের স্ত্রী ও তাঁদের বোনকে ধর্ষণ করে। ধর্ষণের শিকার নারীদের মধ্যে একজন অন্তঃসত্ত্বা নারীও ছিলেন। ধর্ষণের শিকার নারীরা পরের দিন কর্ণফূলী থানায় মামলা দায়ের করতে গেলে পুলিশ মামলা নিতে গড়িমসি করে। পরবর্তীতে ঘটনার পাঁচদিন পর পুলিশ মামলা গ্রহণ করে।[২৫৯]

[২৫৯] চট্টগ্রামে চার নারী ধর্ষণ; আংশিক ব্যর্থতা স্বীকার করল পুলিশ/ যুগান্তর ২৬ ডিসেম্বর ২০১৭/ https://www.jugantor.com/city/2017/12/26/182357/

যৌতুক সহিংসতা

৭৬.২০১৭ সালে ২৫৬ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এঁদের মধ্যে ১১৮ জন নারীকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে, ১২৭ জন বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন এবং ১১ জন আত্মহত্যা করেছেন। এই ২৫৬ জনের মধ্যে ৪ জন শিশু বাল্যবিবাহের শিকার যাদের মধ্যে ২ জনকে হত্যা ও অপর ২ জনকে নিপীড়ন করার অভিযোগ রয়েছে।

৫ মার্চ শরীয়তপুর জেলার খাদিজা আক্তার বৃষ্টি[২৬০], ৭ এপ্রিল সাতক্ষীরা জেলার মুনিয়া ইয়াসমিন টুম্পা[২৬১], ১ জুলাই সিরাজগঞ্জ জেলার খুশি খাতুন[২৬২], ১৯ অগাস্ট পাবনা জেলার মিতু খাতুন[২৬৩], ১৫ সেপ্টেম্বর ঢাকা মহানগরের অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধু পলি আক্তার মীম[২৬৪], ৬ অক্টোবর সুনামগঞ্জ জেলার খাদিজা বেগমসহ[২৬৫] বাকি সবাইকেই যৌতুকের টাকা অথবা মালামাল দিতে না পারায় তাঁদেরকে স্বামী ও শ্বশুড়বাড়ির লোকজন হত্যা করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এছাড়া বরিশাল জেলার সুরভী আক্তার[২৬৬], যশোর জেলার খুকুমনি[২৬৭], বরগুনা জেলার আইরিন আক্তার[২৬৮], চুয়াডাঙ্গা জেলার রজনী খাতুন[২৬৯]সহ অন্যান্য সবাই যৌতুকের কারণে নিপীড়ন সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছেন।

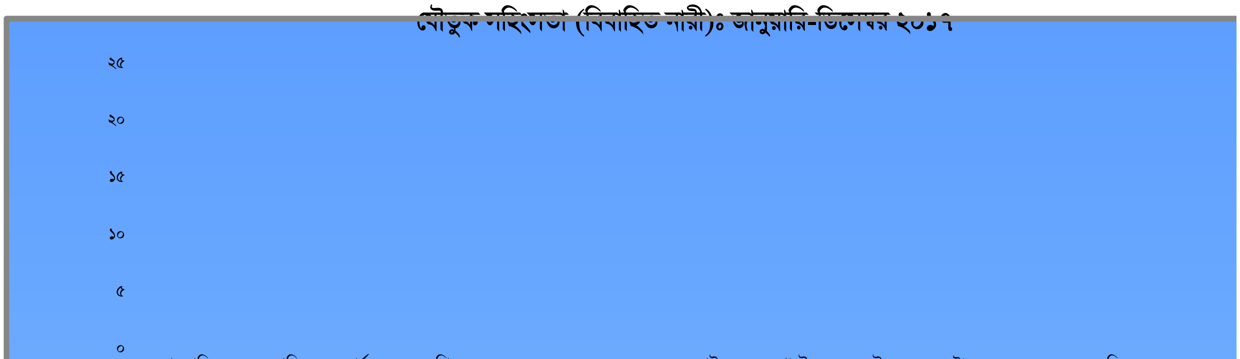

	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	অগাস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
হত্যা	৬	৭	৫	১৩	১১	২৩	১০	৬	৮	১৪	৭	৮
শারিরীক নিপীড়ন	১১	৬	১৪	১১	১০	৫	১৩	১০	১৩	১৫	১৩	৬
আত্মহত্যা	০	১	০	২	১	১	১	২	০	১	২	০

---

২৬০ শরীয়তপুরে গৃহবধূকে শ্বাসরোধে হত্যা/ মানবজমিন ৬ মার্চ ২০১৭/ http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=56195&cat=9

২৬১ সাতীরায় যৌতুকের দাবিতে গৃহবধুকে পিটিয়ে হত্যা/ নয়াদিগন্ত ৯ এপ্রিল ২০১৭/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/210640

২৬২ তাড়াশে গৃহবধুকে পিটিয়ে হত্যা/ মানবজমিন ৩ জুলাই ২০১৭/ http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=72244&cat=9/

২৬৩ পাবনায় যৌতুকের দাবিতে গৃহবধুকে হত্যার অভিযোগ/ যুগান্তর, ২১ অগাস্ট ২০১৭/ www.jugantor.com/the-northern-town/2017/08/21/149902/

২৬৪ কদমতলীতে যৌতুক না পেয়ে গৃহবধূকে হত্যার অভিযোগ/ যুগান্তর ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭/ https://www.jugantor.com/second-edition/2017/09/16/156060/

২৬৫ *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সুনামগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

২৬৬ বরিশালে পুলিশ কর্মকর্তার স্ত্রীর ঝুলন্ত লাশ/ বাংলাদেশ প্রতিদিন ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৭/ http://www.bd-pratidin.com/city/2017/02/27/211258

২৬৭ যশোরে যৌতুকের বলি গৃহবধূ/ মানবজমিন ৪ এপ্রিল ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=60063&cat=9/

২৬৮ বামনায় স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগে মামলা/ যুগান্তর ১৯ এপ্রিল ২০১৭ লিংক দিতে হবে/ www.jugantor.com/bangla-face/2017/04/19/118597/

২৬৯ যৌতুকের দাবিতে নির্যাতন; চুয়াডাঙ্গায় সববধূর আত্মহত্যা/ যুগান্তর ৪ মে ২০১৭/ www.jugantor.com/news/2017/05/04/122084/

৭৭.উল্লেখ্য, ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইন অনুযায়ী- যৌতুক দেয়া ও নেয়া দণ্ডনীয় অপরাধ হলেও এই অপসংস্কৃতি সমাজে ব্যাপকভাবে বিরাজমান। যৌতুক দেয়া ও নেয়ার ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগ নেই বললেই চলে। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধনী ২০০৩) এ যৌতুকের জন্য হত্যার কারনে কঠিন শাস্তির কথাও বলা আছে।

এসিড সহিংসতা

৭৮.২০১৭ সালে ৫২ জন এসিডদগ্ধ হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ৩৩ জন নারী, ৯ জন বালিকা, ৯ জন পুরুষ এবং ১ জন বালক।

১৩ জানুয়ারি ঢাকা মহানগরের নাখালপাড়া এলাকায় আকলিমা আক্তার[২৭০], ৬ মে গাজীপুরের নাসরিন[২৭১], ৫ জুন পাবনা জেলার ইসলামপুরের স্কুলছাত্রী সাদিয়া আক্তার প্রিয়া[২৭২], ৯ জুলাই টাঙ্গাইল জেলার মর্জিনা বেগম ও তাঁর ননদ[২৭৩], ১ অগাস্ট গোপালগঞ্জ জেলার লাকি বেগম পুনু[২৭৪], ৫ সেপ্টেম্বর ময়মনসিংহ জেলার মরিয়ম, তাঁর ছোট ভাই রাসেল ও ছোট বোন মহিরুন আক্তার [২৭৫]সহ ৩৩ জনের ওপর এসিড ছুঁড়ে মারা হয়।

এসিড সহিংসতাঃ জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০১৭					
মাস	নারী		পুরুষ		মোট
	প্রাপ্তবয়স্ক	শিশু	প্রাপ্তবয়স্ক	শিশু	
জানুয়ারি	২	১	০	০	৩
ফেব্রুয়ারি	৪	০	৩	০	৭
মার্চ	৩	০	১	০	৪
এপ্রিল	৪	১	০	০	৫
মে	৫	০	০	০	৫
জুন	৩	৩	০	০	৬
জুলাই	৩	১	০	০	৪
অগাস্ট	১	২	১	০	৪
সেপ্টেম্বর	৪	১	২	০	৭
অক্টোবর	৩	০	২	১	৬
নভেম্বর	০	০	০	০	০

[২৭০] আজ মানববন্ধন: অ্যাসিডদগ্ধ আকলিমার অবস্থা আশঙ্কাজনক/ প্রথম আলো ১৫ জানুয়ারি ২০১৭/www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1059953/

[২৭১] অ্যাসিড-দগ্ধ নাছরিনের আকুতি: আমি বাঁচতে চাই/ প্রথম আলো ১১ মে ২০১৭/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1176659/

[২৭২] পাবনায় স্কুলছাত্রীকে এসিডে ঝলসে দিয়েছে স্বামী/ যুগান্তর ৬ জুন ২০১৭/ www.jugantor.com/news/2017/06/06/130315/

[২৭৩] টাঙ্গাইলে বখাটেদের ছোঁড়া এসিডে দগ্ধ গৃহবধূ হাসপাতালে/ যুগান্তর ১১ জুলাই ২০১৭/ www.jugantor.com/news/2017/07/11/138569/

[২৭৪] মুকসুদপুরে গৃহবধূকে এসিড নিক্ষেপ/ নয়াদিগন্ত, ২ অগাস্ট ২০১৭/ http://www.enayadiganta.com/news.php?nid=344650

[২৭৫] সাবেক স্বামীর ছোড়া অ্যাসিডে ঝলসে গেছে স্ত্রীসহ ভাই-বোন/ বাংলাদেশ প্রতিদিন ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭/ http://www.bd-pratidin.com/last-page/2017/09/07/261911

ডিসেম্বর	১	০	০	০	১
মোট	৩৩	৯	৯	১	৫২

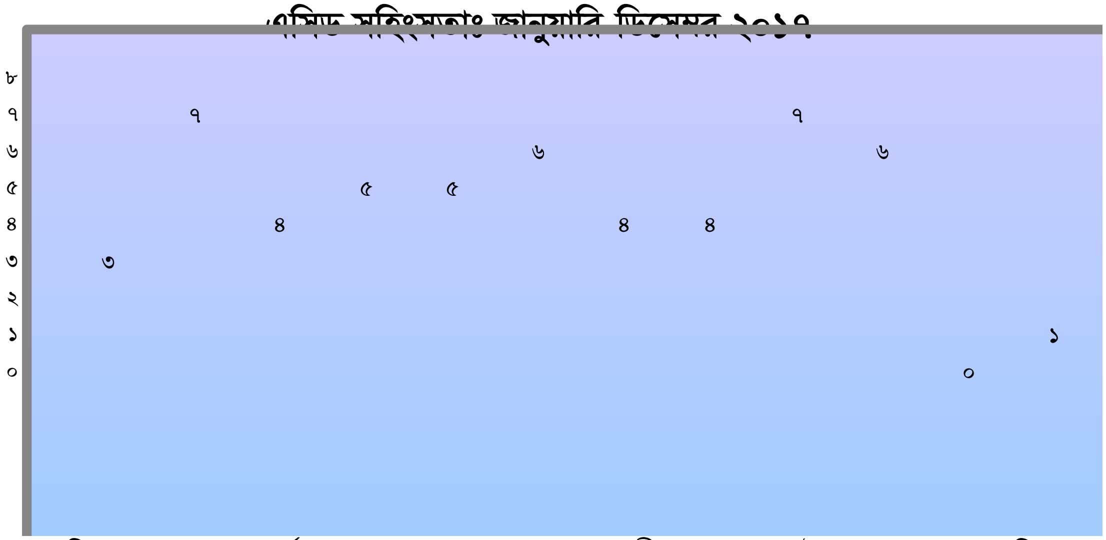

৭৯.এসিড সহিংসতার কারণ পর্যালোচনা করে দেখা যায়, বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই প্রেমের অথবা বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখান করলে জেদের বশবর্তী হয়ে এসিড নিক্ষেপ করা হয়। তাছাড়াও পারিবারিক সহিংসতা, যৌতুকের জন্য, জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ, পূর্ব শত্রুতা, তালাক ইত্যাদি কারণেও অধিকহারে এসিড সহিংসতা ঘটে থাকে।

ঢ. মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা

৮০.*অধিকার* এর ওপর চলমান হয়রানি ২০১৭ সালেও বহাল থেকেছে।[২৭৬] ২০১৪ সালে থেকে *অধিকার* এর সব মানবাধিকার বিষয়ক প্রকল্পের অর্থছাড় বন্ধ রেখেছে সরকার এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীদের ওপর গোয়েন্দা নজরদারী অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া সংস্থার নিবন্ধন নবায়ন না করা এবং নতুন কোন প্রকল্পের অনুমোদন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রেখেছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্থ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো। নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের সহযোগিতায় "হিউম্যান রাইটস রিসার্চ এন্ড এডভোকেসি" প্রকল্পের তয় বর্ষের শেষ কিস্তির অর্থ দাতার কাছ থেকে আসতে বিলম্ব হওয়ায় *অধিকার* সঠিক সময়ে প্রকল্পটি শেষ করার লক্ষ্যে তার নিজস্ব তহবিল থেকে ১৮ লক্ষ ৪৫ হাজার ৩৮ টাকা খরচ করে। এরপর ২০১৩ সালের ১৪ জুলাই ৩য় শেষ কিস্তির অর্থ *অধিকার* এর মাদার একাউন্টে পাঠায় নেদারল্যান্ডস দূতাবাস। নিরীক্ষা প্রতিবেদন ও কার্যক্রমের প্রতিবেদনসহ সমস্ত হিসাব-নিকাশ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে জমা দেয়া এবং এরপর এ সংক্রান্ত বার বার

---

[২৭৬] মানবাধিকার সংগঠন হিসেবে *অধিকার* বিভিন্ন মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো তুলে ধরে সেগুলো বন্ধ করার ব্যাপারে সোচ্চার থাকায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সরকারের রোষাণলে পড়েছে। তবে ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার *অধিকার* এর বিভিন্ন মানবাধিকার প্রতিবেদনের কারণে *অধিকার* এর ওপর বিভিন্নভাবে হয়রানি শুরু করে। এরপর ২০১৩ সালে ৫ ও ৬ মে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশকে কেন্দ্র করে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটলে এ বিষয়ে *অধিকার* প্রতিবেদন প্রকাশ করার পর ২০১৩ সালের ১০ অগাস্ট রাতে *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খানকে পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)'র সদস্যরা তুলে নিয়ে যেয়ে পরবর্তীতে আদিলুর এবং *অধিকার* এর পরিচালক এএসএম নাসির উদ্দিন এলানকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত আইন ২০০৯ এর ৫৭/১ ধারায়) এ অভিযুক্ত করে। আদিলুর এবং এলানকে যথাক্রমে ৬২ ও ২৫ দিন কারাগারে আটক রাখা হয়। প্রতিনিয়তই *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খান, *অধিকার* এর কর্মীবৃন্দ এবং *অধিকার* এর কার্যালয়ের ওপর গোয়েন্দাদের নজরদারী চলছে। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সারাদেশের মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের ওপর নজরদারীসহ মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা প্রদান অব্যাহত রয়েছে।

তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের লিখিত জবাব দেয়ার পরও এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এই টাকা উত্তোলন করার জন্য *অধিকারকে* অনুমতি দেয়নি। ফলে উল্লেখিত অর্থ এখনও ব্যাংকে আটকে রাখা হয়েছে।

৮১. এছাড়া ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহযোগিতায় 'এডুকেশন অন দি কনভেনশন এগেইনস্ট টর্চার এন্ড অপক্যাট এওয়্যারনেস্ প্রোগ্রাম ইন বাংলাদেশ' নামক প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য *অধিকারকে* এনজিও বিষয়ক ব্যুরো দুই বছরের অনুমতি দেয়। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো উল্লেখিত প্রকল্পের ২য় বর্ষের অনুদানের ৫০% অর্থ ছাড় দেয়নি। ফলে প্রকল্পের কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় নাই। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো থেকে অর্থছাড় না পাওয়ার কারণে ইউরোপীয় ইউনিয়নের আটত্রিশ লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার পাঁচশত তেতাল্লিশ টাকা ব্যাংকে আটকে রয়েছে। এই ব্যাপারে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পক্ষ থেকে কয়েক দফা উদ্যোগ নেয়া হলেও বিষয়টি এখনও নিষ্পত্তি হয়নি। *অধিকার* এর সমস্ত হিসাব রয়েছে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকে। ২০১৩ সালে সরকার *অধিকার* এর ওপর যে নিপীড়ন শুরু করে, তখন থেকে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকও *অধিকারকে* বিভিন্নভাবে হয়রানি করতে থাকে। বর্তমানে *অধিকার* এর সমস্ত একাউন্ট স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক স্থগিত করে রেখেছে।

৮২. এই ধরনের প্রতিকূলতার মধ্যেও *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীরা মানবাধিকার রক্ষার ব্যাপারে অবিচল থাকার কারণেই স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে এখনও তাঁরা কাজ করে চলেছেন। এই সময়ে রাজনৈতিক সহিংসতার তথ্য সংগ্রহ কালে *অধিকারএর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সিরাজগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে এবং কুষ্টিয়া ও মুন্সীগঞ্জের তিন জন মানবাধিকার কর্মীর বিরুদ্ধে নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে মামলা দায়ের এবং তাঁদের গ্রেফতারও করা হয়েছে।

অধিকার এর সুপারিশসমূহ

১. অবিলম্বে একটি নিরপেক্ষ সরকার অথবা জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে অবাধ, সুষ্ঠু এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে জবাবদিহিমূলক সরকার গঠন করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং অকার্যকর প্রতিষ্ঠানগুলোকে কার্যকর করার উদ্যোগ নিতে হবে।

২. সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ওপর সরকারের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে এবং সরকারকে বিচার বিভাগ নিয়ন্ত্রণের কর্মকাণ্ড থেকে নিবৃত হতে হবে।

৩. রাজনৈতিক সহিংসতা বন্ধ করতে হবে। সরকারদলীয় কর্মী-সমর্থকদের দুর্বৃত্তায়ন বন্ধের জন্য সরকারকে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সহিংসতার সঙ্গে জড়িতদের বিচার করতে হবে।

৪. সরকারকে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, নির্যাতন এবং অমানবিক ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থা গুলোর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের আন্তর্জাতিক নীতিমালা Basic Principals on the use of Force and Firearms by Law Enforcement officials and the UN Code of Conduct for Law Enforcement officials হুবহু মেনে চলতে হবে।

৫. সরকারকে নির্যাতন বিরোধী জাতিসংঘ সনদের অপসোনাল প্রোটোকল অনুমোদন করতে হবে এবং নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং রিমান্ডের নামে নির্যাতন বন্ধের জন্য ব্লাস্ট বনাম বাংলাদেশ মামলায় হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগের নির্দেশনা মেনে চলতে হবে।

৬. গুম এবং গুমের পর হত্যার ব্যাপারে তদন্ত করে সরকারকে ব্যাখ্যা দিতে হবে। গুম হওয়া ব্যক্তিদের তাঁদের স্বজনদের কাছে ফেরত দিতে হবে। গুম ও হত্যার সঙ্গে জড়িত আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য এবং জড়িত অন্যান্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। গুমকে অপরাধ হিসেব গণ্য করে জাতীয় আইনে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য সরকারকে অবশ্যই জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটির ১১৯তম সভার সুপারিশগুলো মানতে হবে। অবিলম্বে গুম হওয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত সনদ 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেনস্' অনুমোদন করতে হবে।

৭. দমনমূলক অসাংবিধানিক কর্মকাণ্ড থেকে সরকারকে বিরত থাকতে হবে। সভা-সমাবেশের অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে এবং গণগ্রেফতার ও কারাগারে মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করতে হবে। অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের নামে মামলা দেয়া বন্ধ করতে হবে। বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের হয়রানি করা বন্ধ করতে হবে।

৮. মতপ্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর সরকারের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। সাংবাদিকসহ সমস্ত মানবাধিকার কর্মীর বিরুদ্ধে দায়ের করা সবগুলো মামলা প্রত্যাহার করতে হবে এবং তাঁদের ওপর হামলার ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। আমার দেশ পত্রিকা, দিগন্ত টিভি ও ইসলামিক টিভি ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে।

৯. নির্বতনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩), এনজিও বিষয়ক নিবর্তনমূলক আইন প্রত্যাহার করতে হবে ও বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ব্যাহতকারী ইন্টারনেটের ওপর নজরদারী বন্ধ করতে হবে।

১০. সমাজের অন্যান্য নাগরিকদের তুলনায় যেসব নাগরিক তাঁদের ভাষা বা ধর্ম বিশ্বাসের কারণে সংখ্যালঘু, তাঁদের জানমালের সুরক্ষা দিতে হবে এবং তাঁদের ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে তাঁদের পূর্ণ অধিকার নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্র ও সরকারকে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে। সরকারকে সকলদোষী ব্যক্তিদের বিচারের আওতায় আনতে হবে।

১১. তৈরি পোশাক শিল্প এবং অন্যান্য শিল্প কারখানার শ্রমিকদের সমন্বিত সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনতে, শ্রমিকদের ন্যায্য বেতন-ভাতা দিতে এবং শিল্প কারখানাগুলোকে পরিকল্পিতভাবে সঠিক অবকাঠামো ও পর্যাপ্ত সুবিধাসহ গড়ে তুলতে হবে। তৈরি পোশাক শিল্পকারখানাসহ সমস্ত কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার নিশ্চিত করাসহ আইএলও কনভেশন অনুযায়ী শ্রমিকদের অধিকার বাস্তবায়ন করতে হবে। শিশুদেরকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত করা থেকে বিরত রাখতে হবে। পুলিশ ও মালিকপক্ষ কর্তৃক শ্রমিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘন ও হয়রানি বন্ধ করতে হবে। নির্মাণ শিল্পসহ অন্যান্য ইনফরমাল সেক্টরের শ্রমিকদের জন্য সুষ্ঠু নীতিমালা তৈরি এবং এর প্রয়োগের ব্যাপারে *অধিকার* দাবি জানাচ্ছে।

১২. কথিত 'চরমপন্থিদের' বিরুদ্ধে পরিচালিত সমস্ত অভিযান স্বচ্ছ হতে হবে এবং এই সব অভিযানে নিহত নারী ও শিশুদের মৃত্যুর ব্যাপারে সরকারকে ব্যাখ্যা দিতে হবে।

১৩. নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা বন্ধে দ্রুততার সঙ্গে অপরাধীদের বিচার করে শাস্তি দিতে হবে এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সর্বস্তরে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১৪. *অধিকার* সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিকদের ভারতীয় বিএসএফ বাহিনী কর্তৃক হত্যা নির্যাতনসহ সব ধরণের মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করার দাবী জানাচ্ছে। সেই সঙ্গে ভারতের বাংলাদেশকে পানির ন্যায্য অধিকার দিতে এবং বাংলাদেশে কৃত্রিমভাবে বন্যা সৃষ্টির সমস্ত কার্যক্রম অবিলম্বে বন্ধ করতে আহ্বান জানাচ্ছে। বাংলাদেশে প্রাণ-পরিবেশ ধ্বংসের সম্ভাবনা সৃষ্টিকারী রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ এবং আন্তর্জাতিক সীমান্ত আইন অমান্য করে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের জিরো পয়েন্টে ভারতের বেড়া নির্মাণ বন্ধ করতে হবে। এছাড়া ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে অসম বাণিজ্যে ভারসাম্য আনারও দাবি জানাচ্ছে *অধিকার*।

১৫. *অধিকার* রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সদস্যদের জীবন ও অধিকার রক্ষার্থে অবিলম্বে মিয়ানমারের রাখাইন (আরাকান) রাজ্যে জাতিসংঘের উদ্যোগে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর পূর্ণ রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি জানাচ্ছে। এছাড়াও *অধিকার* জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কার্যকর উদ্যোগ নেয়ার আহ্বান জানাচ্ছে। *অধিকার* আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে মিয়ানমার সরকারের ওপর কঠোর চাপ প্রয়োগ করে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করতে এবং সেই সঙ্গে গণহত্যার দায়ে অভিযুক্ত মিয়ামার সেনাবাহিনী, চরমপন্থী বৌদ্ধসহ দায়ীদের বিচারের আওতায় আনার দাবি জানাচ্ছে।

১৬. মানবাধিকার, উন্নয়নকর্মী ও পরিবেশ রক্ষাকর্মীদের ওপর নিপীড়ন ও হয়রানি বন্ধ করতে হবে। *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালক এর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের হয়রানি করা বন্ধ করতে হবে। *অধিকার* এর নিবন্ধন নবায়ন করতে হবে এবং এর মানবাধিকার বিষয়ক প্রকল্পগুলোর অবিলম্বে অর্থছাড় করতে হবে।

- সমাপ্ত -